# THE

# PURUNJUN

## A TALE.

BY

BENASHCHUNDER CHATTERJEE,

INHABITANT OF CHUNDROBHAG IN THE VICINITY
MONDULGHAT IN ZILLAH HOOGHLY.

---

# পুরঞ্জন।

মণ্ডলঘাটান্তর্গত চন্দ্রভাগ নিবাসী

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

---

## কলিকাতা

সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক
বাহির মৃজাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত।

---

সম্বৎ ১৯১৭।

মূল্য বার আনা মাত্র।—Price 12 annas.।

# বিজ্ঞাপন।

সবিনয় সমাদর পুরঃসর সুধীসমূহ সমীপে নিবেদনম্। বহুল শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক পুরঞ্জন নামে অভিনব গ্রন্থ বিরচন করিলাম। মানস-সরসী-সম্ভূত ভাব-কমল অধুনা প্রফুল্লিত হইবার নিমিত্ত সুধীবর দিন-কর কর প্রার্থনা করিতেছে। যদিও ইহা সজ্জন-মনোরঞ্জনকর না হউক, যদ্রূপ মরালমালা নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর পান করিয়া থাকে, তত্তুল্য সৎস্বভাব সাধুসঙ্ঘের বারেক অপাঙ্গপাত হইলেই আমি যাবতীয় শ্রম সাকল্য সাফল্য জ্ঞান করিব।

সন ১২৬৫ }
৫ জ্যৈষ্ঠ। }

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা।

# পুরঞ্জন।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব কালে কোশলা নাম্নী নগরী মধ্যে রাজরত্ন স্বরূপ প্রভাঞ্জন নামা অমানুষক্ষমতাবন্ত মহাবল-পরাক্রান্ত এক সম্রাট্ ছিলেন। যাঁহার যশঃলতার পুষ্প বলিয়া বারম্বার সুধাকরকে ভ্রম হইতে থাকিত, এবং যাঁহার প্রবলপ্রতপ্তপ্রতাপোত্তাপিত তপন তুহিনালয়ে সুশীতল বাসনায় বিহার করিতেছেন ও যাঁহার বিপুল বলবিশিষ্ট বিস্ফারিত বাহু বিধৃত কোদণ্ডাভিঘাতধ্বনিতে বিচলিত দিক্‌সিন্ধুরাবলি বিপক্ষ ব্যূহকে বিশেষ মতে বিত্রস্ত করিয়াছিল। ভূপালের অসামান্য দয়া দাক্ষিণ্য দানশীলতাদি গুণনিচয়ে এই অসীম অবনী মধ্যে যাবতীয় জনগণ নিতান্ত বশীভূত হইয়া প্রতিপক্ষতা পরিহার পুরঃসর নিয়ত নির্ব্বিবাদে কর প্রদান এবং তাঁহার সদ্বিচার স্বরূপ অত্যুচ্চ মহীরুহের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় উপবেশন-পূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জ পরম সন্তোষ সহকারে সকল সময় যাপন করিত। নিজ অখণ্ড প্রচণ্ড ভুজদণ্ডের

প্রভাবে যে ত্রিলোকীতল জয় করিয়াছিল, যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে দেবতারাও সাতিশয় যত্নবান ছিলেন এবং মুনি ঋষি সিদ্ধচারণগণ নিয়ত যাহার গুণ গান করিতেন। এবম্ভূত বিপুল বীর্য্যবান রাক্ষসাধিরাজ যে রাবণ, তাহার নিধন কারণ অমর নিকর বন্দিত ভগবান্ রামচন্দ্র যাঁহার প্রজাপালন পর্য্যালোচনা করিয়া মর্ত্ত্য লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ কৌশল্যানন্দন দাশরথির অপেক্ষাও কৌশল্য নপর্য্যাধিপতির রাজ্যে প্রজাজন সম্যক্ প্রকার সুখে প্রতিবাসরাতিপাত করিত। তাঁহার নিকট ধৈর্য্যগুণে ধরণীও পরাজয় মানিয়াছিলেন। যুদ্ধে সান্তনুনন্দন ভীষ্মেরও ঈর্ষা জন্মিয়াছিল, সত্যপালনে যুধিষ্ঠিরও লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং দীনদরিদ্র দ্বিজগণকে অপ্রমাণ দান করাতে ভূমণ্ডল পরিত্যক্ত করিয়া বলিরাজকেও পাতালতলে গমন করিতে হইয়াছে; অর্থাৎ সহগুণশালিনী ধরণী, সমরবিশারদ ভীষ্ম, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ও দানশীল বলিরাজের সংসার সরোবর সংমণ্ডিত যশঃমৃণালদল যাঁহার কীর্ত্তি মরালবাল কর্ত্তৃক প্রভক্ষিত বা তাঁহাদের জগদালয় উজ্জ্বলকারী যশঃপ্রদীপ নবোদিত ভূপালের কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্তৃক নিষ্প্রভতাকে

প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক প্রতাপের আকারাবলোকন করিলে সদ্বুদ্ধির আশ্রয়, দয়ার আধার, এবং ক্ষমার আলয় বোধ হইত। সর্ব্বজন কর্ত্তৃক সেব্যমান ত্রিদিবাধিনাথ ইন্দ্রতুল্য, ক্ষমতাবান এবং শোভমান হইয়া সিংহাসনাধ্যাসীন পূর্ব্বক পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হওত প্রত্যর্থিপ্রহীণ পৃথ্বীতলে পরমাধিপত্যতা সুখসম্ভোগ ও প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনেই নিয়ত যত্নবান থাকিতেন।

রমণী মৌলিমণি পতিপরায়ণা মদিরা নাম্নী ভূপালের এক পরম প্রণয়িনী মহিষী এবং প্রশান্তাকৃতি ধীর প্রকৃতি কোন নগরাধিপতি সৌভা[illegible]ন নামে তাঁহার এক অভেদাত্মা [illegible] বন্ধু ছিলেন। পরস্পর রাজধানীতে মধ্যে মধ্যে উভয়ে সংমিলিত হইয়া অশেষানন্দলাভ করিতে কদাপি বঞ্চিত হইতেন না। বিগ্রহ সন্ধিসাধনকুশল, নীতিশাস্ত্রাভিজ্ঞতা বীরতা ধীরতা বিশিষ্টাবিচলিত গম্ভীরমতি পরিনাথ নামে ভূপালের এক অমাত্য ছিলেন, যাঁহার সুনীতিসম্পন্ন উপদেশ ও কার্য্যদক্ষতা গুণে নরনাথ অবসরকে প্রাপ্ত, এবং সাম্রাজ্য সুখসন্দোহে সম্পূর্ণ হইয়াছিলেন। গিরিজানন্দন শিখিবাহনের ন্যায় সুরূপ ও ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ, বৃহস্পতি তুল্য বিচক্ষণ এবং

শাস্ত্রদর্শী, রামচন্দ্রসদৃশ জনকাজ্ঞা ও প্রজাপালন তথা শত্রুশাসনে তৎপর, এবং নম্রীভূত বিপক্ষ রাজমণ্ডলীমৌলিমুকুটমণ্ডিতমণিময়ূখমালোজ্জ্বলিতচরণ কুলভবনপাবন পুরঞ্জন নামা নরনাথের এক তনয় ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, ভূপাল এবং অন্যান্য প্রজ্ঞ পণ্ডিতগণেও তাঁহাকে সমধিক প্রশংসা করিতেন।

একদা নরপতি মন্ত্রীকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রিন্! পার্থিবলীলা সম্বরণেরতো আর অধিক বিলম্ব নাই, অদূরেই আসন্নকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সাধু সজ্জনের স্মরণীয়, ভববন্ধনচ্ছেদনের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র, সংসারবারিধিপারের তরণী স্বরূপ যে তারানাথচরণ তাহা শরণ করিয়াই অধুনা সময়াতিবাহিত করিবার মানস করিয়াছি, মনোমধ্যে সে সন্তাপও নাই, কুমার পুরঞ্জন এক্ষণে কার্য্যক্ষম হইয়াছেন, তাঁহা হইতেই সাম্রাজ্য কার্য্য উত্তমরূপে অবধারিত হইতে পারিবে, অতএব পরম প্রণয়ভাজন প্রিয় পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া চরম কালের সঙ্গতি সেই পরম পদ ভাবনা করিয়াই জীবনের সার্থকতা সম্পাদন

করি, অমাত্য বিনীত ভাবে কহিলেন, রাজন্! ভুবন জীবন ভগবন্নারায়ণচরণকমলের ভ্রমর স্বরূপ, শত্রুরূপ দাবদহনে দাবাগ্নি তুল্য, বন্ধু রূপ কুমুদিনীর নিশানাথ সদৃশ, এবং এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য রূপ মহাসাগরের বেলার ন্যায়; অখিল গুণনিলয় ভূপাল লক্ষণাক্রান্ত যুবরাজ যথার্থই রাজমুকুটের যোগ্য পাত্র হইয়াছেন।

সম্রাট এতচ্ছ্রবণে মহা সন্তোষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অভিষেকের সমগ্র সামগ্রী আয়োজন করিতে অনুমতি করিলেন, নির্দ্দেশানুসারে দ্রব্য সকল সমাহৃত হইলে ভূপতি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা শুভলগ্ন নির্ণীত করিয়া অপরাপর দেশাধিপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, এদিকে যৌবরাজ্যে কুমার পুরঞ্জনের অভিষেক হইবে, একারণ বর্ষা কালীন ধারাধরের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভিধ্বনিতে নগরী পরিপূরিতা হইয়া গেল। নিরূপিত দিবসে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ রাজবেশ্মে আসিয়া উপনীত হইলে নরপতি কাহারও উচিত সম্মান করিতে ত্রুটি করিলেন না, সকলে উপবেশন পূর্ব্বক বহুবিধ প্রত্যুৎপন্ন হিরন্মণি প্রভৃতি প্রস্তর এবং অন্যান্য নানা প্রকার শোভাকর দ্রব্যে সজ্জীভূত আস্থানের অপূর্ব্ব শোভা

সন্দর্শন করত বৈজয়ন্ত বোধ করিতে লাগিল, মহারাজ প্রভাঞ্জন যাবতীয় ভূপালাবলির সমক্ষে পুরঞ্জনের শিরোদেশে রাজমুকুট প্রদান করিলে কুমার মণিমণ্ডিত-স্বর্ণপাদপের ন্যায় মনোহারিণী মূর্ত্তি বিধারণ পুরঃসর সিংহাসনে সমাধ্যাসীন হইলে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব শরীর সৌন্দর্য্যে সভাস্থ জনগণের চমৎকার বোধ হইল, এই শুভসূচক ঘটনা জনিত নগরীমধ্যে রাজনিলয়ে এবং নানাস্থানে মহা মহা আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

এবম্ভূত অসীমানন্দে দিবাপসারিত এবং প্রদোষ কাল উপস্থিত হইলে দিনমণির লোহিতলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইল, প্রিয়াবিরহ যাতনা জননী সন্ধ্যার প্রতি কুপিত হইয়া পতিতপাবন পাবন মূর্ত্তি ধারণ পুরঃসর পরম প্রণয়িনীর প্রীত্যর্থ সন্ধ্যা রুচিরূপ কনক মালা কমলিনী কণ্ঠে সমর্পণ করিতেছেন, অনন্তর নলিনীনাথ শ্রমাপসরণার্থ চরম শিখরোৎসঙ্গে নিমগ্ন হইলে ধরণীতল তরলতর তমসাচ্ছন্ন এবং বিবিধ বিহঙ্গ ব্যূহ স্ব স্ব মোহকর কলনাদে দিক্ সকলকে প্রতিনাদিত করিয়া নির্জ্জন নিরালয় নির্দ্দিষ্ট বিপিনজাত শাখি সমূহের শাখোপরি পরিস্থিত, ও ঝিল্লীয় প্রভৃত ঝিল্লীরবে আকুলিত, এবং

বনচর পশুনিকরের গম্ভীর ধ্বনিতে বনানী বিধুত হইতে লাগিলে অনুমেয় হইল, যেমন তিমির বসনাবৃতা সন্ধ্যা ভূতলে আগমন করিলেন, এবং কোন দূরদেশ হইতে আগতা হওয়াতেই সন্ধ্যা সমীরণ রূপ ঘনশ্বাস নিঃসরণ হইতে লাগিল, ক্ষণ পরে স্বীয় প্রিয় নায়ক শশধর যে শশধরের ধবল কিরণে ধরণী কৌমুদীময়ী এবং জন্মজরানাশক অমৃত পানোৎসুক চিত্তচকোর চকোরীর আনন্দের আর ইয়ত্তা থাকে না, তাঁহার অমলানন অবলোকনে অন্ধকারময় মলিন বসন বিসর্জন পূর্ব্বক জ্যোৎস্না রূপ স্বচ্ছশুভ্রবাস পরিধান পুরঃসর স্বকীয় সুকোমল সুন্দরাঙ্গের সুচারু শোভা বিধান করিলেন, নিশানাথ যেমন তারকাবলি উজ্জ্বল প্রতিভাসিত হিরকমণি জড়িত সুবিমল শ্যামল ধুরীণ আকাশবাস কর রূপ করে আস্তীর্ণ করিয়া প্রিয়তমা যামিনীর অঙ্কে অর্পণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এবং তৃপ্তিকারিণী আনন্দদায়িনী যামিনীর যশঃ বর্ণনার্থই যেমন বনবিহারী পশুগণ সুমধুর ঝিল্লীরব রূপ বীণাতন্ত্রী ঝঙ্কার পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার গুণ গান করিতেছে, সে যাহা হউক অধুনা নৃপ নিকেতনের কোন কোন স্থান শত শত সুবর্ণময় দীপালোকে

ও কোন কোন স্থান মহামূল্য মণিমাণিক্যে সমু-জ্জ্বলিত এবং রাজবর্ত্ম সকল আলোকময় হইলে বোধ হইল, আলোকময়ী নগরী যেমন সহস্র নেত্র উন্মীলিত করিয়া নবরাজের রাজ্যাভিষেকোৎসব সমালোকন করিতেছে, এতন্ন্যায় প্রভূতামোদে এই সন্তোষ বিধানকারিণী যামিনী ক্রমে সমাপগতা হইল।

প্রভাতে নবোদিত ভানুর প্রভাতে দিক্ সকল প্রকাশিত হইলে অন্ধকার অপসারিত এবং কুমুদ বন মুদিত ও কমল কানন বিকসিত তদুপরি মধুকর নিকর মধুপানোৎসাহে গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া সমা-ধ্যাসীন হইলে প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত এবং নগরাঙ্গনারা গৃহদ্বারাদি সংমার্জ্জনে প্রবৃত্তা হইলে বিমানগামী বিহঙ্গ ব্যূহ বিমুগ্ধকর স্বীয় স্বীয় স্বরে কলরব করিয়া গগন পথে ধাবিত ও ভূপালাবলির ভবনস্থ বহিস্তোরণে দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ হইলে এবং ঋষিগণ বাষ্পপূরিতকণ্ঠে গদ্গদ স্বরে ব্রহ্মামুরারি প্রভৃতি গীর্ব্বাণগণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক কুটীর হইতে বিনির্গত হইলে বোধ হইল, অতি উজ্জ্বল মরীচি যুক্ত প্রবালমণির ন্যায় নবো-দিত দিনমণি যাহার বিমানবৎ সুচারু কণ্ঠের ভূষণ

স্বরূপ হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব সুন্দর শোভা বিধান ও যাহার নবীন নীরদ নিন্দিত নীলিমাকাশ রূপ কুন্তল জাল বিলোকন করিয়া অন্ধকার সকল তিরোহিত এবং যাহাকে প্রভূতানন্দ জননী যামিনীর অপযান কারণীভূতা অনুমান করতঃ পুনর্দর্শনবিতবাসনান্বিত কুমুদ বন বিষাদভরে বিমুদিত তদ্দর্শনে কমলিনী আনন্দ বিকসিত বদনে ভ্রমর ধ্বনি রূপ মধুর স্বরে যাহার স্তুতিবাদ ও শিশির সংসিক্ত মন্দ মেদুর বিভাত বাত যাহার আগমনার্থ বর্ত্ম সকল এবং নগর নাগরীগণ গৃহ দ্বার সমূহ সংমার্জ্জন ও যাহার মঙ্গলার্থ ঋষিগণ কেহ বা বেদোচ্চারণ কেহ বা ভগবান অনন্তদেবের স্তুতিপাঠ, এবং পক্ষিপুঞ্জ পীযূষ পূরিত কলনাদ পূর্ব্বক প্রাভাতিক রাজবিশিপস্থ দুন্দুভিধ্বনি রূপ ডিণ্ডিম বাদ্য দ্বারা যাহার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে, সেই কামিনী কিরীট স্বরূপা এবং কুজন কলাপের অন্তঃকরণের ন্যায় নিবিড় তমসাচ্ছন্ন৷ যামিনী, যে যামিনীতে শত শত সমেখলা নায়িকা গণ, যাহাদের কর্ণিকার মুক্তাগুচ্ছ সকল সুরসরিল্লহরির ফেন সংঘাপেক্ষাও স্বচ্ছতা প্রতীয়মান করিতেছে, এবং যাহাদের মৌলিমালা বিলসিত মধুপানাকুলিত চিত্ত মধুপমালা পুনঃ পুনশ্চুম্বন করাতে

স্খলিত ফুল্ল ফুল দল শয়ানের অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ করিয়াছে, ও পরিমল কুমকুম্ কস্তুরী অগৌর অঙ্গরাগ লেপিত এবং সুরভি কুসুম সন্দোহান্বিত অপূর্ব্ব হার শোভিত রমণীয় রোচী রুচিরাঙ্গ অবেক্ষণানন্তর মদনবিলাসিনী লজ্জায় সুরলোক রিঙ্গমানা, এবং মকরকেতন স্বীয় সীমন্তিনী সঙ্গ ও স্বর্গালয় সামান্য বোধে তুচ্ছ জ্ঞান করত, অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবম্ভূতা সকলে নায়কাগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এবং তুন্দিল সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বনচর প্রকর গম্ভীরস্বর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বন ভূমিকে সমান্দোলিত করে, ঈদৃশী যামিনীর ভূষণ স্বরূপ ভগবান রোহিণীপতি চন্দ্রমার ন্যায় ললিত লাবণ্যময়ী, এবং ললিতাল্লালামভূতা সুদৃশ্যা সুবেশা ঊষা যোষা বুঝি দ্রাবিণ রূপ প্রভাতারুণ ময়ূখমালাবৎ প্রলম্বিত হেমহার কমনীয় কণ্ঠে, কিনিবের পুরঃসর দিগঙ্গনারূপ সহচরীগণে পরিবৃতা হইয়া ক্ষিতিতলে আগমন করিতেছে।

সে যাহা হউক এই উৎসবোপলক্ষে যে সমস্ত ব্যক্তি রাজভবনে আগমন করিয়াছিল তাহারা সকলেই বৃদ্ধ ভূপাল এবং নবীন নৃপতির নিকট বিদায় গ্রহণ পুরঃসর স্বীয় স্বীয় নিলয়ে প্রত্যাগমন করিল।

নবরাজ পুরঞ্জন মন্ত্রী পরিনাথের সহিত সুযুক্তি দ্বারা রাজ্যের এবম্প্রকার নিয়ম নিচয় নিবন্ধন করিলেন, যে অচিরেই তাঁহার যশোজালে অবনী সমাচ্ছন্না হইয়া-গেল, এবং যাবতীয় জনগণ অনিবার তাঁহার গুণগান করাতে তাহাদের কণ্ঠধ্বনি নদী হ্রদ পর্ব্বত গুহাদিতে প্রতিশব্দিত হইয়া অবনীকে বিধুতা করিতে লাগিল, এতন্ন্যায় অসীম সুখে কথঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত হইলে একদা বৃদ্ধ ভূপতি প্রভাঞ্জন সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার প্রতিকারার্থ তরঙ্গরঙ্গ-পরায়ণ জলনিধি হইতে সমুদ্ভব যে ধন্বন্তরি তত্তুল্য বিচক্ষণ ভীষকগণকে নানাদিগ্দেশ হইতে আনাই-লেন, কিন্তু কোন প্রকারেই ব্যাধির শান্তি না হওয়াতে অবিলম্বেই করাল কালের বিশাল বদনে কবলিত হইতে হইবে বিবেচনা করিয়া প্রিয়পুত্র পুরঞ্জনকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! যদিও তাহা প্রতিপালন করিতে পারি নাই, কিন্তু বহুকালাবধি সাম্রাজ্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করাতে নানা প্রকার নীতি পরিজ্ঞাত হইয়াছি, যদ্রূপ কর্ম্ম করিলে কোন প্রকারেই মনুষ্যগণকে পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হয় না, সেই সমস্ত তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, কুমার

মনুষ্যগণের সংসার বিকারের উপর বিষয় তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে সে সময় আর হিতাহিত বিবেচনা করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সক্ষম হয় না, সাবধান, যাহা বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, দেবতা এবং অসুর এই উভয়কুলে সমুদ্র মন্থন করাতে প্রথমতঃ উৎপন্ন হয় যে বিষ, যাহা পান করিয়া দেবাদিদের মহাদেবেরও সংজ্ঞা বিহীন হইয়াছিল, এবম্ভূত বিষের অপেক্ষাও অধিক মত্ততা জন্মায় যে বিষয় বিষ, তাহা পান করিয়া যেন কদাচই সম্ভ্রান্ত মান্য ব্যক্তিগণের অবমাননা করিও না, বৎস! জলধর কোলে বিদ্যুল্লতিকার ন্যায়, নলিনীদলস্থিত সলিল বিন্দুর ন্যায়, সমুদ্রোত্থিত ঊর্ম্মিমালার ন্যায়, ক্ষণ বিধ্বংসী এই দেহ কদাচই চিরকাল স্থায়ী হইবে না। দেখ আমার পিতা পিতামহাদি সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে সময় জনকের লোকান্তর প্রাপ্তি হয়, সে সময় আমি তোমারই ন্যায় তরুণাবস্থায় ছিলাম, ক্রমে জরাজীর্ণগ্রস্ত হইয়া অধুনা কত ক্ষণে কালের ভবনে গমন করিব, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি, কুমার সকলকেই এই পথে গমন করিতে হইবে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এক এক সময় সকলেই যৌবনাবস্থায় ছিলেন, পরে বার্দ্ধক্য

বশতঃ শরীর লোলিত ও গলিত হইলে নিত্য ধামে গমন করিয়াছেন, অতএব বিবেচনা কর, সাতিশয় প্রযত্নেও এই দেহ কদাচিৎ সকল সময় সুরক্ষিত হইবে না, একারণ এই রক্ত মাংস যুক্ত ঘৃণিত বস্তু সমূহে নির্ম্মিত অপদার্থ দেহ হইতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা পুণ্য সঞ্চয় ও কীর্ত্তি স্থাপন এবং সুযশঃ প্রকাশ করিতে পারা যায় তাহাই সার্থক বলিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া দীন হীন দরিদ্রগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে যেন তাচ্ছল্য করিও না, অর্থাৎ পরিমিত ব্যয়ের যেন ত্রুটি না হয়। হে প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র! যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিতেছি, অবিচলিত মনে আকর্ণন কর, প্রতারকের প্রতারণা জালে জড়িত হইয়া যেন আপন্ন হইও না, বহু ভাষা পরিবর্জ্জন পুরঃসর সকলের সহিত সদালাপ করিও, রাজ্যমধ্যে কেহ গুরুতর অপরাধী হইলে লোকমুখে শ্রবণ করিয়াই তাহার দণ্ডবিধান করিও না, স্বয়ং অনুসন্ধান দ্বারা যথার্থ বিচার করিয়া দিও। অপর অনধিকার বিষয়ের কদাচ অন্বেষণ বা তাহার অনুশীলন করিও না, অধিক আর কি বলিব, জনসমাজে পরিখ্যাত হইয়া যাহাতে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পার, অবিরত

সেই বিষয়েই যত্নবান থাকিও। শেষ বক্তব্য এই, বৎস! বাক্যে মধুরালাপ অন্তরে বিষ পূরিত যে কামিনীগণ, তাহাদের প্রতি যেন কদাচই আসক্ত হইও না। এই বলিতে বলিতেই ভূপালের কণ্ঠ ক্রমে বাষ্পবারিতে অবরোধ হইয়া গেলে আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, ঈষন্মীলিত নয়নে তনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, দেখিতে দেখিতেই গ্রীবাদেশ ভঙ্গ এবং জীবন বহির্গত হইয়া গেল।

নলের দময়ন্তীর ন্যায়, পাণ্ডবদিগের দ্রৌপদীর ন্যায়, রামের সীতার ন্যায়, সাধ্বী প্রতিব্রতা মহিষী মদিরা যিনি এ পর্য্যন্তও ভূপালের প্রতি একান্তান্তঃকরণে অকপট প্রণয় প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে বিষয় বাসনার সহিত সংসারানন্দকে নিরাশানীরধিনীরে নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়বিয়োগানলে দগ্ধীভূত দেহের স্নিগ্ধতার নিমিত্ত নারায়ণচরণস্মরণ জলধিজলে নিমগ্না হইয়া রহিলেন, অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ প্রতিবেশবাসিনী এবং সুমহৎ ব্রতচারিণী হইয়া চরম কালের সম্বল সেই পরমপদ অনুক্ষণ অনুধ্যান করিতে লাগিলেন।

পরম স্নেহকারক জনকের বিয়োগ জনিত শোকে

অভিভূত হইয়া পুরঞ্জন যথাবিধি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাহিত করিলেন, সার্দ্ধ এক মাস অবধি রাজকার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোনিবেশ করিলেন না, প্রতিনিয়তই জনকের সেই দুর্ঘটনার বিষয় অভিমর্ষণ করিতেন, তাঁহার শরীর প্রখর দিনকর কর তাপিত লতা পল্লব ও কুসুম স্তবকের ন্যায়, শীত সময় শিশির পাতে সরোজিনীর ন্যায় বিশীর্ণ ও অতীব ম্লান হইতে লাগিল, বিমল শ্যামল দূর্ব্বাদল ও অভিনব কাদম্বিনীর ন্যায় শোভাযুক্ত এবং দিনমণিনন্দন ভয়ভঞ্জনকারক যে রামচন্দ্র তাঁহার কুলাচার্য্য বশিষ্ঠ মুনির ন্যায় জ্ঞানী পণ্ডিত সমূহের উপদেশে যুবরাজের শোক তাপ ক্রমে তৈলবিহীন দীপের ন্যায় নির্ব্বাণভাবে প্রাপ্ত হইল, যেমন বর্ষা কালীন কলুষিত নদী গ্রীষ্ম ঋতুর প্রচণ্ড প্রভাকর প্রভায় শুষ্ক হইয়া যায়, সেই প্রকার পুরঞ্জনের হৃদয় ক্ষেত্রে চিন্তানদী বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের প্রবোধ প্রভাকর করে শুষ্কভাবে প্রাপ্ত হইল, এবং জনক বিয়োগানলে তাঁহার সন্তাপিত ক্ষীণ কায়া সিতপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন সম্বর্দ্ধমান ও উজ্জ্বল হইতে লাগিল, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পরিচ্ছদ পরিধান পুরঃসর সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া প্রজাপুঞ্জ প্রতিপালনে যত্নবানহইলেন।

এইরূপে কথঞ্চিৎ কাল অতিবাহিত হইলে যুগপৎ পুরঞ্জন অমাত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, জনক দিব্যলোকে অভিনির্য্যাণ করিলে পর বহু দিবস হইল, মৃগয়া করিতে গমন করা হয় নাই, কল্যই প্রয়াণ করিবার মানস করিয়াছি, অতএব প্রয়োজনীয় সমগ্র দ্রব্য অচিরাৎ সংগ্রহ করিতে আদেশ কর। নৃপনিদেশানুসারে মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ দ্রব্য সকল প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন। এইরূপে ক্রমে সিন্ধুতনয় ইন্দু চরমোৎসঙ্গে শয়ন করিলে যামিনী অবসন্না এবং পতত্রীকুল অদনান্বেষণে আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান হইয়া আনন্দ নিনাদে দিক্ সকলকে প্রতিনাদিত করত গমন করিতে লাগিল। তরুণ অরুণ পূর্ব্ব দিক্ হইতে কনককান্তিতুল্য আরক্তিম কিরণ প্রকাশ করাতে বোধ হইল, প্রাচীদিগঙ্গনা প্রত্যুষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বভাবের শোভাবলোকন মানসে বদনাবরণ উন্মোচন করাতে তাঁহার কপাল দেশস্থ সিন্দুর বিন্দুর আভাতেই নভোমণ্ডল লোহিত বর্ণ হইয়াছে।

সম্রাট্ নিয়মিত কর্ম্ম সকল সমাপনান্তর অমাত্য এবং স্কন্ধাবার সহিত মৃগয়ার্থ কেলি নগর্য্যভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিয়দ্দিবস পরে উক্ত নগরীর

প্রান্তভাগ স্থিত শাল সরল শাল্মলি প্রভৃতি বৃহদ্দ্রুম সকলে সমাকীর্ণ এবং ঘনতর তমসাবৃত এক বৃহদারণ্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সৈনিক পুরুষেরা শানিত শায়ক সমূহ শরাসনে সংযোজিত করিয়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলে ভূপাল মন্ত্রীর সহিত অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পুরঃসর মৃগয়া কৌশল সন্দর্শন এবং নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে পশ্চিম দিগাগত জলধিকল্লোলের ন্যায় ঘোরতর কোলাহল তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে সহসা ঈদৃশ ভীষণ শব্দ আকর্ণন করত প্রবিচলিত মনে কারণানুসন্ধানার্থ জগৎপ্রাণ প্রজীবনাপেক্ষাও প্রচুর বেগে অশ্ব পরিচালন পূর্ব্বক ক্ষণৈক কাল মধ্যেই অমাত্যের সহিত ঐ জনতার মধ্যগত হইয়া বিদিত হইলেন, তদ্দেশীয় ভূপাল অদ্য মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন, এতচ্ছ্রবণে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ সহকারে তাঁহার জনকবন্ধু কেলি নগর্য্যাধিরাজ সৌভাঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সকাশে সমুপসন্ন হইলে ভূপতি সৌভাঞ্জন মৈত্রতনয় পুরঞ্জনকে অবলোকন পূর্ব্বক অসীম আনন্দ পাথোধিনীরে নিমগ্ন এবং তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া গাঢ়তর আলিঙ্গন করত স্বাদর সম্ভাষণে ক্ষেমকুশল

জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরঞ্জন জনকসখাকে দর্শন অবধি পিতাকে স্মরণ হওয়াতে অতীব বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, একারণ সহসা সদুত্তর করিতে পারিলেন না, সৌভাঞ্জন স্বীয় বুদ্ধিনিপুণতায় তাঁহার আন্তরিক ভাব অনুভব করত কহিলেন, বৎস! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর চিন্তা করিলে কি হইবে, বন্ধুবিরহে আমার হৃদয় শেলবিদ্ধ প্রায় হইয়া রহিয়াছে, দেখ জগৎভক্ষক অকরুণ কালের কবলে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতিকেও পতিত হইতে হইবে, একারণ মানব জাতির বিনাশের আর ক্ষোভের বিষয় কি, বিশেষতঃ সৎপথপ্রদর্শক যে মহাত্মাগণ, তাঁহাদের কর্ত্তৃক নীতিশাস্ত্রে সম্পূর্ণরূপেই নিষেধ রহিয়াছে, গত বিষয়ের অনুশোচনা অত্যন্ত অমঙ্গলের কারণ, অতএব এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন কর। অদ্য অরণ্য মধ্যে আসিবার কারণ কি? পুরঞ্জন কহিলেন, মহাশয়! ভবন হইতে মৃগয়া করিবার মানসেই বিনির্গত হওত কিয়ৎক্ষণাতীত হইল এই গহনগর্ভে উপসন্ন হইয়া মৃগয়ার সমুদ্যোগ করিতেছিলাম, এমত সময়ে হঠাৎ অাগ্রনকার অনীকিনীগণের কোলাহল কর্ণগত হওয়াতেই এস্থল অবধি আগমন করিয়াছি। এতদাকর্ণনে নৃপতি সৌভাঞ্জন

পুরঞ্জনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! শিশির কালে সংফুল্ল শতদলের ন্যায় আদর্শ-নীয় তুমি যদ্যপি দৈব ঘটনা প্রযুক্ত এ পর্য্যন্ত আগ-মন করিয়াছ, তবে একবার মদীয়ালয়ে গমন করিতে হইবে, আহা! অদ্য তোমাকে অবলোকন করিয়া বন্ধুর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা অনেকাংশেই নিবারণ হইল, যেমন বারিধর দর্শনে চাতকের আনন্দ হইয়া থাকে, তদ্রূপ। পুরঞ্জন পিতৃসখার যত্নে কোন ক্রমেই অনভূ্যপায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া সৌভাঞ্জনের সহিত তদাবাসে গমন করিতে বাধ্য হওত অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে পর্য্যন্ত আমি স্বরাষ্ট্রে প্রত্যাগমন না করি, তদবধি তুমি সমুদয় সাম্রাজ্য কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিও, এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

অনন্তর কেলিনাথ অতুল আনন্দ পূরিতান্তঃকরণে পুরঞ্জনকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে করিয়া মহা সমারোহে নিজ নিলয়ে গমন করিলেন, তন্নিবন্ধন মৃগয়াকার্য্যও স্থগিত হইয়া গেল, সৌভা-ঞ্জন সুহৃদাত্মজ পুরঞ্জনের সহিত নির্ম্মল স্ফাটিক মণি নির্ম্মিত, যাহা সুরসরিৎ মন্দাকিনীজাত ফেন-পুঞ্জকেও উপহাস করিতেছে, এবম্ভূত এবং মরকত

মণিমাণ্ডিত রমণীয় গৃহমধ্যে সুকোমল কুসুম শয্যা সন্নিহিত মনোহর আসনে নিষণ্ণ হইয়া নানাবিষয়ক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্রূপে কথঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত হইলে সৌভাঞ্জন কোশলাধিপতিকে কহিলেন, বৎস! জগদেক নিত্যনিরঞ্জন পরমব্রহ্মজ্ঞাত। মহাজ্ঞানী জনক ঋষি দশরথাত্মজ ভগবান দাশরথিকে সীতা সমর্পণ করিয়া যে প্রকার সন্তোষিত হইয়াছিলেন, আমি স্বীয় তনয়াকে তোমার করে সম্প্রদান করিয়া সেই প্রকার অশেষানন্দ লাভ করিতে বাসনা করি, অতএব, এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কি, পুরঞ্জন এতন্ন্যায় বাক্য পরিগত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবেই রহিলেন, কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডলে আনন্দ চিহ্ন ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় গোপন থাকিল না, ভঙ্গিক্রমে সম্মতি প্রকাশ করিলে সৌভাঞ্জন বিপুল পুলকসলিলে আপ্লুত হইলেন। নিদাঘ সময়ে তৃষ্ণাতুর চাতকসংঘকর্তৃক প্রার্থিত বারি জলধর তৎক্ষণাৎ বর্ষণ করিলে তাহারা যেরূপ সন্তোষিত হয়, তাহার ন্যায়। কেলিনাথ এই শুভোপযমের আয়োজন করিতে অনুমতি করিয়া পৌরবাসিনী কামিনীগণকে বিদিত করিবার নিমিত্ত জনৈক কঞ্চুকীকে তথায় প্রেরণ করি-

লেন। উপস্থিত উদ্বাহোপলক্ষে নগরী এবং রাজপুরী আনন্দনিনাদে পরিপূরিত হইল, ভূপাল সৌভাঞ্জন পুরঞ্জনের সন্তোষোৎপাদনার্থ সেই প্রকার মনোমোহকারিণী এক সভা প্রস্তুত করাইলেন, অমরগণের মহোপকারক এবং নিয়ত তপস্যানুরক্ত যে দধিচি মুনি, তাঁহার অস্থিতে নির্ম্মিত শক্র সমূহ নির্জ্জিতকর বজ্রস্থিত হইয়া যাহার করে শোভা বিধান করে, এবম্ভূত অসুরকুলান্তক সুরপতি বাসব লোচনানন্দকর যে সভামণ্ডপে অমরমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বিশ্রাম করেন।

সৌভাঞ্জন পুরঞ্জনের সহিত সভ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আস্থান তলে সমাধ্যাসীন হইলে গঞ্জনগর্ব্ব চূর্ণকর সুচঞ্চল চরণে নৃত্যপরায়ণ নর্ত্তক বৃন্দের নৃত্য ও গন্ধর্ব্বকুলাবতীর্ণ তুম্বুরু তুল্য তাল মান লয় বিশিষ্ট গায়ক সমূহের গীত, এবং ভগবতী গিরিরাজনন্দিনীতনয় গণপতি সদৃশ মৌরজিকগণের বাদ্য বাদন, এবং যাহাদের করস্থিত বীণাযন্ত্রের মধুরালাপ শ্রবণে নারদ বিবেকী হইয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবম্ভূত বীণাবাদকগণের বীণাবাদন কোশলানাথ বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক বহুক্ষণাবধি দর্শন এবং শ্রবণ করিলেন। অনন্তর কুলাচার মতে ভূপতি

সৌভাঞ্জন স্বীয় তনয়া নীলাঞ্জনা পুরঞ্জনকে সম্প্রদান করিলে অসামান্য লাবণ্যময়ী ভূপালবালা যুবরাজের করে অর্পিতা হওয়াতে বোধ হইল, হরকোপানলে ভস্মীভূত মকরকেতন যদুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করাতে এক্ষণে কেহ যেন রতীকে তাঁহার করে সমর্পণ করিতেছে। সে যাহা হউক, পুরবাসিনী কামিনীগণ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে উপযমের সমস্ত কার্য্য সমাপন হইলে ভূপতি এবং মহিষী সেই প্রকার অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ লাভ করিলেন, গিরিবাজ এবং তৎপত্নী মেনকা রজতাদ্রি সদৃশ শুভ্র কলেবর এবং ভস্মভূষণ শশাঙ্কশেখরের করে স্বীয় দুহিতা উমাকে অর্পণ করিয়া যে প্রকার সন্তোষিত হইয়াছিলেন?

এইরূপ মহা মহোৎসবেই রজনী বিগতা হইলে পুরঞ্জন নিয়মিত কর্ম্ম সকল সমাপনান্তর এক সুরম্য গৃহমধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, কিয়ৎ কাল এতন্ন্যায়ে অপরিসীম সন্তোষে অতিবাহিত হইলে, একদা পুরঞ্জন ভূপতি সৌভাঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! স্বরাজ্যে অভিনির্যাণার্থে মন অত্যন্ত উৎকলিকাকুল হইয়াছে, অতএব, বিদায় দান করিতে অনুমতি হউক, এতদাকর্ণনে কেলিনাথ যৎ-

পরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন, দুরাত্মা কংশের আবাহনে ভগবান নলিনেশয়কে মথুরা প্রেরণের সময় নৃপতি নন্দ যেরূপ নিরানন্দিত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায়। ভূপাল খিদ্যমান বচনে কহিলেন, বৎস! এবিষয়ে যদিও অধিক যত্ন করিতে পারি না, কিন্তু আর কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিলে আমাদের বাসনা সম্পূর্ণরূপেই চরিতার্থ হইত। পুরঞ্জন বিনয় সহকারে কহিলেন, মহাশয়! পুনর্ব্বার আগমন করিয়া আপনকার শ্রীচরণ সংদর্শন পূর্ব্বক লোচন যুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব, অধুনা বহু দিবস হই স্বরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আর অধিক বিলম্ব করা উচিত হয় না। এতচ্ছ্রবণে সৌভাঞ্জন প্রচুর পরিমাণে পরিতাপিত হইয়া কর্ম্মচারীগণকে গমনোপযোগী দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন, সমনন্তর পুরঞ্জন অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া পুরচারিণী রমণীগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে মহিষী মদয়ন্তী স্বীয় দুহিতা নীলাঙ্গনার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! অধিক আর কি বলিব, এই আমার এক মাত্র অবলম্বন জীবন স্বরূপা নন্দিনীকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম, যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও, এই বলিয়া পুত্র

বিয়োগানলে দগ্ধীভূত যে দশরথ তাঁহার প্রেয়সী কৌশল্যা প্রাণাধিক তনয় রামচন্দ্রের সহিত সীতাকে সত্যপালনে বিদায় দান করিয়া যেরূপ অধীরা হইয়াছিলেন, রাজ্ঞী ততোধিক কাতরা হইতে লাগিলেন। তাঁহার লোচনযুগল হইতে মুক্তাফল বৎ গলিত যে জলধারা যদ্দ্বারা উরুস্থল প্লাবিত হইতেছিল, তদ্দ্বারা পরিধেয় বসনও আর্দ্র হইয়া গেল, পুরঞ্জন যথাবিধি সান্ত্বনা এবং অভিবাদন পুরঃসর সভ্যগণে পরিবেষ্টিত ভূপালের সকাশে সমুপসন্ন হইলে নরপতি সৌভাঞ্জন লীলাঙ্গনাকে পুরঞ্জনের করে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, কুমার! সসাগরা ধরার অধিপতি হইয়া পরমসুখে সময় যাপন কর। অধিক বক্তৃতার আবশ্যক নাই, এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য অকূল ও সলিলপূর্ণ অথচ গম্ভীর এবং তরঙ্গবিশিষ্ট যে ক্ষীর সাগর তৎসম্ভূতা জগদ্বন্দিনী লক্ষ্মীতে অনুরাগ যুক্ত যে নারায়ণ যিনি ভূভার মোচনার্থ মর্ত্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নন্দালয়ে প্রতিপালিত হন, পরে মথুরার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পিতা মাতা তথা স্বজন বন্ধুগণের তত্ত্বাবধারণ না করিয়া তাঁহাদিগকে যে প্রকার শোকাভিভূত করিয়াছিলেন, তুমি সেই রূপ দর্শন দানে বিরহিত করিয়া আমাদিগকে সন্তা-

পিত করিও না। পুরঞ্জন ভূপতির নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া মহাকায়বিশিষ্ট ঐরাবত প্রতিকায় সুসজ্জিত করিপৃষ্ঠে নীলাঙ্গনার সহিত অধিরোহণ পূর্ব্বক শচীনাথ সুরপতি তুল্য শোভ-মান হইয়া স্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভূপাল সৌভাঞ্জন বহু সঙ্খ্যক হস্তী অশ্ব সৈন্য ও দাস দাসী তথা মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি বহুবিধ উপাদেয় দ্রব্য যৌতুক প্রদান করিয়া অমাত্য এবং পারিষদ-গণের সহিত কিয়দ্দূরাবধি তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পুরঞ্জন স্বরাজ্যে উপনীত হইলে অমাত্য অন্যান্য সভ্যগণের সহিত প্রত্যুদ্গমন করিয়া বিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গেলেন. যুবরাজ করী হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নবোপোঢ়া নীলাঙ্গনার সহিত পুরপ্রবেশ করিলে পৌরবাসিনী কামিনীগণ লাজাঞ্জলি সংবর্ষণ পুরঃসর মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে নৃপনিলয়ে এবং নগরী মধ্যে মহামহোৎসব আরম্ভ হইলে, মহা-রাণী মদিরা সাধনালয় হইতে আগমন করিয়া পুত্র এবং বধূর শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! শুভা-শুভ কর্ম্মের ফলপ্রদায়ক ও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং সর্ব্বসাক্ষী সেই পরম পুরুষের নিকট

এক্ষণে এতন্মাত্র প্রার্থনা করি, দীর্ঘ কাল এই অবনীর যাবতীয় সুখভোগে সময় যাপন করিতে থাক। পুরঞ্জন পরম স্নেহকারিণী জননীকে সম্মুখে অবলোকন করত তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। রাজ্ঞী তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, কুমার! গাত্রোত্থান কর, আমার প্রতি এতাদৃশী অধিক ভক্তি প্রকাশ করিতে হইবে না, তোমরা সুখে কাল ক্ষেপণ করিলেই সেই আমার পরম সন্তোষের কারণ। যুবরাজ মাতার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, নবীনা রাজ্ঞী নীলাঞ্জনা তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তিনি পরম স্নেহপারী স্নুষার মুখচুম্বন পূর্ব্বক সস্নেহ বচনে কহিলেন, সকল সুখের আলয় যে লক্ষ্মী তাঁহার তুল্য হে মাত! তুমি পরম সুখে তনয়ের সহিত সময় সম্বরণ কর। এবম্ভুত বহুক্ষণাবধি কথোপকথন হইলে, মহিষী মদিরা পুনর্ব্বার সেই সাধনালয়ে গমন করিলেন।

এবম্প্রকার মহানন্দে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে ভূপতি স্বীয় প্রিয়তমার অকপট প্রণয়চিহ্ন সকল সন্দর্শন করিয়া বিপুল সন্তোষান্বিত ও তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরাগী হইলেন, এবং তাঁহাকে জীবনা-

পেক্ষাও প্রিয়তর। জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অপর কখন রাজকার্য্যে অভিনিবেশ, কখন অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া পরম সুখে কথঞ্চিৎ কাল বিগত হইলে, যুগপৎ পুরঞ্জন অমাত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রিন্! কল্য মৃগয়ায় গমন করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব তদানুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সত্বরেই প্রস্তুত করিয়া রাখ। মহারাজের আজ্ঞা অচিরেই সম্পন্ন করিতেছি বলিয়া অমাত্য প্রত্যাগত হইয়া মৃগয়োপযোগী সমগ্র সামগ্রী আহৃত করিয়া রাখিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিন যামিনী অবসন্না হইলে লোহিতকান্তি লোলার্ক সমুদিত এবং দিক্ সকল প্রকাশিত ও দ্বিজকুল সুমধুর স্বরে কলরব করিতে করিতে বিমান পথে ধাবমান এবং প্রভাত সমীরণ মৃদুল ভাবে প্রবাহিত হইয়া সাগর সলিল স্পর্শ করাতে মনোহর তর তর ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। লোহিত বর্ণ অরুণাভ সিন্ধু গর্ভে নিপতিত হইলে অনুমেয় হইল, যেমন নীরধিনাথ বরুণের উপবেশনার্থই সুবর্ণাসন

জাগ্রত রহিয়াছে। যে যাহা হউক, দুই সমস্ত অব-লোকন করিয়া বোধ হইল, উদ্যানই যাহার ভীষণ দেহ স্বরূপ, এবং তরুগণ যাহার শোণিতাক্ত বিশাল বদন ও দিক সকল যাহার বিস্ফারিত প্রচণ্ড বাহু এবং পক্ষীগণের রব যাহার ভয়ঙ্কর নিনাদ, সেই দুরন্ত রাক্ষস বুঝি যামিনী কামিনীকে বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করিতেছে অবনী মধ্যে সেই পক্ষি [illegible] অনুসন্ধান [illegible] প্রবল রূপ [illegible] যেমন জ্যোতিরিঙ্গণ [illegible] চন্দ্রমার [illegible] রূপ অঙ্কুশ দ্বার [illegible] করিতে এমন বদন [illegible] চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পক্ষি প্রমুখিত প্রভৃতি সমীরণ আবশ্রান্ত [illegible] সম্মিলিত [illegible] ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং অনুমেয় হইল নিদ্রোব। নিশা যোষা যেমন প্রাণান্তিক বিপদাশঙ্কা করিয়া নির্দ্দয় নিশাচ-রের করাল কবল হইতে পরিত্রাণার্থই দিগ্দিগন্তে পলায়নপরায়ণা হইয়াছে। রজনীকে ঈদৃশী দুর্দ্দশা-পন্নাবলোকন করত তিমির রূপ বদনাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক নলিনী রূপ দশন বিকাশ পুরঃসর ভ্রমর ধ্বনি রূপ মন্দ মন্দ শব্দ করিয়া দিবা যেন হাস্য করিতে

লাগিল। ভূপাল নীলাঙ্গনার নিকট মৃগয়ার্থ বিদায় প্রার্থনা করিলে রাজ্ঞী ঐ বাক্য আকর্ণন করিয়া দয়িত বিরহদুঃখ মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে সেই প্রকার অতীবম্লানা হইলেন, দিবসাপগমে দিবাকরপ্রিয়া নলিনী যেরূপ মলিনা হয়, অথবা সৌদামিনী সদৃশ বর্ণযুক্ত যে স্বর্ণলতা তত্তুল্য মনোহরকান্তিবিশিষ্টা, এবং সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ যে নলরাজা তাঁহার বিবিধ যন্ত্রণার কারণ দুর্বুদ্ধিদায়ক ও অসৎপথ প্রদর্শক যে কলি, তাহার কলুষহারী ভগবান হরির হৃদয়বিলাসিনী রাধিকা, তাঁহার মথুরা গমনে যেরূপ হইয়াছিলেন, কিম্বা কুমুদিনীনায়ক আকাশাসনে উপবেশন করিলে চক্রবাককে বিদায় দান করিতে চক্রবাকী যেরূপ হয়, তদ্রূপ।

রাজ্ঞী কোকিলকলসন্নিভ সুমধুরস্বরে ভূপালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! তোমার পদারবিন্দে যেন আমার মতি থাকে, এবং ত্বদীয় বাক্য অস্বীকার করিতে কখনও বাসনা না হউক, কিন্তু প্রার্থনা করি এই অধীনীকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া মৃগয়ায় গমন করিবে, পুরঞ্জন তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! এবিষয়ে আর অধিক যত্ন করিও না, দেখ! যাঁহার মায়াপ্রভাবে এই অখিল সংসারের উৎ-

পত্তি স্থিতি এবং প্রলয় হইতেছে, এবম্ভূত রামচন্দ্র স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা জনকনন্দিনী সীতা সহিত পিতৃসত্য পালনার্থ বন গমন করিয়া কি প্রকার বিপদাপন্না হইয়াছিলেন; এবং কুপ্রবৃত্তি কলিপ্রভাবে নলরাজা স্বপত্নী দময়ন্তীর সহিত অরণ্যচারী হইয়া কি প্রকার বিষাদিত হইয়াছিলেন। অপর দুরাশয় দুর্য্যোধনের প্রতারণা জালে জড়িত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা পাঞ্চালনন্দিনী দ্রৌপদীর সহিত গহনগত হইয়া কি প্রকার বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, ইহা সমস্তইতো শ্রবণ করিয়াছ, বিশেষতঃ স্থানান্তর গমনে পথিক-দিগের কামিনী সর্ব্বদাই বিবর্জ্জিতা হয়। রাজ্ঞী কহি-লেন, আর্য্যপুত্র! অবোধ স্ত্রী জাতিরা কি প্রকারে তোমার এই প্রশ্নের সদুত্তর করিতে পারিবে, আমি তোমার অসহ্য বিরহ যাতনা ভারবহন করিতে পারিব না বলিয়াই পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছি, যদ্যপি নিতান্তই পরিহার করিয়া যাইবে, তবে ক্ষণ কাল অবস্থিতি কর, বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া নয়ন মনের আনন্দজনক তোমার অমলানন অবলোকন করি। পুরঞ্জন সবিস্ময়ে কহিলেন, প্রিয়ে! এরূপ বলিলে কেন, আমারতো অধিক বিলম্ব হইবে না, অনতি-বিলম্বেই পুনরাগমন করিব। মহিষী কহিলেন, প্রিয়!

এরূপ বিবেচনা করিও না, যে তোমার বিরহে নীলাঙ্গনা জীবন ধারণ করিবে, শীতাগমে কমলিনীর যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, পশ্চাৎ মদীয় ভাগ্যেও তদনুরূপ ঘটনার সম্ভাবনা। এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়াই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

পুরঞ্জন মহিষীর গুণনিচয়ে নিতান্ত বাধিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে জীবনাপেক্ষাও সমধিক যত্ন করিতেন, সুতরাং পুনঃপুনঃ তাঁহার বাক্যে অসম্মতি প্রকাশ করিতে না পারিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেই সম্মত হইলেন। ইহাতে রজনীনায়ক দর্শনে কুমুদিনীর ন্যায় রাজ্ঞীর আনন্দের আর পরিসীমা থাকিল না। ভূপালের সহিত গমন কারণ বিবিধালঙ্কারে শোভমানা হইলে যাঁহার সুকোমল কুসুমশরে ধবলাচল কৈলাসবিহারী মহাযোগী মহেশেরও ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল, এবম্ভূত কামসীমন্তিনী অথবা নিশানাথপ্রিয়া রোহিণীর ন্যায় সংভ্রম হইতে লাগিল।

ঈদৃশী বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া সত্বরেই সম্রাটের অনুগামিনী হইলেন। পুরঞ্জন অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক কৌশল্যানন্দন বিশ্ববন্দিত ভগবান রামচন্দ্র, যে রামচন্দ্র ত্রিলোকবিজয়ী মহাপ্রভাবশালী রাক্ষসাধিপ রাবণকে পরাসন করত অপূর্ব্ব

পুষ্পক রথে সমারূঢ় হইয়া অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাদৃশ মনোহর স্যন্দনোপরি মহিষীর সহিত সমারোহণ পুরঃসর মৃগয়ার্থ যাত্রা করিলে অমাত্য পারিষদ এবং যুদ্ধবিশারদ মহাবীর্য্যবান সেনাগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব করিল না। অনিলবেল প্রবল বাত্যাযোগে উত্থিত যে জলনিধির উত্তাল তরঙ্গমালা, তত্তুল্য ঢক্কা ডমরু ডিণ্ডিম কাংস্য করতাল মুরজ নন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যোত্থিত ধ্বনিতে দিগ্বলয় পরিপূরিত হইয়া গেল, এবং পবনসন্নিভ প্রবল প্রজবান্বিত তুরগ নিকরের খরতর খুরপুটপটলধারে ক্ষিতিতল বিদীর্ণ হইলে তৎকরণকাণ্ডিত ধূমবৎ ধূলিজালে গগণমণ্ডল সমাচ্ছাদিত ও তুঙ্গতর যে ধরাধর তত্তুল্য মহাকায়বিশিষ্ট করিযূথের কণ্ঠদেশস্থিত ঘণ্টাবলির শব্দ নদী হ্রদ পর্ব্বত গুহাদিতে প্রতিনাদিত হইয়া দিঙ্মণ্ডলীকে বিধুত করিতে লাগিল। ভূপাল স্বরাজ্য প্রতিবেক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে এক ঘোরা অরণ্যানীর নিকটে গিয়া সমুপস্থিত হইলে অনীকিনীগণ অচিরাৎ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর অপ্রমাণ মৃগ বরাহ শার্দ্দূল প্রভৃতি সংহার করিতে প্রবর্ত্তমান হইল। নীলাঙ্গনা

ভ্রমর কাকলীর ন্যায় পুরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়তম! এস্থলে অত্যন্ত প্রস্থান হইতেছে, অতএব চল কোন নিভৃত প্রদেশে একবার ভ্রমণ ও বিশ্রাম করিয়া আসি। পুরঞ্জন কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে মৃগয়ারম্ভ হইয়াছে, এমত সময় জনতাশূন্য স্থল কোথায় প্রাপ্ত হইতে পারিব, এক দিকে সৈন্য-গণের কলরব, অপর দিকে হিংস্রক পশুসমূহের ভয়ঙ্কর নিনাদ, অতএব এই স্থলেই বিশ্রাম কর. নতুবা ঐ যে নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া স্বর্গের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছে যে মরীচি শৈলের শিখর দেশ, উহার উপর আরোহণ করিলে এতদপেক্ষা সম্যক্ প্রকারেই সুস্থতা প্রাপ্ত করা যাইতে পারে। রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ! নদী নির্ঝর কন্দর প্রভৃতি বিচিত্র স্বভাবে শোভনীয় অচলস্থল কখনও সন্দর্শন করি নাই, অতএব, ক্ষণকালের নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন পূর্ব্বক মানস সফল করিতে বাসনা করি, অনুকম্পা পুরঃসর এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া অধীনীকে চরিতার্থ কর। ভূপতি কহিলেন, উহার সকল স্থানই দুরারোহণীয়, বিশেষতঃ ঋতুরাজ বসন্তাগমে পাদপ সমূহের কিশলয় সদৃশ তোমার সুকোমল পদতল, সেই শিলাময় বর্ত্মস্পর্শে অতীব বিক্ষত হইবার

সম্ভাবনা, অতএব কি প্রকারে গমন করিবে। মহিষী প্রযত্ন সহকারে কহিলেন, শুভ্র স্ফাটিক ও রজতকান্তি বিনিন্দিত যে মনোহর অট্টালিকা এবং সুরম্য উদ্যান, যে উদ্যানে জনসমূহ মুগ্ধকর বকুল বেল ঝিণ্টী পারুল পলাশ মাধবী মালতী জাতি যূথী অশোক কিংশুক টগর গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুম কলিকাকুল প্রফুল্লিত হইয়া সুবাস দ্বারা চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে ও অবিরল তমস বর্ণ মধুকর নিকর গুন্‌গুন্ স্বরে বিকসিত শুভ্র কুসুমোপরি নিমগ্ন হওয়াতে স্ফাটিকাধারে নীলকান্ত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা উদিতা হইতেছে, এবং সুদীর্ঘ অথচ বিনম্র শাখা সমূহের পরিশোভিত মহীরুহ সকল, যাহাদের হিমসম্বিত স্নিগ্ধচ্ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক পথিকপুঞ্জ সমধিক রূপেই শ্রান্তি অপনীত করিয়া থাকে, এবম্ভূত পাদপ সন্দোহে শোভমান উপবন, অপর জনসমূহে সমাকীর্ণ মনোহর নগর সকল, তাহা দর্শনে পরাঙ্মুখ যে কুলকামিনীগণ তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমগুরু পতির সহিত ভ্রমণ করিতে কদাপি তাহারা ক্লেশিতা হয় না।

ভগবান্ ভূতনাথের অভূতপূর্ব্ব ঘটনা বশতঃ নীলাঙ্গনাজীবন পুরঞ্জন প্রণয়িনীর সহিত পর্ব্বত

প্রদেশে পরিভ্রমণে সম্মত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! যদ্যপি একান্তই শৈলের শোভাবলোকন করিবে, তবে মদীয় পশ্চাৎ আগমন কর, এই বলিয়া উভয়ে চক্রযান হইতে অবরোহণ পুরঃসর পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহিষী সহসা সাশঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, নাথ! দুর্ঘনাশিকা এবং বিবিধ যন্ত্রণাপ্রদায়িকা যে অশুভ ঘটনা তাহার অনুসঙ্গিণীর ন্যায় মদীয় দক্ষিণাক্ষ স্পন্দমান হইতেছে, বোধ হয়, ভাগ্যে কোন অকুশল ঘটনাই বা উপস্থিত হয়। আহা! লোকাতীত ত্রিগুণধারী ভগবান পরম পুরুষের কি আশ্চর্য্য কার্য্য, যাঁহার অলৌকিকী মায়াপ্রভাবে এতাদৃশ জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ হইয়াও পুরঞ্জন অবজ্ঞাপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত কি জন্য বিষণ্ণা হইতেছ, দৈহিক বায়ুপ্রভাবেই ঐ প্রকার স্থান সকল স্পন্দিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য চিন্তার বিষয় কি, এই বলিতে বলিতে ক্রমে ভূধরপৃষ্ঠে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই শিখরদেশে উপনীত হইয়া মহিষীর সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাতে বোধ হইল, কুন্দকুসুম সদৃশ স্বচ্ছ যে রজতগিরি তৎসন্নিভ প্রভাযুক্ত এবং যাঁহার পাণিদ্বয়ে ত্রিশূল

ডমরু কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ললাটফলকে শশিকলা শোভা করিতেছে, এবম্ভূত দেবাদিদেব মহাদেবের লোচনানলে দগ্ধীভূত মন্মথ অধুনা পূর্ব্বজাত ক্রোধজনিত রতির সহিত সুশানিত শারক সমূহ সংগ্রহ করিয়া যেমন কন্দরাকরে তাঁহারই অনুসন্ধান করিতেছেন।

সে যাহা হউক, যাহার শাখা সকল দিগাঙ্গনাদিগকে স্নিগ্ধচ্ছায়া প্রদানার্থ গমন করিতেছে ও অগ্রভাগে চন্দ্র সূর্য্য প্রস্ফুটিত পুষ্প রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, এতন্ন্যায় বিটপী সকল এবং ভীষণ রূপ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর শব্দ যুক্ত নির্ঝর নিকর ও সুধা সদৃশ তৃপ্তিকর মনোহর স্বরবিশিষ্ট শুক পিক নানা জাতীয় পক্ষিব্যূহ, এতৎ সমূহে শোভমান অচলোপরি পরিভ্রমণ করত উভয়েই অপার আনন্দাম্বুধিতে অবগাহন করিতে লাগিলেন। পুরঞ্জন নীলাঙ্গনাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! সুশীতল বায়ুসেবনে এবং তুষারাগার সদৃশ যাবতীয় বিটপিচ্ছায়াতে পদবিহার করিয়া একবার বিশ্রাম করিতে বাসনা হইয়াছে। অতএব এই চম্পক তরুতলে তুমি উপবেশন কর, এতাবন্মাত্র কহিয়াই তাঁহার উৎসঙ্গদেশ উপাধান করত শিলা-

তল বিনাস্ত শয্যায় শয়ন করিলেন। অলিপ্রিয় এবং মনোমুগ্ধকর সৌরভান্বিত যে কুসুমচয়, তত্তুল্য সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সকল সময় যাঁহার নিদ্রা হইত না, এক্ষণে কালের কুটিল গতিকে তিনি এক কালেই গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন।

অনন্তর ঐ বৃক্ষের শাখা হইতে বিষম বিপদের দূত স্বরূপ এক শুক পক্ষী সুমধুর স্বরে কহিতে লাগিল। "হে ভবভয়ভঞ্জন নিরঞ্জন! অদ্য তোমার অপূর্ব ঘটনায় অস্মদপ্রদেশাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ ধিরাজের স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপা মহারাণীকে অবলোকন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলাম, আহা! কি চমৎকারকান্তি যাহার প্রভাবে এতদ্রূপ অচলপ্রদেশও সমুজ্জ্বল হইয়াছে, প্রমত্ত অবলোকন করিয়া, বারম্বার আমার এই ভ্রম হইয়াছিল, যেন যামিনীর প্রত্যাখ্যান রোহিণী সহিত নিশানাথ এই স্থলেই অবস্থিতি করিতেছেন। যাহা হউক ভাগ্য সকল সময়ে কদাচই সুপ্রসন্ন থাকে না, সময়ে সময়ে অতি অদ্ভুত কৌশলে তাহার বিনিময় হইয়া থাকে।" এই বলিয়া মহিষীর অদূরবর্ত্তী শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিল।

জলদাগমে জলহীনা তটিনীর ন্যায়, ও গতোগতা নিরবলম্বিনী লতার ন্যায়, আত্মাবিহীন দেহের

বাক্‌শক্তির ন্যায়, অসম্ভাবিত শুকমুখবিনির্গত সুমধুর সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী বিষম বিস্ময়াভিভূতা হইলেন, যেহেতু পক্ষী যে অর্থসম্পন্ন শব্দপ্রয়োগ করিতে পারে, তাহা তিনি পূর্ব্বে পরিজ্ঞাতা ছিলেন না সুতরাং এপ্রকার হওয়া অসম্ভব নহে। ক্ষণকাল তাঁহার সেই নীরস্পন্দনয়নে শুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, এবং পুরঞ্জন গাত্রোত্থান করিলে তাঁহাকে এই বিস্ময়কর ব্যাপার বিজ্ঞাপন করাইবেন, এরূপ মনোমধ্যে সাতিশয় ঔৎসুক্যবতী হইতে লাগিলেন। ধাতার চক্রে এই অখিল সংসার ঘূর্ণন করিতেছে, এবম্ভূত বিশ্বমুগ্ধকর [illegible] ঘটনায় নিমগ্না হইয়া রাজ্ঞী বিবেচনা করিলেন বিবিধ ফল যুক্ত এবং মনোহর শাখা পল্লবে শোভমান পাদপসমূহে সমাকীর্ণ যে বন, তাহাতে স্থিতিপরায়ণ পক্ষিবৃন্দ মানবীদিগের বাক্যে বশীভূত হইবে, উহা নিতান্তই অসম্ভব, অতএব মৎপ্রণীত বাক্য সকল উপেক্ষা করিয়া যদ্যপি অবিলম্বেই এই স্থান পরিহার পুরঃসর অপসরণ করে, তবে জীবনকান্তকে আর উহার বিস্ময়কর স্বর শ্রবণ করাইতে পারিব না। এক্ষণে কোন কৌশল ক্রমে উহাকে নিধৃত করিতে পারিলে

সংগোপন পূর্ব্বক আলয়ে লইয়া যাইব, তথায় শয়নাগার মধ্যে উপবেশন করাইয়া আমি দয়িতের সহিত যে প্রকার আলাপ করিয়া থাকি, তাহা সমস্তই ইহার বিদিত করিয়া দিব, তিনি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন বিবেচনা করিয়া অবশ্যই ইহার বাক্যে উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, কিন্তু অবিলম্বেই যখন বিদিত হইবেন, আমি পক্ষীর সহিত রহস্য করিতেছি, তখন তাঁহার আশ্চর্য্যের আর পরিসীমা থাকিবে না।

এই রূপ নিষ্ফলা চিন্তা করিয়া বিদেহতনয়া সীতা যোগিবেশধারী দুর্ম্মদ রাবণের অনুরোধে যে প্রকার কুটীর মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, মহিষী সেই রূপ শুকের সুমধুর স্বরের অনুরোধে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তিনী হওত তাহাকে ধারণের মানস করিলেন, এবং স্বীয় উৎসঙ্গদেশ হইতে নিদ্রাভিভূত ভূপালের মস্তক অল্পে অল্পে শিলাতলোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই প্রকার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, দুষ্কর্ম্মপরায়ণ পুষ্কর কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত এবং সহধর্ম্মিণী সহিত অরণ্যচারী হইয়াছিলেন যে নল রাজা তিনি কপট কলির বশে নিদ্রাভিভূতা

নির্দোষা যোষা দময়ন্তীকে পরিহার পুরঃসর যে রূপে গমন করিয়াছিলেন। জীবনাপেক্ষা প্রিয়তরা প্রণয়িনীকে দুরন্ত কাল পক্ষি-রূপ-রাহু দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক যে অপহরণ করিয়া লইতেছে, ভূপতি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, সুসুপ্তাবস্থাপন্ন ফণীর নিকট হইতে দুর্দ্ধর্ষ লুব্ধব্যক্তি অমূল্য মণি হরণ করিয়া লইলে অনবধানতা প্রযুক্ত সে যেন তাহার কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ।

শুকপক্ষী মহিষীকে পার্শ্ববর্ত্তিনী অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল। ভাগ্য অপ্রসন্ন হইলে হিতাহিত বাক্য সকল আর কেহই অনুধাবনা করে না, এই বলিয়া পর্ব্বতের প্রান্তৈকভাগে গমনপূর্ব্বক উপবেশন করিল। শুকয়ে অপ্রিয়,ও বাক্য প্রয়োগ করিল, মহিষী নীলাঙ্গনা তাহা বিবেচনা করিলেন না, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণই করিতে লাগিলেন। পক্ষী রাজ্ঞীকে প্রতিনিবৃত্তা হইতে না দেখিয়া ধরাধর পরিহার পুরঃসর উড্ডীয়মান হওত উপত্যকা ভূমিতে পুনরুপবেশন হইল, নীলাঙ্গনা তাহাকে ধারণ মানসে ভূধর হইতে অবরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইল, যেমন স্বর্গ হইতে কোন বিদ্যাধরী মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতেছে। রাজ্ঞী এই

রূপে উপত্যকা প্রাপ্তা হইলে পক্ষী অন্য স্থানে গিয়া উপবেশন করিল। মহিষী পুনর্ব্বার সে পর্য্যন্তও গমন করিলেন, কিন্তু তাহাও দর্পণমধ্যস্থিত প্রতিচ্ছায়া ধারণের ন্যায় নিষ্ফল হইল। এই রূপে বহুক্ষণাবধি পরিভ্রমণ করিলেও রাজ্ঞী মানস সফল করিতে পারিলেন না, এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও তাঁহার স্মরণ হইল না। ক্রমাগত শুকের অনুগমন পূর্ব্বক দূরগতাই হইতে লাগিলেন। পক্ষী যখন দেখিল, মহিষী এমত দুর্গম ও দুর্দেশে আসিয়া উপনীতা হইয়াছেন, যে পুনর্ব্বার তাঁহার স্বস্থানে প্রত্যাগমন করা সুকঠিন হইবে, তখন এই কয়েকটী বাক্য উচ্চারণ করিল ; পক্ষি জাতি কি নির্দ্দয়! পুনর্ব্বার কহিল, তাহাই বা কি রূপে বলিব, যিনি বিশ্বস্রষ্টা অখিলনাথ তিনিই ইহা সুসম্পন্ন করিলেন, আমাকে নিমিত্ত মাত্র হইয়াই বা কলঙ্কী হইতে হয়, এতাবদুক্তি করত বিহায়স্ পথপ্রাপ্ত ও এক কালেই অদর্শন হইয়া গেল।

রাজমহিলা নীলাঙ্গনা শুকের এতদ্বাক্যাবলি পরিজ্ঞাতা হইয়া যখন বিবেচনা করিলেন, মরীচি পর্ব্বত এবং দয়িতের নিকট হইতে বহুদূরে আগমন করিয়াছেন, তখন একেবারেই অকূল চিন্তার্ণবে

নিমগ্না হইলেন, এবং কি প্রকারে পূর্ব্বোক্ত স্থানে উপসন্না হইবেন, এই ভাবনায় বিষম ব্যাকুলিতা হইতে লাগিলেন, এক বার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দুই তিন পদ গমন করিলেন, কিন্তু অনধিগতা প্রযুক্ত কোন বর্ত্মযোগে মরীচি শৈলে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুই পর্য্যেষণা করিতে পারিলেন না, কেবল তমসহারী আকাশবিহারী লোকলোচন ভগবান চন্দ্রমার বিরহে কুমুদিনীর ন্যায় পরিম্লানাঙ্গী হইতে লাগিলেন।

আহা! সময়ের কি বিচিত্রগতি। মনোহর দ্রব্য সমূহে সজ্জীভূত ভবনোপরি সঙ্গিনীগণে তারকা মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শশীর ন্যায় শোভনীয়া হইয়া যে অপ্রমাণ আনন্দ অনুমেয় করিতেছিল, এক্ষণে তাহাকে দুঃখিনী অনাথিনীর ন্যায় অরণ্যচারিণী হইয়া রোদনপরায়ণা হইতে হইল। ওরে অকরুণ কাল! পতিবৎসলা ও হিংসা দ্বেষ ব্যভিচারাদি দোষে বিরতা, এবং সরলস্বভাবা রাজমহিলাকে ঈদৃশ যন্ত্রণাজালে জড়িতা করিয়া তোর কি লাভ হইল, আহা! সৎস্বভাব সাধু পুরুষদিগকে সন্তাপ না দিলে কি তোমার বাসনা পরিপূর্ণা হয় না, দুর্জ্জয় রাক্ষস কুলের সহিত দুর্ম্মতি রাবণকে কবলিত করিলে

তাহাতে কে তোমার প্রতি অপ্রিয়কর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, এবং দ্বেষবশে পরিপূর্ণ দুরাশয় দুর্য্যো-ধনকে সমূলে নির্ম্মূল করিলে তাহাতেই বা কে তো-মার প্রতি অপ্রতিকর বাক্য বিনিয়োগ করিয়াছিল, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সহিত পতিপরায়ণা দ্রৌপদীকে কেন বনবাসে অশেষক্লেশে নিক্ষেপ করিলে। হা! ইহা বলিয়াই বা কি হইবে, এ সকলই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক ভূপালবালা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কহিতে লাগিলেন, কি সর্ব্বনাশ, এ কোন্ প্রদেশে আসিয়া উপসন্না হইলাম, এক্ষণে কোন্ পথ দিয়া গমন করিলেই বা দয়িতের সহিত সংমিলিতা হইতে পারিব, কিছুই যে উপ-লব্ধ হইতেছে না. ওরে দ্বিজাধম! তুই আমাকে অপার নিরুপায় জলধিমধ্যে পরিহার করিয়া কো-থায় গমন করিলি, এই বলিয়া বারম্বার মৌলিভালে করাভিঘাত পুরঃসর রজনী কালে চক্রবাকীর ন্যায় পতিবিরহে এবম্বিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হে জীবনকান্ত! সত্বরে এই বিষম সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর, দুর্গম অরণ্য মধ্যে একাকিনী হইয়া

ভয়ে হৃদয় কম্পমান এবং শরীর অবসন্ন ও মধ্যে মধ্যে হিংস্রক পশু সমূহের গভীর নিনাদে কর্ণ বধির প্রায় হইতেছে। অদ্য যে দুষ্প্রবেশ্যারণ্যস্থলিতে উপস্থিতা হইয়াছি, ইহাতে অবশ্যই জীবন বিনাশের সম্ভাবনা। হা জীবিতেশ্বর! দেবাদিগের জীবন-রত্ন অপহরণকারক যে করাল কৃতান্ত তাহার ন্যায় শুক পক্ষীর অনুসরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে হইবে না জানিলে যথেষ্ট বিনয় সহকারে তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিতাম। হায়! এ কি হইল, হে বিধাতঃ! অরণ্য দর্শনের মানস করিয়াছিলাম বলিয়া কি এই রূপেই আমার বাসনা পরিপূর্ণা করিলে, এক্ষণে আর কোথায় গমন করিব, সিংহ শার্দ্দূল দন্তিযূথে সমাকীর্ণা এই অটবী মধ্যে কে আর আমার নিমিত্ত বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। এই বলিতে বলিতেই ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপনত হইল।

বিবিধ বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া যিনি অদ্যাবধি অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেন এবং যাঁহার দর্শন লাভ মনুষ্যদিগের পক্ষেও সুদুর্লভ ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে পশু সকলে অবলীলাক্রমেই অবলোকন করিবে, এতজ্জন্যই যেমন যামিনী তাঁহার

চতুর্দ্দিক অবিরল নিশাচর্ম্ম দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া পথশ্রম জনিত প্রচুর ক্লেশ দূরীকরণার্থ কোমল কিশলয় পরিশোভিত বৃক্ষশাখা চামর রূপে ধারণ পুরঃসর বিজন করাতে তদ্দ্বারাই যেমন সন্ধ্যা সমীরণ রূপ বায়ু রাজ্ঞীর স্বেদজলাভিষিক্ত বদন মণ্ডলে অল্প অল্প স্পর্শ হইতে লাগিল ও পশুকুল ভয়সঙ্কুল শব্দে বনভূমি আকুল করত যেমন তাঁহার প্রহরিতা কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিল। আহা! রাজমহিলা একেই ভয়ব্যাকুলা ছিলেন, তাহাতে আবার এই ঘোরা রজনী সমুপস্থিতা দেখিয়া জীবনের প্রতি নিতান্তই নিরাশা হইলেন, এবং ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! আমি যে তোমার প্রিয়তমা প্রণয়িনী ছিলাম, কৈ এক্ষণে আসিয়া আমাকে রক্ষা করিলে না, এই আমি পশুদিগের জঠরানলে দগ্ধ হইতে চলিলাম, হায়! নিদারুণ বিধি এ সময় একবার তোমার চরণ দর্শন করিতেও দিলে না, মনের খেদ মনেই রহিয়া গেল, কত প্রকার বাসনা করিয়াছিলাম, কিছুই সফলা হইল না, নাথ! পদে পদে তোমার পক্ষে কতই অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য এই তোমার পদারবিন্দে প্রণিপাত করি, চিরক্রীতা অধীনাকে যেমন

স্মরণ থাকে, অধিক কি বলিব, এজন্মে এই পর্য্যন্তই হইল, প্রার্থনা করি এক্ষণে বিদায় দান কর।" "

এই বলিয়া শোকে ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হওত বিচেতনা হইয়া কঠিন বনভূমির উপরি নিপতিতা হইলে, শিবনিন্দাকারক যে দক্ষ প্রজাপতি, তাহার অত্যুক্তিকে পতিতপাবনী সতী যে প্রকার যজ্ঞস্থলিতে পতিতা হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায়, হায়! ওরে নির্দ্দয় কাল, এই কি তোর উচিত হইল, দেবতা সমূহের চিত্তহর যে কুসুমকুল তদপেক্ষা সুকোমল এবং হেমকান্তি বিনিন্দিত এই মনোহর দেহ ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, কি প্রকারে অবলোকন করিতেছিস। আহা! যাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত শত শত পরিচারিকাগণ নিরন্তর নিনিযুক্তা ছিল, এক্ষণে তাহার এই দুর্গতি, একবার জিজ্ঞাসা করে এমত একটী মনুষ্যও নাই। বোধ হয় অবণ্যানীই রাজপুরি স্বরূপা হইয়াছে, যেহেতু পাদপসমূহ রাজ্ঞীগণের ন্যায় ভূপালনন্দিনীর চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক, যেমন পল্লব রূপ অঞ্চল দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন, ও পত্রস্থিত নিশার নীহার বারি রূপে তাঁহার নেত্রসলিলবৎ প্রক্ষেপণ করিতেছে, এবং মহিষীকে সংজ্ঞাবিহীনা দেখিয়া পুরস্ত্রীগণের

তুল্য পশু সকল যেমন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। এই রূপে রাজ্ঞী শয্যাশয্যায় শয়ানা থাকিলে বোধ হইল, যেমন নিশাসময় বনদেবী নিদ্রা যাইতেছেন।

সে যাহা হউক কথঞ্চিৎ সময় বিগত হইলে নীলাঙ্গনা চৈতন্যপ্রাপ্তা হইয়া অল্পেঅল্পে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন, এবং চতুর্দ্দিক ঘনতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া পুনর্ব্বার এবম্প্রকার পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হে পুত্রীনন্দনে মাত! একবার এই হতভাগিনীকে জঠর নগরে স্থান দান করিয়া দারুণ দুঃখ অনুমানি করিয়াছিলে. এক্ষণে নিবিড় তমসাবৃত দুর্গম অরণ্য গর্ত্ত হইতে স্থান দান করিয়া অতীব আপদাপন্না তনয়ার দুঃখ-ভার মোচনে সমর্থা হও। হায়! আমি ভূপাল-বালা এবং রাজমহিষী হইয়াও এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধারকে প্রাপ্তা হইতে পারিলাম না। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল যে স্ফাটিক মণি তাহার ন্যায় রাজ্ঞীর জলজ-লোচন গলিত জলধারা দ্বারা বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণানন্তর বিবেচনা করিলেন, এক স্থানে স্থির থাকিলেই বা কি হইবে, উপায়ান্তরাব-লোকন না করিলে কদাচই অবস্থা পরিবর্ত্তনের

সম্ভাবনা নাই। এই স্থির করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে অনুভূত হইল, যেমন স্বয়ং কমলালয়া ভুবন-জীবন ভগবান হরির অন্বেষণ করিতেছেন। এই প্রকারে মহিষী কিঞ্চিৎ পথ অতিক্রম করিয়া অদূরে একটী দীপালোক দর্শন করত চিন্তা করিতে লাগিলেন, একি হতভাগিনী আসি আমার রক্ষার নিমিত্ত এস্থলে কি মনুষ্যের বাসস্থান আছে, না উহা বিশাল সর্পের মস্তকভূষণ, পরে বিবেচনা করিলেন, মণি-বিভা এ প্রকার প্রখর নহে, সে এতদপেক্ষাও স্নিগ্ধ, অতএব উহা নিশ্চয়ই দীপালোক, অদ্য ঐ স্থলেই নিশা যাপনা করিয়া হিংস্রক পশু কর্ত্তৃক অনিষ্টা-শঙ্কা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব, কিন্তু ঈদৃশ বেশভূষায় গমন করিলে অনায়াসেই সকলে রাজ-মহিলা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে, বিশেষতঃ এক্ষণে যে বিপদে পতিতা হইয়াছি, ইহাতে আর আমার রাজমহিষী অভিমানেরই বা আবশ্যক কি, বোধ হয় বিধাতা সে অভিমানের বৃক্ষ এক কালেই সমূলিত করিবার অভিসন্ধি করিয়া থাকিবেন। এই বলিয়া ক্ষণকাল বিলাপ করত আজম্বিত মুক্তা-মালা যাহার কণ্ঠদেশে সুচারু শোভা বিকাশ করিতে-ছিল, তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন, অপর

সমস্ত অঙ্গের আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তত্রত্য একটী রক্তাশোক তরুর মূলদেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া পরিধেয় বসন দ্বিখণ্ড করত তাহারই এক ভাগ দ্বারা অলঙ্কার সকল আবদ্ধ ও খনিত ভূমিগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন; এবং পরিচ্ছদের অপরাংশ দ্বারা অঙ্গাচ্ছাদন পূর্ব্বক আলোকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্খলিত কুঞ্চিত কুন্তলজাল মুখমণ্ডলোপরি পতিত হওয়াতে বিকাশী বিমল রাজীবোপরি ভ্রমর পংক্তির ন্যায়, জলনীলীনিলীনা নলিনীর ন্যায়, শশাঙ্কযুক্ত শশধরের ন্যায়, সংভ্রম হইতে লাগিল।

নীলাঙ্গনা ক্রমে আলোকের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বিটপিপত্রে নির্ম্মিত একটী পর্ণকুটীর অবলোকন করত তদ্দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা হইলে অভ্যন্তর হইতে প্রশান্তস্বভাব ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন একটী সুরূপ যুবা তপস্বী বহির্গত হইয়া আসিলেন, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান অনঙ্গদেব পার্ব্বতীপতিকে প্রসন্ন করিবার জন্যই যেমন তপস্যাচারী হইয়াছেন। তিনি মহিষীর সম্মুখাগত হইয়া কহিলেন, বৎসে! এই দুর্গম অরণ্য মধ্যে এমত ঘোরা রজনীতে কি প্রকারে

সমাগমন করিলে, এবং তোমার এই দীনা হীনা ক্ষীণাবস্থার কারণ কি? প্রকাশ করিয়া আমাকে সন্তোষিত কর; তোমার অলোকসামান্য রূপে বনানী সমুজ্জ্বল হইয়াছে, অপর ভাবভঙ্গীর দ্বারাও প্রকাশ হইতেছে, তুমি কখনই সামান্য মানবের কুলে অবতীর্ণা হও নাই। রাজ্ঞী তাপসের ঈদৃশ বাক্য আকর্ণন করিয়া প্রথমতঃ শুকের অনুসরণ অবধি তাঁহার ভাগ্যে যে সমস্ত দুর্ঘটনা উপস্থিতা হয়, তাহা আমূলতঃ বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। তাপস মহিষীর বচনাবসানে কহিতে লাগিলেন, “ভদ্রে! শুক জাতিদের আবাস স্থল বিন্ধ্যারণ্য, কিন্তু ঐ পক্ষী শৈশবাবস্থায় কোন সিদ্ধ পুরুষের আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়া পরে এতদারণ্যেই বিচরণ করিতেছে, এবং তদবধি উহার সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক ভবিষ্যৎ বক্তৃতারও ক্ষমতা জন্মিয়াছে।

বৎসে! বিধাতা প্রতিকূল হইলে অসম্ভাবনীয় কার্য্যও অনায়াসে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, দেখ! যাঁহার দুর্জ্জয় শরাঘাতে সপ্ততাল সংবিদ্ধ ও অসামান্য গুণনিচয়ে সুদীর্ঘ মহীরূহে সমাকীর্ণ শৈল সকলও তৃণের ন্যায় সলিলোপরি ভাসমান হইয়াছিল, এবং ক্ষত্রকুলান্তক মহাবীর পরশুরাম যাঁহার

নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, এবম্ভূত ভগবান্ রামচন্দ্রও বিধি কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়া অশেষ ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন, অতএব মানবদিগের পক্ষে এ সমস্ত কখনই বিস্ময়কর হইতে পারে না, মাতঃ! এক্ষণে আমার এই যৎসামান্য কুটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর কর। মহিষী তাপসের সম্মুখে দণ্ডায়মানা থাকিলে বোধ হইল, যেমন তাঁহার তপস্যা প্রভাবেই ভববন্ধনমোচনকারিণী পার্ব্বতী প্রসন্না হইয়া বর প্রদানার্থ আগমন করিয়াছেন। রাজ্ঞী তাঁহার অভ্যর্থনায় কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তিনি এক খানি কুশাসন আনিয়া উপবেশনার্থ সম্প্রদান করিলেন, এবং রাজমহিলা তাহাতেই কৃতাধিবেশনা হইয়া সেই প্রকার শোভমানা হইলেন, নগেন্দ্রনন্দিনী ভুবনবন্দিনী উমা পশুপতির আরাধনায় বিনিবেশিতা হইয়া যেরূপ শোভিতা হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায়।

নীলাঙ্গনা তাপসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! আপনকার এই জনশূন্য অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি এবং তপস্যায় অভিনিবেশের কারণ পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে, প্রকাশ করিয়া মানস সফল করণে অনুমতি হউক। এই [illegible]

জন্য এ দীনার যদ্যপি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, প্রার্থনা করি, তাহা ক্ষমা করুন, তাপস কহিলেন, বৎসে! আমি যেরূপে এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি, সেই ইতিবৃত্ত বাহুল্য রূপে বর্ণনা করিবার আর অধিক সময় নাই, অতএব সংক্ষেপে বলি শ্রবণ কর!

পাবনী নাম্নী নগরী মধ্যে লোকনাথ নামা কোন মহানুভাব পুরুষের আশ্রয়ে আমি বাস করিতাম, সূর্য্যের নিকটে অরুণ যেরূপ অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায়। তৎকালে বিদেহ নামে আমার সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ ছিল, আমি নিয়তই স্বীয় প্রভুর সেবাশুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা কার্য্যে বিনিবেশিত এবং তাঁহার মতের অনুগামী থাকিতাম, ছায়া যেমন দেহের অনুগামী থাকে, নিখিলরূপগুণযুক্তা পবিত্রচিত্তা পতিপরায়ণা পরায়ণী নাম্নী পরম প্রণয়ভাজিকা আমার এক পত্নী ছিল, প্রজাপতিপুত্রী রোহিণী যেমত নিশানাথের প্রিয়া, সেই রূপ। কথঞ্চিৎ কালানন্তর তাহার গর্ব্ভে অনুরাগ নামা এক পুত্রোৎপন্ন হইল, গ্রীষ্ম বর্ষা শরদাদি ঋতুর অপগমে সুরভি সময় সহকার তরুবল্লী সকল যেরূপ মঞ্জরিত হয়, তন্ন্যায়, উহারা উভয়েই আমার সহিত সাধ্যমত স্বামীর

প্রতি ভক্তিভাব প্রদর্শনে ও তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য করণে কদাচ ত্রুটি করিত না। এবম্ভূত প্রিয় পুত্র কলত্রের সহিত অসীমানন্দ অনুমান করিতে করিতে কিয়ৎকাল তথায় যাপিত হইল।

এক দিবস প্রভুর নিদেশাতিক্রম পূর্ব্বক কোন স্থানে গমন করিয়া অতি মনোহর সুরম্য এক উপবন দর্শন করিলাম, যাহার কণাদিতে বিরল বাগুরা ভিন্ন অন্যব্যবহারীয় দ্রব্য সকল যেমন উত্তুঙ্গ বিহগাবলিতে সন্দর্শন করে, সেই রূপ। উহার নানা স্থানে লাবণ্যময়ী লতাকুঞ্জ ও মনোহর সরোবর, নানাবিধ শাল সরল তমাল প্রভৃতি বৃক্ষজাল সকল, এবং জাতি যথা অশোক পুন্নাগাদি প্রস্ফুটিত পুষ্পপুঞ্জে পরিপূর্ণ পুষ্প পাদপ প্রকর, তদুপরি গুণগুণ ধ্বনিকর মধুকর নিকর মধুপানে তৎপর থাকাতে অত্যন্ত মনোহারিণী শোভা সমুদিতা হইতেছিল। আমি সেই সুচারু শোভা সন্দর্শনার্থ সাতিশয় সমুৎসুক হইয়া তন্মধ্য গত হইলাম, কোষকার কীট যেমত গুটিকা মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায়। কখন মালতীকুঞ্জে কখন সরসীকূলে, কখন চন্দন বীথিকায় পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে প্রীতিপূর্ণ চিত্তে এক তমালমূলে উপবেশন করিলাম

আপদ যেমন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মহাপাপী ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ। কিয়ৎক্ষণানন্তর অদূরে এক কণ্টকীবল্লীবিতানবর্ত্তিনী চপলা নাম্নী পরমা সুন্দরী এক কামিনী নয়ন গোচর করিলাম, মীন সকল যেমন আধার দর্শন করে। আমি ঐ তরুণীর অদৃষ্টপূর্ব্ব মারগৃহ স্বরূপ ললিত লাবণ্য নিরীক্ষণে বিমুগ্ধ এবং তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলাম, অয়ি সুলোচনে! তুমি রমণীমণি স্বরূপা এই কণ্টকীলতাগৃহ রূপ ভুজঙ্গীর আশ্রয় কেন পরিত্যাগ করিতেছ না, এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম, পতঙ্গ সঙ্ঘ যেমন দীপশিখাকে আলিঙ্গন করে। আমার বচনাবসানে সেই ললিতা ভ্রমরঝঙ্কার ন্যায় মৃদু মধুর স্বরে এতাবদ্বাক্যে প্রতিবচন প্রদান করিল, নাথ! আমি বহু দিবস খেদ পূরিতান্তঃকরণে নানা স্থান পরিভ্রমণ পুরঃসর অদ্য তোমার সঙ্গ লাভ করিয়া পরম প্রীতা হইলাম, ভূতভাবন ভগবান্ অনাদি কেশবের অনুকম্পায় যেমন এই মিলন জনিত অসীম সুখের আর ভঙ্গ না হয়, আমি তাহার এই আশ্বাসিত এবং হর্ষপ্রদ বচন আকর্ণন করিয়া এক বারেই বিমোহিত হইলাম, ব্যাধ কর্ত্তৃক বাদিত সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে

মৃগকুল যেরূপ মোহিত হয়, তাহার ন্যায়। এরূপ অপার সুখে প্রিয়মহিলা চপলার সহিত কথঞ্চিৎ কাল ঐ উপকাননে অপগত হইলে কালক্রমে পত্নীর গর্ব্ভে প্রলোভ নামা এক তনয় হইল, বিষ-লতা যেমন ফল প্রসব করে, এবং পীড়া যেমন যাতনা প্রসব করে, সেই রূপ, আমি উহাদের উভয়-কেই জীবনাপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিতাম।

একদা প্রভাত সময়ে দূর হইতে দেখিতে পাই-লাম, আমার সেই পূর্ব্ব পুত্র এবং পত্নী উভয়ে রোরুদ্যমান বদনে যথাকথঞ্চিৎ বেশে আগমন করিতেছে, বারিবেগে সাগরোন্মগ্ন ব্যক্তির নিকট যেমন ফলকাদি আগমন করে, তাহার ন্যায়। উহারা আমার সমীপাগত হইয়া খেদ বিষাদ বচনে কহিল, মহাশয়, পূর্ব্ববৎ পভুর পরিচর্য্যা কার্য্য নির্ব্বাহ কর-ণের বিপরীত ভাব অবলোকন করিয়া উত্তরোত্তর তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্তই হইতেছে, হবিপ্রদ অগ্নি যেমন ক্রমশঃ উজ্জ্বলতাকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। অতএব এক্ষণে যে কর্ত্তব্য হয় করুন। তাহাদের এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই প্রলোভ রোষগর্ব্ববচনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাশয় এ পাপিষ্ঠেরা কোথা হইতে আগমন করিতেছে। ইহারা আমারই পুত্র

কলত্র এই বলিয়া তাহার প্রশ্নের প্রতিবাক্য দান করিলাম। সে ইহা শ্রবণ মাত্র বিজাতীয় রোষাবেগে অরে মূঢ় অজ্ঞান নরাধম, তুই এস্থানের অনুপযুক্ত ইত্যাদি পরুষ বাক্যে তিরস্কার করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক নির্দ্দয় রূপে পূর্ব্বতনয় অনুরাগকে প্রহার করিলে রোদন করিতে করিতে সে তৎক্ষণাৎ তাহার জননী পরায়ণীর সহিত প্রস্থান করিল, মহাপাপকে দর্শন করিয়া মোক্ষ এবং মুক্তি যেমন প্রস্থান করে, তাহার ন্যায়। অনন্তর কিয়ৎকাল ঐ স্থানেই নবোপগমা প্রণয়িনী এবং পুত্রের সহিত সুখসম্ভোগে যাপন করিলাম।

একদা আশ্রয়দাতা মহানুভাব লোকনাথ আমার সমীপাগত হইয়া কহিলেন, ওরে দুরাত্মা পাপকারিন্, তুই আমার আশ্রমের অযোগ্য পাত্র, অতএব তোর যোগ্য স্থানে গমন কর, এতাবদুক্তি করত আমাকে তত্রত্য প্রদেশ হইতে নিরাকৃত করিয়া দিলেন, তরুণ অরুণ কিরণ যেমত অন্ধকারকে অপসারিত করে, সেই রূপ। দুর্দ্দৈব বশতঃ হঠাৎ এই দুরবস্থাপন্ন হইয়া পুত্র পত্নীর সহিত পরিভ্রমণ করিতে করিতে অনায়ত্ত এবং অস্পর্শনীয় দ্রব্য জাত সম্পূর্ণ তমোময় এক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করি-

ষম কাল কর্ত্তৃক তাড়িত কুকার্য্যপরায়ণ ব্যক্তি বৃন্দ যেরূপ নরক মধ্যে প্রবেশ করে। আমাকে তদ্রূপ যাতনাজালে জড়িত অবলোকন করিয়া চপলা এবং প্রলোভ উভয়ে তাহার অংশ গ্রহণে অসম্মত প্রকাশ পুরঃসর স্থানান্তরে গমন করিল। তৎকালে আমি স্বজনবিহীন এবং অসহায় হইয়া শোকে অবসন্ন ও মুহ্যমান হইয়া থাকিলাম। একদা কেহ যেমন আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কেন ক্ষুব্ধ হইতেছ গাত্রোত্থান কর বলিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল, বর্ষাকালীন কোকিল কাকলীর ন্যায় অভূতপূর্ব্ব ঐ শব্দ আমার শ্রবণগত হইলে বিষাদ-বারিপূরিত নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, আমার পূর্ব্ব পরিবার অর্থাৎ পরায়ণী এবং অনুরাগ উভয়েই নিকটে নিষণ্ণ রহিয়াছে, অন্তকালাবধিও বন্ধুবর্গ ভেষজ প্রদানার্থ যেরূপ নিকটে আসীন থাকে তদ্রূপ; আমি তাহাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন এবং অমৃতায়মান বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কহিলাম, হে প্রিয় পুত্র! তোমরাই আমার সুখের নিদান, অতএব তোমাদিগকে আর কখনও পরিত্যাগ করিব না। এবম্ভূত বচনানন্তর পরম স্নেহভাজন তনয় এবং প্রণয়িনীর সহিত কিয়দ্দিবসাবসান হইলে

তথা হইতে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় মহিলা চপলাকে যে উপকাননস্থ কণ্টকীলতানিকুঞ্জবাসিনী অবলোকন করিয়াছিলাম, সেই প্রমদবনজাতা বল্লীবিতানাভ্যন্তরবর্ত্তিনী এবং তদবস্থাপন্না তাহারও দর্শন প্রাপ্ত হইলাম, কোন মৃগ যেমন ভীষণ সিংহের করাল কবল হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া কাল রূপী কিরাতের আশ্রম গত হয়, তাহার ন্যায়, ঐ কালে অস্মদাদৃশ জনমণ্ডলীতে তাহার উপাসনা করিতেছে দেখিয়া আমার আশ্চর্য্যের-আর পরিসীমা থাকিল না। সেই নবীনা রূপাঙ্গী দূর হইতে আমাকে দর্শন করিবাই বাহু দ্বারা অলিঙ্গন করত মধুর সম্ভাষণে কহিল, এই দেশ তোমার নিমিত্ত উত্তম বাসস্থান প্রস্তুত রহিয়াছে, ইহাতেই স্থিতি করিয়া ইচ্ছানুরূপ ভোগ দ্বারা সময় সম্বরণে প্রবৃত্ত হও, শমনকিঙ্করেরা যেমন মহাপাপাশ্রয়ী ব্যক্তিকে এই তোমার উপযুক্ত স্থান, ইহাতেই স্থিত হও বলিয়া কোন নরক দর্শন করাইয়া দেয়, সেই রূপ, আমি তাহার বচনানুরূপ সেই আশ্রমেই বিশ্রাম করিয়া কোন ললনার পাণিগ্রহণ করিলে সময় ক্রমে তাহা হইতে এক পুত্রোৎপাদিত হইল। এই রূপে যদিও কোন ক্রমে কালহরণ হইতেছিল, কিন্তু

কুঞ্জবিহারী ক্রুরস্বভাব পশুসঙ্ঘ কর্ত্তৃক দিন দিন অতীব উত্তেজিত হওয়াতে আমি অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছি, কি রূপেই বা ইহার শান্তি হয়, এই চিন্তা সহসা মনোমধ্যে উদ্ভূতা হইলে প্রথম পরিণীতা পরায়ণী এবং তৎপুত্র অনুরাগকে স্মরণ হইল. বিনা দোষে সেই নির্দোষ পরিবারকে ভূয়োভূয়ঃ পরিত্যাগ করাই আমার ক্লেশের কারণ স্থির করিয়া বিষণ্ণমন ক্ষুব্ধচিত্তে তৎক্ষণাৎ গৃহাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সাতি-শয় ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহাদের অন্বেষণার্থ আ-শ্রম হইতে বিনির্গত হইলাম, হংস যেমত শতদল শোভিত সরোবরে মৃণাল লাভার্থ গমন করে, তাহার ন্যায়। আমি বহিস্তোরণে আগমন করি-য়াই প্রিয়পুত্র এবং পরম প্রণয়িনীকে অবলোকন পূর্ব্বক আনন্দ বাষ্পপূরিত গদ্গদ স্বরে প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, অয়ি! প্রভূতানন্দদা-য়িনে! আমি বারম্বার তোমাদিগকে পরিহার করিয়া অপ্রমাণ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, পুনশ্চ জ্ঞানস্বপ্নে কখনও পরিত্যাগ করিব না বলিয়া তাহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এই বিজন কান্তারে আগমন করি-লাম, চকোর যেমত পীযুষ পানার্থে গমন করে, সেই রূপ; এক্ষণে যে অবস্থা অবলোকন করিতেছ,

তদবধি তাহাদের সহিত এতদ্রূপেই কালহরণ করিয়া আসিতেছি, এতাবৎ বচন প্রয়োগানন্তর বাক্ সংযত করিলেন।

রাজমহিলা বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে তাপসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনকার সেই প্রিয় পরিবারেরা এক্ষণে কোথায় বিশ্রাম করিতেছেন, লোকললামভূত তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে নিতান্ত বাসনা করি, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎসে! ভূপালবালে! যে উপাখ্যান কহিলাম, উহার প্রকৃতার্থ বলি শ্রবণ কর।

পাবনী নাম্নী নগরী উহা পবিত্রকারিণী পরমাত্মার আশ্রম, অর্থাৎ পরমাত্মার বাসস্থানই পবিত্রকর, আর লোকনাথই ভুবনভর্ত্তা পরমাত্মা, আমি যে সময় ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতাম তৎকালে দেহী ছিলাম না বলিয়া বিদেহ নামে আমার এক আখ্যা ছিল। পরায়ণী এবং অনুরাগ যে আমার কলত্র পুত্র, উহারা পরাত্মার প্রতি দৃঢ়পরায়ণতা এবং অনুরাগ। ঐ সময়ে অন্যান্য বিবেচনা বিহীন হইয়া একতান মনে তাঁহাতেই অনুরক্ত ছিলাম। কিয়ৎকাল এই রূপে অবসান হইলে যে উপবনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহাই আমার

নিবিড় দুর্ভাগ্য বন, যাহা সর্ব্বদা ভ্রান্তি রূপ লতাকুঞ্জ, বিষয়তৃষ্ণা স্বরূপ সরোবর, দুরিতদলবৎ পাদপ প্রকর এবং ব্যাধিকদম্বক রূপ পুষ্পপুঞ্জে ক্রীড়াযুক্ত যাতনাসঙ্ঘবৎ ভ্রমরমালা কর্ত্তৃক রমণীয় থাকে। অর্থাৎ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে চিত্ত ভ্রান্তিময়, তাহা হইতে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে পাপ, পাপ হইতে পীড়া, পীড়া হইতে যাতনার উদ্রেক হইয়া থাকে। অপর ঐ উপবন মধ্যে মালতীকুঞ্জে, সরনা-তটে, এবং চন্দনবীথিকায় পরিভ্রমণানন্তর যে ভবাশা বৃক্ষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমার দুর্ভাগ্যের উদয় হইলে কখন কামিনীলাভে কখন বিপুল ধনাধিপতি কখন সকলের শাসনকর্ত্তা হইব এই বাসনা হওয়াতে তদ্দ্বারা অচিরেই মহাপাপকে প্রাপ্ত হইলাম। আর কণ্টকীলতাকুঞ্জ উহাই সংসার, অর্থাৎ সংসার স্বভাবতঃই কণ্টক রূপ যাতনা সঙ্ঘময়, ঐ সংসারাবলম্বিনী মায়াকে দর্শন করিলাম, উহার অনুগত জীবগণ কোন ক্রমেই স্থির হইতে না পারিয়া বারম্বার যাতয়াত জনিত বিষম ক্লেশ সহ্য করিতেছে, একারণ উহার এক নাম চপলা, ঐ ললিতার সহিত সঙ্গত হইলে প্রলোভ নামে যে এক পুত্রোৎপাদিত হয়, তাহাই লোভ, অর্থাৎ মায়া-

বশম্বদ হইলে সকল বিষয়েই আমার বাসনা হইল। ইহার মধ্যে পরায়ণী এবং অনুরাগ যে এক দিবস আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া প্রলোভ কর্ত্তৃক তাড়িত হয়, তাহা কোন সময় পরমাত্মা চিন্তা আমার অন্তরে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালীন লোভের প্রাবল্য বশতঃ তৎকর্ত্তৃক জলদরাজী রাজিত ইন্দ্রচাপের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

এই রূপে আমার নির্বাত সিন্ধুর ন্যায় সুস্থির চিত্ত মধ্যে অকস্মাৎ সম্ভূত প্রবল লোভ বাত্যাপ্রভাবে সুচঞ্চল লহরী লীলাবিশিষ্ট হইলে লোকনাথ কর্ত্তৃক স্বদীয় স্থানভ্রংশ হইয়া গলিত দ্রব্য সমূহে সমাকীর্ণ কোন ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করি, তাহা আমি মহাপাপ বশতঃ পরমাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গর্ত্তনিলয়ে-স্থিত হই। ঐ সময়ে প্রলোভ এবং চপলা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অদর্শন হইলে বিচেতনাবস্থায় কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তর প্রবুদ্ধ হইয়া পরায়ণী এবং অনুরাগকে দর্শন করি, অর্থাৎ জঠরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে চিত্ত প্রশুদ্ধ এবং নির্ম্মল ও বাসনাক্রান্ত বিলীন প্রাপ্ত হইলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দে বিচেতনা-বস্থাতেই কিয়ৎকাল উপেক্ষা করত চেতন প্রাপ্ত

হইয়া পূর্ব্ববৎ চিদ্রূপ সেই আত্মাতে অনুরাগযুক্ত এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চিন্তাপরায়ণ হইলাম। অনন্তর তথা হইতে নির্গত হইয়া লতাবিতানবাসিনী চপলাবলাকে অবলোকন করত তৎকর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া মনোহর আলয়ে বিশ্রাম করি, তাহা ঐ গর্ত্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া কণ্টকীলতাকুঞ্জ সংসার এবং মায়ার দর্শন প্রাপ্ত ও তৎকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া গৃহকর্ম্মে অনুরক্ত হই, তদনন্তর কোন ললনার পাণিগ্রহণ করিলে তাহা হইতে এক পুত্রোৎপন্ন হয়, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমিবর্গের অভিমতানুসারে পরিণয় কর্ম্ম সমাধা করিলে কিয়দ্দিবসান্তর আমার এক তনয় হইল, পারিন্দ্র নামে তাহার সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। পরে কুঞ্জবাসী পশুগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত ও বিষয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অনুরাগ এবং পরায়ণীর অন্বেষণার্থ বহির্গমন। উহা সংসারবিহারী পরশ্রীদ্বেষী অসৎস্বভাব মানব নিকর, অর্থাৎ যাহারা অন্যের হিতসাধনে পরাঙ্মুখ এবং অনিষ্টসাধনে তৎপর, সেই নরাকার পশুগণ কর্ত্তৃক বারম্বার প্রতারিত হইয়া অন্তরাকাশে পরমাত্মারূপ দিনমণির উদয়ে হৃদয়স্থ মোহকর তিমির অপসারিত হইলে প্রপঞ্চময় পরিজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইবা মাত্রই অচিরে

আত্মবোধিনী চিন্তা আমার চিত্তনিলয়ে সমুদিতা হইল। তদনন্তর পরায়ণী এবং অনুরাগের সহিত এই দুর্গম অরণ্য মধ্যগত এবং অপার সুখে স্থিত, অর্থাৎ ঐ প্রকারে লব্ধবোধ হইলে অনতিবিলম্বেই পরমাত্মাতে চিত্তার্পণ করিয়া এই অরণ্যগর্ভস্থ যৎসামান্য কুটীরাভ্যন্তরস্থিত, এবং সেই অব্যক্ত, অক্ষয় চিদাত্মার চিন্তাতে নিরত নিযুক্ত হইয়া দিবসাপনীত করিতেছি। বৎসে! চক্ষুরাদির অগম্য নির্ব্বিকল্প নির্গুণ অথচ গুণনিলয় জ্যোতির্ম্ময় যে পরমাত্মা তাঁহার প্রীতিপরায়ণতা এবং অনুরাগ উহারাই আমার সহবাসী এবং প্রিয় পরিবার।

নব দুঃখভাগিনী ভূপালনন্দিনী নীলাঙ্গনা মন্দ মধুর স্বরে কহিলেন, তাত! আপনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কোন্ কুলকে উজ্জ্বল, এবং অবস্থান দ্বারা কোন্ দেশের গৌরব সমৃদ্ধি করিয়াছেন, তত্তাবদ্বর্ণন পূর্ব্বক এই দূরদৃষ্টার চিত্তচাপল্য দূরীকৃত করুন। তাপস কহিলেন, অম্ব! রজতাদ্রি সদৃশ শুভ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা সকল, এবং সত্যের আধার স্বরূপ ও যোগপরায়ণ মহামুনি গৌতমশাপে সহস্রলোচনযুক্ত ইন্দ্র, যে ইন্দ্রের করধৃত বজ্রপ্রহারে মহাবীর্য্যবান বেত্রাসুরও সমরশায়ী হইয়াছিল, এবম্ভূত সুর-

রাজের সলিলধিসম্ভূত সুরভি মন্দার কুসুম ও অন্যান্য পুষ্পবিটপীতে রমণীয় যে নন্দন কানন, তত্তুল্য উপবন সমূহ, যে উপবনে জাতি যূথা মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পপাদপ প্রকর ভ্রমর বিলসিত কুসুমস্তবকভরে অবনত শাখা রূপ বাহু দ্বারা যেমন যাচকগণের করে পুষ্প প্রদানার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, এবম্ভূত এবং স্থানে স্থানে অতি উচ্চতর মহীরুহ সকল, যে সকল মহীরূহের অগ্রভাগ নভোমণ্ডলের সীমা নিরূপণ অথবা চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে যাইতেছে, এতন্ন্যায় বৃক্ষনিকরে পরিশোভিত মনোহর উদ্যান সমূহে শোভমান যে বিরিঞ্চি নগর আমিই তথাকার অধিপতি ছিলাম, আমার নাম পার্থিব। মাতঃ! কাদম্বিনীক্রোড়ে চপলা প্রকাশিতের ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী জীবনের নশ্বরতা এবং মায়াপাশে আবদ্ধ বিষময় অনিত্য সংসারের অপদার্থতা অবলোকন করিয়া দেহকে রাজ্যভারাক্রান্ত করিতে আর স্পৃহা হইল না। এই মায়াময় দেহ পরিহার পুরঃসর যে দিন সংসারলীলা সম্বরণ করিতে হইবে, সে কি এক ভয়ানক দিন, চতুর্দ্দিকে পরিজনগণ হাহাকার শব্দে বিলাপ ও আত্মবন্ধু সকলে শিরঃদেশে উপবেশন পূর্ব্বক অন্তঃকালের সম্বল সেই অনন্ত

নাম উচ্চারণ করিবে এবং প্রিয় পুত্র বিষম শোকে অভিভূত হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে এক পার্শ্বে অধ্যাসীন হইয়া থাকিবে, ও পরমপ্রণয়িনী প্রিয়তমা পদতলে উপবেশন পূর্ব্বক দিনকর কর তাপিত কুমুদিনীর ন্যায় মলিনাননে রোদন মাত্রই করিবে, তখন আর তাহার সহিত বাঙনিষ্পত্তি করিবারও ক্ষমতা থাকিবে না, কেবল নিমীলিত নয়নে প্রিয়ার বদন পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বর্ষা কালীন ধারাধর হইতে গলিত জলধারাবৎ অবিশ্রান্ত লোচনযুগল হইতে অশ্রুবারিই বিগলিত হইতে থাকিবে, আহা! সে কি সামান্য সন্তাপের বিষয়। আবার তাহার উপর করাল কাল প্রবল বল পূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করিয়া অপার যাতনা জলধিজলে নিক্ষেপ করিবে, তখন তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি, বৎসে! আমি তজ্জন্যই বিষয় বাসনার সহিত সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রিয়পুত্র কুমার পারিন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করত অমাত্যের প্রতি সাম্রাজ্য ভার সমর্পণ পুরঃসর পরিণামে আনন্দদায়ক এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মহিষী কহিলেন তাত! এই অসীম অবনিমধ্যে আপনিই সার্থক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যদ্দার

অখিলনাথ স্তূয়মান হইতেছেন। পার্থিব কহিলেন, বৎসে! অদ্য পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লেশিতা আছ, অতএব, আর অধিক বাক্য ব্যয়ের আবশ্যক নাই, এই লও, এই বলিয়া কয়েকটী উত্তম সুস্বাদু ফল তাঁহার করে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, ইহাই প্রত্যবসান পূর্ব্বক কমণ্ডলু হইতে জলপান করিয়া বিশ্রাম কর, মহিষী যে বিষম বিপদাপন্না হইয়াছিলেন, তাহাতে কি আর তাঁহার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক ছিল! যদিও একাপিণ্ড ভোজন করিতে ইচ্ছা ছিল না, তথাচ পার্থিবের যত্নে তন্মধ্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণপূর্ব্বক কুটীরের এক ভাগে কুশাসনোপরি অঞ্চলাস্তীর্ণ করত শয়ন করিলেন। হা! বিবিধ দ্রব্যে পরিশোভিত সুদৃশ্য গৃহমধ্যে বিচিত্র বসনাচ্ছাদিত দুগ্ধফেনসন্নিভ কুসুমাপেক্ষাও সুকোমল শয্যায় যিনি শয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে শুষ্ক পত্রাচ্ছাদিত পর্ণ কুটীর মধ্যে কুশাসনোপরি শয়ন করিতে হইল। কালের কি কুটিল গতি, সমূহ সুখভাগিনীকে এক কালেই অকূল দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

সে যাহা হউক, ক্রমে যামিনী অপগতা হইলে পার্থিব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রভাত ক্রিয়া সমাপনান্তর

অঞ্জলিবন্ধন পুরঃসর নলিনীনায়ক সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। পূর্ব্বভাগে লোহিত বর্ণ অরুণ কিরণ অবলোকন করিয়া বোধ হইল, রজনী উপস্থিতা হওয়াতে মহিষী অতীব বিপন্না ও ক্লেশিতা হইয়াছিলেন বলিয়া যেমন প্রভাকর প্রবলামর্ষ সহকারে সহস্র করে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যামিনীকে প্রদগ্ধা করিতে আসিতেছেন, এবং রজনীও যেমন ঐ ভয়ে ব্যাকুলা হইয়া গিরিগুহা ও অন্যান্য বিরল স্থানের আশ্রয় লইয়াছে। পার্থিব আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পুরঃসর রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! জনালয় ইহার নিকটবর্ত্তী নহে, এস্থল হইতে সমধিক অন্তর হইবে, বিশেষতঃ বিবিধ বিশাল মৃগকুলে পরিপূর্ণ এই বনভূমি উপেক্ষা করিয়া একাকিনীই বা কি প্রকারে তথায় গমন করিতে পারিবে, অতএব বাসনা হয় আমার এই কুটীর মধ্যেই অবস্থিতি কর, অপত্যস্নেহে সময় যাপন করিব। ভাগ্য সকল সময় কদাচই এক প্রকার অবস্থায় স্থিতি করে না, পশ্চাৎ কোন ঘটনা বশতঃ অবশ্যই ইহার পরিবর্ত্তন হইবে।

মহিষী কহিলেন, তাত! ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয় যিনি প্রত্যক্ষভূতের ন্যায় পর্য্য-

বেক্ষণ করিতেছেন, সেই চরাচর গুরু বিশ্বনাথের অনুকম্পাতেই আপনকার ন্যায় সৎস্বভাব সাধু পুরুষের আশ্রমে সমাগতা হইয়াছি, এক্ষণে একাকিনী কি উপায়ে কোথায় গমন করিব, এতাবদুক্তি করত তাঁহার মতেই সম্মতা হইয়া তদনুরূপ সময় সম্বরণে প্রবৃত্তা হইলেন। মুনি ঋষি প্রভৃতি সিদ্ধ ব্যক্তিগণ নিয়ত যাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছেন ও যাঁহার শোকাবেগ ধারণে অসমর্থ দশরথ নিত্যধামে গমন করেন, এবম্ভূত যে ভগবান রামচন্দ্র তিনি স্বীয় পত্নী স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা বিদেহনন্দিনীকে বনবাসিনী করিলে সীতা মহামুনি বাল্মীকির তপোবনে যে প্রকারে সময় যাপন করিয়াছিলেন।

এদিকে ক্ষণকাল পরে পুরঞ্জন নিদ্রাপগমে রক্তোৎপল সন্নিভ নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করত প্রণয়িনীকে নিকটে অবলোকন না করিয়া বিস্ময় চিত্তে বারম্বার যূথভ্রংশ মৃগের ন্যায় সতৃষ্ণ নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং পাণি দ্বয়ে পুনঃপুনঃ লোচনযুগল মোচন করত কহিতে লাগিলেন, এ প্রকৃতাবস্থা, না স্বপ্ন দর্শন করিতেছি। পরে পক্ষিগণের কলরবে ও বায়ুপীড়িতা শাখি সমূহের শন্‌শন্‌ শব্দে সে ভ্রান্তি দূরীভূতা হইলে

অনুমান করিলেন, প্রিয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের কোন রমণীয় স্থলেই পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই স্থির করিয়া অদূরবর্ত্তী স্থান সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি মহিষীর কোন নিদর্শনও প্রাপ্ত না হওয়াতে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া ক্রমে লতাকুঞ্জ বৃক্ষান্তরাল গিরিগুহা প্রভৃতি বহু বিধ বিরল স্থল অনুসন্ধান করিলেন, তাহাও পূর্ব্ববৎ বিফল হওয়াতে পর্ব্বত হইতে অবরোহণ পুরঃসর উপত্যকা ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াও যখন রাজ্ঞীর কোন চিহ্ন নয়ন গোচর করিতে পারিলেন না, তখন শোকে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে নীলনলিননয়নে! আসিবার সময় তোমাকে সমভিব্যাহারে আসিতে বারম্বার প্রতিষেধ করিয়াছিলাম, যাহাতে নিরাশা রূপ অতিবল ব্যাতা যোগে চিন্তা স্বরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইতেছে, এবম্ভূত শোকসাগরে নিমগ্ন করিবে বলিয়াই কি তখন আমার বাক্য শ্রবণ কর নাই, হা প্রিয়তমে! কোথায় গমন করিলে! আহা! কে কালভুজঙ্গ হইয়া আমার হৃদয়নিলয় হইতে অমূল্য মণি হরণ করিয়া লইল, হে মন! তুমি প্রিয়তমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলে, বল

দেখি তিনি এক্ষণে কোথায় গমন করিয়াছেন, হে জীবনস্বরূপিণে, লোচনানন্দদায়িনে, হে প্রিয়-তমে! যদ্যপি রহস্যাবলোকন মানসে ঈদৃশ আচরণ করিয়া থাক, তবে তাহাতো সম্পন্ন হইল, এক্ষণে মেঘোন্মুক্ত শশধরের ন্যায় প্রকাশমানা হইয়া আ-মার সমুদ্বেগাকুল চিত্তকে সুস্থ কর, আর অধিক বিলম্ব করিলে যাহা দেখিবার তাহাই দেখিবে, প্রিয়ে! তোমাকে প্রাপ্ত হইবার বিষয়ে সন্দেহ উপ-স্থিত হওয়াতেই শরীরের যেরূপ অবস্থা এবং হৃদয়-ক্ষেত্রে যে প্রকার বিরহানল উদ্দীপ্ত হইবার উ-দ্যোগ হইয়াছে, যখন অবিকল্প বোধ হইবে পুন-র্ব্বার আর তোমার সেই বদনারবিন্দ অবলোকন করিতে পাইব না, তখন শরীর এক বারেই শোভা-হীন এবং প্রবল বিয়োগানলে অসংশয় দগ্ধীভূত হইয়া যাইবে। হে মনোভাবিনে! শীতাগমে যে কমল মলিন হইয়া যায়, প্রবল শীতে কখন কি সে আর দেহ ধারণ করিতে পারে? অবশ্যই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হয়, মদীয় ভাগ্যেও সেই রূপ ঘটনার সম্ভাবনা হইয়াছে, অয়ি বিলেপনে! শিলাখণ্ডে সমাকীর্ণ দুর্গম বর্ত্ম দিয়া কি প্রকারে গমন করিলে, তোমার সেই ঈষৎ অলক্ত বর্ণ

সুকোমল পদতলে কতই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছ, হে অপ্রতিকাশে! মঞ্জরিত রসাল মুকুলকুলে মধু-পানপরায়ণ, এবং ঋতুরাজ বসন্তের অনুচর যে কোকিল, তাহার দর্পদূরকর তোমার সুমধুর বচ-নাবলি শ্রবণাশায় শ্রবণ নিতান্ত সমুৎসুক ও যাহার শরাঘাতে চরাচরের যাবতীয় জনগণ মুগ্ধ হ-ইয়া থাকে, এবম্ভূত মকরকেতনের হৃদয়বিলাসিনী রতির অপূর্ব্ব কান্তি তুচ্ছীকৃত করত তোমার রম-ণীয় মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ নিমিত্ত নয়ন নিরতিশয় যত্নবান হইয়াছে, একবার দর্শন দিয়া অমিয় স্বরে সম্ভাষণ করত কি আমার মানস পরিপূর্ণ করিবে না? হে চারুদর্শনে! তুমি আমাকে কত বার বলিয়াছ, পতিপ্রতি ভক্তিমতি থাকিলে সতীর সদ্গ-তির নিমিত্ত আর কোন অনুষ্ঠানই করিতে হয় না, সে সমস্ত বাক্য কি এক কালেই বিস্মৃতা হইয়া গেলে, এক্ষণে আমি শোক সন্তাপিত মনে তো-মাকে বারম্বার সম্বোধন করিতেছি, কৈ একবার উত্তর প্রদানও করিলে না। হা বিধাতঃ! সেই নিরুপম লাবণ্যবতী হৃদয়েশ্বরীকে কি আর নয়ন গোচর করিতে পাইব না, এই বলিয়া রোদন ক-রিতে লাগিলেন। প্রাবৃট কালীন জলধারার

ন্যায় অবিশ্রান্ত লোচনযুগল হইতে মুক্তামালা বৎ গলিত যে জলধারা তদ্দ্বারা তত্রত্য ভূমিভাগ পর্য্যন্তও আর্দ্র হইয়া গেল।

অনন্তর ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তোয়দের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ঘন! ত্বত্তুল্য সুদৃশ্য কুন্তলযুক্তা যে মদীয় প্রিয়তমা, তাঁহাকে কুত্রাপি অবলোকন করিয়াছ, যদ্যপি সাক্ষাৎ না হইয়া থাকে, তবে গমন করিতে করিতে কোন স্থানে দর্শন প্রাপ্ত হইলে ক্ষণেক কাল স্থির হইয়া বারিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে এতাবন্মাত্র কহিবে, তোমার বিরহবর্ষা পুরঞ্জনের নয়নযুগলে উদয় হওয়াতে এতদপেক্ষা সম্যক্ প্রকারেই বারিবর্ষণ হইতেছে। হে প্রজিন! ইহা শ্রবণ করিয়া প্রিয়তমা কি উত্তর প্রদান করেন, তাহা সত্বরেই আমার সুগোচর করিও। বিক্ষিপ্ত চিত্তে ইত্থম্ভূত বিবিধ উক্তি করিয়া অরণ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সমীপস্থ শাখি সকলকে সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন, হে কোমল কিশলয়! ঈষৎ নম্রযুক্ত শাখা সমূহে শোভমান বৃক্ষগণ! তোমাদিগের শোভাবলোকন করিতে সেই বিহসিতাননা মদীয় জীবনাধিকা প্রেয়সীও এস্থলে আগমন করেন নাই, অথবা বলিতে পার,

কোন্ দিকে গমন করিয়াছেন, হে বনবিহারী বিহঙ্গ বৃন্দ! তোমরা বিলোকন করিয়াছ, মরাল নিন্দিত গতিপরায়ণা এবং যাহার নবীন নীলোৎপলনিভ নয়ন নিভালনে কুরঙ্গীকুল কাননচারিণী হইয়াছে, ঈদৃশী মদীয় দয়িতা কোথায় অবস্থান করিতেছেন। হা! আমার বাক্যে যে অরণ্যচারী কেহও উত্তর প্রদান করিতেছে না, আমি কি অখিলপ্রিয় বিধাতার ঈদৃশই দশার পাত্র হইলাম। হে সুমধ্যে! তোমার বিরহে জগতের যাবতীয় চেতন অচেতন পদার্থ মাত্রেরই নিকট উপেক্ষাস্পদ হইয়াছি, কাঞ্চন সংলগ্ন কাচমণি যেমত আদরণীয় হয়, আমিও এপর্য্যন্ত সেই প্রকার ছিলাম, এবং বসন্তাপগমে পাদপসমূহ যেরূপ পুষ্প ও কোমল পল্লবহীন হইলে তাহার আর সমাদর থাকে না, এক্ষণে তদবস্থাপন্নই হইয়াছি।

অয়ি! মঞ্জুকেশে, ত্বদীয় প্রবল বিপ্রয়োগ মদীয় দেহকে আক্রমণ করিয়া বিজাতীয় যাতনা প্রদান করাতে এই অভিসন্ধি করিয়াছিলাম, অমূল্য জীবন রত্ন প্রদান করিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিব, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, তাহা তোমাকেই সমর্পণ করিয়াছি, অতএব আমার ঐ মানস

সর্ব্বতোভাবেই বিফল হইল। এক্ষণে উপায় কি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। হে স্নিগ্ধালাপিনি! একবার দর্শন দিয়া এই দারুণ দুঃখের অন্ত কর। হায়! নিদারুণ বিধি কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিল, হে অমলাননে! আর কি তোমার সেই বিমল সুধাকর সদৃশ অনুপমানন অবলোকন করিতে পাইব না। এই বলিয়া পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। কথঞ্চিৎ সময় এতদ্রূপেই অতিবাহিত হইলে বনানী মধ্যে শিলাখণ্ডাবৃত এবং বিটপিশাখা হইতে গলিত শুষ্ক পর্ণাচ্ছাদিত ভূমির উপর দিয়া কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক দিবাকরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপ লোকলোচন ভগবান নলিনীনাথ! এই অসীম অবনী আপনি অনায়াসেই অবলোকন করিতেছেন. নিশানাথনিন্দিত মনোহরবদনা এবং সুমধুর হাস্যপরায়ণা অস্মদ্ প্রিয়তমার বদনারবিন্দ আপনকার কর স্পর্শে প্রফুল্ল হইলে ঐ সময় অবশ্যই বারেক নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন, তৎকালে তাঁহাকে এই মাত্র কহিবেন, এক্ষণে তোমার প্রিয়তম ত্বদীয় প্রবল প্রবিশ্লেষানলে বিদহ্যমান

হইয়া মদীয়াপেক্ষা সমধিক রূপেই প্রখর কান্তি বিধারণ করিয়াছেন।

এতন্ন্যায় উক্তি করিয়া কহিলেন, হে তৃণপল্লব-গ্রাহী মৃগকুল! তোমাদের তুল্য চকিতলোচনা মদীয় প্রণয়িনীকে অবলোকন করিয়াছ, হে ঘনতর তমসবর্ণ কোকিলবৃন্দ! তোমরা প্রেয়সীর ন্যায় মনোহর স্বর কোথায় প্রাপ্ত হইলে, তিনিই কি তোমাদিগকে অভ্যাস করাইয়াছেন, আহা! দয়িতার অসামান্য গুণনিচয়ে তোমরাও কি তাঁহার বাধ্য হইয়াছ, বল দেখি এক্ষণে তাঁহাকে কোথায় অবলোকন করিয়া আসিলে। বনপ্রিয় সকল পুরঞ্জনের এই সমস্ত বাক্যাবলি আকর্ণন করিয়াই যেমন ক্রোধে লোহিতাক্ষ হওত কুহুধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সে যাহা হউক, মণি-ভ্রষ্ট ফণীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া ভূপতি প্রণয়িনীর অন্বেষণ করিতে করিতে আরও কিঞ্চিৎ পথ অতি-ক্রম করিয়া গেলে সম্মুখে ভ্রূকুটিভঙ্গীযুক্তা তরল তরঙ্গপরায়ণা পল্লবী নাম্নী এক তটিনী অবলোকন করিলেন, এবং তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, অয়ি পল্লবে! শরদ সময় সুধাকর সন্নিভ তৃপ্তিকর রমণীয়ানন, এবং মন্থর তুল্য মন্দগতি

ও দেবতা সমূহের আবাস স্থল যে স্বর্গ, তাহাতে স্থিতিপরায়ণা উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি বিদ্যাধরীগণ যাহাকে অবলোকন করিলে লজ্জায় নতমুখী ও আপনাদিগকে যৎসামান্যা রমণী বলিয়া উপেক্ষা করিতে থাকে, ঈদৃশী কামিনীকিরীট স্বরূপা, এবং ললিত লাবণ্যবতী মদীয় হৃদয়বিলাসিনী প্রিয়তমা নীলাঙ্গনাকে অবলোকন করিয়াছিলে, আহা! দয়িতা যদ্যপি তোমার এই সলিল স্পর্শ করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে অবগাহন করিলেও আমার বিরহানলে উত্তাপিত দেহ কিয়ৎ পরিমাণে স্নিগ্ধ হইতে পারে। এই বলিয়া জলপ্রবাহের নিকট গমন পূর্ব্বক তরঙ্গ সকল সন্দর্শন করত প্রিয়তমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি! ভ্রমর বিলসিত নলিনীলোচনে! তোমারই কুঞ্চিত কুন্তলজাল সন্দর্শন করিয়াই বোধ হয়, তটিনী তরঙ্গ রূপে তাহার অনুকরণ করিতেছে. অতএব তুমি কি এই স্থান দিয়াই গমন করিয়াছ, এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়াই বারি স্পর্শ করিলেন, কিন্তু বিরহানল কি কখনও সলিলে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহা বৃদ্ধিকেই প্রাপ্ত হয়, পুরঞ্জন প্রিয়াবিরহ শোকাভিভূত নিমিত্ত সলিল

এই বলিয়া মহিষীর শোকে বিলাপ করিতে করিতে ক্রমে স্কন্ধাবার মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। অমাত্য পরিনাথ এবং পারিষদগণে তাঁহার বিসম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কাহারও সহিত বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না, বিষণ্ণ বদনে স্যন্দনোপরি অধিরোহণ পুরঃসর কুসুমহীন বৃক্ষের ন্যায় প্রিয়াশূন্য তাঁহার উপবেশন স্থল সন্দর্শন করিয়া সমুদ্বেগ মনে কহিতে লাগিলেন, হা প্রাণাধিকে! হা মন্দভাগিনি! এই অবিরল তমোময়ী রজনীতে তুমি দুর্গম অরণ্য মধ্যে একাকিনী ভয়ব্যাকুল চিত্তে কোন্ মহীরুহের মূলে শুষ্ক পর্ণাসনোপরি অধ্যাসীনা রহিয়াছ, এখানে হেম-নির্ম্মিত স্তম্ভ সমূহে শোভমান স্যন্দনোপরি মনোহর বিচিত্রাসনে শোভিত তোমার উপবেশন স্থল শূন্য রহিয়াছে। হায়! তোমার প্রতি বিধির কি এতই ঈর্ষা ছিল। হে বিধাতঃ! সহজেই ভয়পরায়ণা যে অবলা কামিনী তাহাকে এক কালেই এমত বিষম বিপদে বিক্ষেপ করাই কি তোমার উচিত হইল?

এবম্প্রকার শোক প্রকাশ করিতে করিতে ভবনে আসিয়া সমুপসন্ন হইলেন। প্রিয়তমার বিরহে

বিষম পরিতাপিত বশতঃ যাবতীয় পৌরজনের সহিতও আলাপ করিলেন না, অন্তরেই শয়নাগারে গমন পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে শয়ন করিলেন, এবং প্রেয়সীকে স্মরণ হওয়াতে অতীব শোক বশতঃ পুনর্ব্বার এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তুমি এই দুরূহ সময়ে একাকিনী অরণ্য মধ্যে নিরতিশয় ভয়ে মলিনা হইতেছ, কিন্তু এখানে শত শত পরিচারিকাগণ তোমার সেবা শুশ্রূষা করিবে বলিয়া আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অয়ি লোচনানন্দবর্দ্ধনে! আমার কি দশা উপস্থিত, একবার আসিয়া অবলোকন করিয়া যাও, তোমার বিরহে মদীয় পক্ষে জীবন ধারণ নিতান্তই ভার হইয়াছে, হায়! অসীমানন্দে কে রে এই বিষম বিঘ্ন উপস্থিত করিলি। এই রূপে প্রিয়াবিরহে কাতর চক্রবাকের ন্যায়, উৎপিঞ্জলেই সমস্ত যামিনী অতিবাহিতা করিলেন।

পর দিবস এই সম্বাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে কেলি নগর্য্যধিরাজ মহিষী দময়ন্তী পরম্পরা তনয়ার বিষম বিপৎপাত বার্ত্তা বিদিতা হওত অসহায়া লতার ন্যায় বীতচেতনা হইয়া ভূতলে নিপতিতা হইলেন, পরিচারিকাগণ সসম্ভ্রমে তালবৃন্ত

বিন্দু ও নয়নাম্বুজে স্নিগ্ধবারি বিক্ষেপ করাতে কিয়ৎক্ষণানন্তর লব্ধজ্ঞানা হইয়া নির্মুক্ত কেশে ভূমি ধারণ করত ক্রমে ক্রমে উপবেশন পূর্ব্বক ত-নয়া শোকাভিভূত চিত্তে এবম্বিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা চন্দ্রাননে! আর কি তোমার সেই বিধুবদন বিলোকন করিতে পাইব না, দুরাচার বিধি কি তোমার সহিত এই পর্য্যন্তই বিচ্ছেদ ঘটাইল। হা প্রাণাধিকে! তুমি আমার উৎসঙ্গ দেশে উপবেশন করিয়া সুমধুর স্বরে আর কি আমাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে না, বৎসে! তোমার ভাগ্যে এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিতা হইবে জানিলে কেন তোমাকে নয়ন পথের অতীতা করিব। অয়ি কমলাননে! তোমার সেই বিমল বদন স্মরণ হওয়াতে শোকসাগর সমাকুল হইয়া উঠিতেছে, আহা দুর্গম অরণ্যপথশ্রমে পরিশ্রান্তা ও ক্ষুৎপিপা-সায় কাতরা হইলে কে তোমাকে সস্নেহে সুশীতল সলিল সম্প্রদান করিবে, এবং আতপ তাপে প্রতাপিত বদনমণ্ডল স্বেদজলে পরিপ্লুত হইলে বসনাঞ্চল দ্বারাই বা কে তাহা প্রমোচন করিয়া দিবে, হা তনয়ে! ঘোরতর বনোদরে বিষম বিপন্না হইয়া শোক সমুদ্বেগ মনে না জানি কতবার এই

হতভাগিনী জননীকে স্মরণ করিয়াছিলে, আহা! তোমার এই দুঃসহ দুঃসময়ে কিছুই করিতে পারিলাম না। এই বলিয়া পুনর্ব্বার হতজ্ঞানা হওত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে সঙ্গিনীগণ পূর্ব্ববৎ শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার মোহাপনোদন করিল। এমত সময় সৌভাঞ্জন অন্তঃপুর মধ্যে মহিষীর নিকট আগমন পুরঃসর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি অবোধে! কেন বৃথা বিলাপ করিতেছ, এমত কি সৌভাগ্য করিয়াছিলে যে সকল সময় মহানন্দেই বিগত করিতে পারিবে, জগতী মধ্যে যাবতীয় জনগণ কখন সুখে কখন বা দুঃখে সময় সম্বরণ করিয়া থাকে, বিধিকৃত কর্ম্ম কদাচিৎ অপনীত হইবার নহে, যৎকর্ত্তৃক আনন্দ হইতে বিষাদোৎপত্তি হইয়াছে, পশ্চাৎ তৎকর্ত্তৃক অসংশয় সন্তোষকে প্রাপ্তা হইবে, অতএব শোক সম্বরণ কর, আর পরিতাপ করিও না। ভূপতির ঈদৃশ সান্ত্বনা বাক্যে মহিষী কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন।

সে যাহা হউক, এই বিষম বিষাদে জননী যামিনী অবসন্না হইলে ভূপাল পুরঞ্জন নিয়মিত কর্ম্ম সকল সমাপনানন্তর সিংহাসনাধ্যাসীন হইয়া অমাত্যকে কহিলেন, মন্ত্রিন্! কল্য রজনীতেই মহিষীর বিশে-

যানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু আমি বিষম শোকে পরিতাপিত বশতঃ এবিষয় অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে গত বিষয়ের অনুশোচনার আর আবশ্যক নাই, সত্বরেই মরীচি পর্ব্বত এবং তত্রত্য উপত্যকারণ্য সকল অন্বেষণ করিতে দূত প্রেরণ কর, অনুজ্ঞানুসারে সচিব তৎক্ষণাৎ শত শত মনুষ্যকে নিরূপিত স্থলে প্রেরণ করিলেন, তাহারা মরীচি শৈল এবং তত্রত্য প্রত্যন্ত স্থান প্রভৃতি বহুবিধ স্থল অনুসন্ধান করিল বটে. কিন্তু নাহর্বী যে স্থলে স্থিতিপরায়ণা হইয়াছিলেন, তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ তথায় কেহই গমন করিল না, সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন পুরঃসর রাজসভায় সমুপনীত হইয়া কহিল, মহারাজ! পর্ব্বতগুহা, লতাকুঞ্জ, উপত্যকারণ্য প্রভৃতি ভূরি ভূমি পর্য্যেষণা করিলাম, কুত্রাপি রাজ্ঞীর অবস্থানের চিহ্নও প্রাপ্ত হইলাম না। এতচ্ছ্রবণে পুরঞ্জন সেই প্রকার পরিম্লান এবং বিশীর্ণ হইয়া গেলেন, প্রখর প্রভাকর করে সন্তাপিত কুসুম সকল যে রূপ হয়, তাহার ন্যায়।

সে যাহা হউক, অমর নিকরের পরমারাতি দুর্জ্জয় দশাননের শাসন কারণ যে রাম, তিনি স্বীয় অঙ্ক

লক্ষ্মী বিদেহতনয়া সীতাকে অরণ্যচারিণী করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার বিপ্রয়োগে যে প্রকার ব্যথিত হইয়াছিলেন, ও মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য মুনি ঋষি গণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া যেরূপে সময়াতিপাত করণে বাধ্য হন, তত্তুল্য প্রিয়মহিষী নীলাঙ্গনা বিশ্লেষবিধুর পুরঞ্জন অমাত্য এবং অপরাপর বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের উপদেশে কিঞ্চিৎ সুস্থ হওত বিচিত্র চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক প্রিয়তমার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া যথা কথঞ্চিদ্রূপে সময় সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজমহিলা নীলাঙ্গনা যৎকালীন শুকের অনুসরণ করিয়া দয়িতের অকুল বিরহসাগরে নিমগ্না হন, তৎকালীন তিনি গর্ব্ভবতী ছিলেন, পার্থিবের আশ্রমে ক্রমে তাহা নিশানাথ, যে নিশানাথের কিরণে অবনীতল কৌমুদীময় এবং তমসতিরোহিত হইয়া যায়, এবম্ভূত সুধাকর অবলোকনে কুমুদিনীর ন্যায় প্রকাশমান হইতে লাগিল, যুগপৎ পার্থিব ইহা পরিজ্ঞাত

হইয়া কহিলেন, মাতঃ! আশ্রমের কোন বিষয়ের নিমিত্তই তুমি আর অধিক পরিশ্রম করিও না, তোমার এই দুঃখভারাপনোদনার্থই বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন। নীলাঙ্গনা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্থিব ইহা বিদিত হইয়াছেন, বিবেচনা করত পুষ্প গুচ্ছভারে অবনতা লতার ন্যায় লজ্জায় ঈষৎ বিনম্রাননা হইয়া রহিলেন, পার্থিব এই সময়াবধি প্রায় কুটীর মধ্যেই অবস্থিতি করিয়া যথাসাধ্য তাঁহার গর্ব্ভ দোহদ সুসম্পন্ন করিতেন। মহিষী গর্ব্ভভারাক্রান্তা হইয়া মরালাপেক্ষা মন্থরগামিনী এবং নীরদ কালীন কাদম্বিনী কোলে চপলামালা প্রকাশিতের ন্যায় শোভমানা হইলেন। নিয়ত নিরতিশয় অলস প্রযুক্ত ভূমিতলে অঞ্চলাস্তৃত করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই তদুপরি শয়ানা থাকিতেন, এবং ভাগ্যে যে সমস্ত দুর্ঘটনা উপস্থিতা হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া শশধর দর্শনে নলিনীর ন্যায় আপনাকে মলিনী করিতেন, অপর আমাকে অদর্শন হইয়া অবধি মহারাজ পুরঞ্জন কি প্রকার ব্যাকুল হইয়াছেন, ও কি রূপ অবস্থাতেই বা সময় যাপন করিতেছেন, এবং সঙ্গিনীগণই বা কি দশা প্রাপ্তা হইয়াছে, সর্ব্বদা এই ভাবনা করিয়া সমধিক সন্তাপিতা হইতেন।

ঈদৃশ প্রকারে কিয়দ্দিবসাপনীত হইলে ক্রমে বর্ষাকাল আসিয়া সমুপনত হইল। ঘনতর ঘনঘটা বিমানবাসে সমুদিত হইলে ধূমধ্বজবৎ বিদ্যুল্লতিকা প্রকাশমানা এবং ঘোর ঘর্ঘর ঝনৎকার ঝঞ্ঝনা নিস্বন, ও মুষলধারে অবার সলিলসম্পাত শব্দ, এবং নীরদস্ফুরিত হুড় হুড় দুরিতাভিঘাতান্বিত দেশ শাখি পত্রাচ্ছিত করকা নিপাতধ্বনি, ও প্রচুর পল্লবাকীর্ণ পুষ্পবিপ্রকরোৎপাটিত প্রবল পবন প্রজন্য সপ্রত কন্দরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ভোঁ ভোঁ নিধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল, এবং বিকীর্ণা জলদোৎসঙ্গে কুটিল ইন্দ্রচাপোদিত, ও সলিলদ সবর্ণা সপ্রত রাজীবৎ বলাকারাজী মারুতকরাক্ষেপাক্ষিপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা যেমন বিচলিত, এবং ভীষণ শব্দের ধরাধর ঝরিত নির্ঝর নিকর নীরে নির্বাহিত হইলে কলকল কলনাদিনী আকুলিতা কল্লোলিনীকুল কলনা কারণলহরীলীলানায়ক সাগরাভিমুখে ধাবমানা, এবং শত শতদল মিলিত শিখিকুল চারু চিত্রিত পুচ্ছকলাপ প্রসারণ পুরঃসর প্রমুদিতান্তরে কেকা রব পূর্ব্বক নৃত্য, ও হংস কারণ্ডব সারস দলমালা জলদ সন্নিভ গগনপথ সমাচ্ছন্ন পূর্ব্বক আনন্দ ধ্বনিতে দিগ্বলয় প্রতিনাদিত করিয়া বিচরণ বাসনায়

জলাশয়ে গমন পুরঃসর কেলি, এবং পল্বলকূলে ভেক কদম্বক আনন্দস্বরে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ইত্থম্ভূত সমূহে অনুমেয় হইল, যেমন বর্ষারাজের রাজ্যাভিষেকোৎসবার্থই এই অলৌকিক ঘটনাব্যূহ সমুপনীতা হইয়াছে, অর্থাৎ তিমির রূপ নীলবসন পরিধানা দিগঙ্গনাগণ ইন্দ্রচাপ করণক বিচিত্রিত সুচারু নীরদ চন্দ্রাতপ বিধারণ, এবং পথাবরোধক পাদপপুঞ্জ প্রপীড়ন ভূপাতন পুরঃসর প্রজবী পবন পন্থাকুল পরিষ্কার, ও বৃষ্টিধারা দ্বারা সংস্কৃত, এবং বিদ্যুৎ দ্যোতে আলোকময়, ও মেঘনাদ রূপ দুন্দুভিধ্বনি সমুদ্ভূত, এবং ভূধরবৃন্দ নির্ঝর নিকর নিনাদ-রূপ বেদপাঠ, ও বাতাভিঘাত কুহর নিস্বনবৎ শঙ্খনাদ, এবং তটিনীকূল কলকল শব্দে মঙ্গলধ্বনি, ও শিখিসঙ্ঘাত কেকা রব রূপ সঙ্গীত পূর্ব্বক নৃত্য, এবং জলচর বিহঙ্গম ও ভেক সমূহ হর্ষোৎফুল্লান্তরে ক্রীড়া, এবং করকারূপ কুসুমকুল সংবর্ষণ পূর্ব্বক অমরগণ যেমন স্নিগ্ধ বলাকারাজীবৎ কমলমালা বিক্ষেপ করিতেছেন।

পরে ভূধরগণ দ্বারা বোধ হইল, যেমন নির্ঝর প্রকর ও বিঘূর্ণিত বায়ু করণক কন্দরোৎপন্ন নিস্বান রূপ ভয়ঙ্করধ্বনি করত জলধারা ও করকাপাত পুরঃ-

সর প্রচুর পীড়াদায়ক ধারাধর ধাবণ মানসে ধরাধর ব্যূহ পর্ব্বতস্থ উন্নত পাদপপুঞ্জ রূপ শত শত প্রকাণ্ড-পাণি উচ্ছ্রিত করিতেছে। অনন্তর বলাহক সন্দোহ করণক অনুভূত হইল, যেমন মহিষীর দুরবস্থার প্রতি বারিদ বৃন্দ ভীষণ স্বরে দূর দূর শব্দ প্রয়োগ করিতেছে।

অথবা জলদাগম রূপ বসন্তাগমনে বারিবাহ বিগলিত বৃষ্টিধারাবৎ পুষ্পপাদপ প্রকর আকাশ কিশলয়ে পরিশোভিত হইলে বলাকা পংক্তি ব্যূহ বৎ কুসুমকুলোদ্গম এবং সারসদলমালা রূপ ভ্রমর পুঞ্জ সমুড্ডীন ও ঝঞ্ঝা রূপ মলয়ানিল প্রবহমান হইলে কোকিলবৃন্দবৎ শিখিকলাপ কেকা রব রূপ কুহুধ্বনি করণক সুরভি সমাগম সম্বাদ ঘোষণা করাতে বসন্তরূপ প্রিয়বিরহিণী কোকিলাকুল ম্রিয়মাণা এবং জলদাগম রূপ নায়কলাভে চাতকিনীবৎ নায়িকাগণ অসীমানন্দনীরে নিমগ্না হইল। সে যাহা হউক, এই দুঃসহ প্রাবৃট কালাগমনে প্রতোলী কূল কর্দম-ময়, দিগ্বলয় অন্ধকারময়, শূন্য বারিধারাময় সংদর্শন হইতে লাগিল। রাজ্ঞী লীলাঙ্গনা পার্থিবের পর্ণময় কুটীরাভ্যন্তরে স্থিতি করিয়াই যথা কথঞ্চিদ্রূপে সময়াপনোদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রমে মহিষীর প্রসব সময় সমুপসন্ন হইলে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন সুচারু শারদীয় শশধর সন্নিভ সুন্দর এক কুমার প্রসব করিলেন, রাজনন্দনের অলৌকিক শরীর সৌন্দর্য্যে পর্ণকুটীর রাজঅট্টালিকার ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল, নভোমণ্ডলোপরি কুমুদবন্ধু সিন্ধুতনয় সুধাকর সমুদিত হইলে, এবং সরোবর মধ্যে শতদল সরোজিনী সংফুল্লা হইলে, ও বসন্ত সময় শাখিসমূহে কুসুমকুল সমুদ্গত হইলে যে রূপ শোভা হয়, রাজ্ঞী নীলাঙ্গনার উৎসঙ্গদেশে ভূপালতনয় শয়ান থাকিলে তাদৃশী মনোহারিণী শোভা সমুদ্ভাবিতা হইতে লাগিল। পার্থিব যথাবিধি জাতকর্ম্ম সকল সুসম্পন্ন করত পুঞ্জমান নামে তাঁহার সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। অতঃপর পঞ্চম দিবস অতিবাহিত হইলে মেঘান্তরাল হইতে বিকসিত নিশানাথের ন্যায় মহিষী সূতিকাগার হইতে বিনির্গতা হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যকুল যথা নিয়মে সমাধা করিলেন। আহা! দ্বিজ এবং দীন দরিদ্রগণ অপ্রমেয় অর্থ প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষিত, এবং রাজবেশ্ম রমণীয় দ্রব্য নিকরে সুশোভিত ও নগর আনন্দনিনাদে পরিপূরিত হইত, এই সমস্তের কারণ যে রাজনন্দন, তিনি এক্ষণে ঘোরারণ্যে

পর্ণকুটীর মধ্যে কোমল কিশলয় বিরচিত শয্যার উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, এবং মহিষী দীনা-হীনা রমণীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। হা! একি সামান্য পরিতাপের বিষয়, বিধাতা বিমুখ হইলে না হইতে পারে এমত কর্ম্মই নাই।

সে যাহা হউক, একদা প্রদোষ কালোপনত হইলে দিননাথ ক্রমে ক্রমে চরমাচল বিনিষণ্ণ এবং দ্বিজগণ জগন্মোহকর সুমধুর কলনাদে জনগণের মানসা-লয় আনন্দরসে পরিপ্লাবিত করিতে করিতে আবা-সাভিমুখে ধাবমান, ও চকোর রূপ ভ্রমর বিলসিত আকাশ সরোভিজাত সংফুল্লা শতদল সরোজিনীর ন্যায় সুধাকর সমুদিত হইলে অনুমেয় হইল, যেমন বিস্তৃত বিমানাব্ধির প্রবল প্রবাহে নিপতিত হইয়া চরম সাগর গর্ব্ভে নিহিত হইতেছিল যে দিনকর তরি, তাহা যেমন অধুনা পশ্চিমাচলরূপ মগ্ন শৈলে লগ্ন হইয়া ভগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া গেল, এবং উড্ডীন বিহগাবলি রূপ আরোহীগণ ভাসমান ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া পীযুষ পুরিত পক্ষিপুঞ্জের কলনাদ স্বরূপ কোলাহল আরম্ভ করিলে তাহাদের রক্ষার্থই যেমন প্রাচীভাগ হইতে বিধুযান মৃদুগমনে আগ-মন করিতে লাগিল। অথবা সন্ধ্যা স্বীয় গগণবৎ

পাণিদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বপর চন্দ্রমারূপ পদ্মরাগমণি ও সূর্য্য স্বরূপ অঙ্গারকমণি ধারণক প্রাচী চরম দিক রূপ সুদৃশ্য করতল শোভা বিধান পূর্ব্বক দ্বিজশব্দবৎ সুললিত স্বরে সংগীত করিতে করিতে আগমন. কিম্বা স্বকীয় নায়ক নিশাপতি সহিত অবনীতলে সমাগতা হইয়া নলিনীনাথকে নিরীক্ষণ করত দ্বিজধ্বনি রূপ পরুষ বাক্য দ্বারা গোপন হইবার কারণ তাঁহাকে তিরস্কার. বা অনলাহত রূপ দিনমণিকে নাশিনা. ও ও প্রবালে রূপ মৌলিদেশ উন্নত করিয়া শশাঙ্ক মুকুরে স্বীয় অমলানন অবলোকন করিতেছে।

অধুনা রাজ্ঞী নীলাঙ্গনা পুরঞ্জনকে অঙ্কে করিয়া কুটীর দ্বারে বিনিষণ্ণা থাকাতে চন্দ্রকিরণ কুমারের মুখমণ্ডলে নিপতিত হইলে বোধ হইল, নভঃনিলয়ে দুরন্ত রাহুর কবলিত হইবার ভয়ে ভীত হইয়াই যেমন নিশানাথ ভূতলে উদয় হইয়াছেন, পুনর্ব্বার আকাশ বাসে নিশাকর নিরীক্ষণ করত উভয় সুধাকর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল, পরিশেষে চন্দ্রে মৃগাঙ্ক ও কুমারের বিমলানন অবলোকন করত সে সংশয় অপনীত হইয়া গেল। পার্থিব প্রদোষ কালীন সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপনান্তর আশ্রমে আ-

সিয়া উপনীত হইলে মহিষী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! কৈ এপর্য্যন্তও এই হতভাগিনীর উদ্ধারের তো কিছুই উপায় হইল না, অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, পার্থিব কহিলেন, বৎসে! অধীরা হইলে কি হইবে, কিয়ৎকালের নিমিত্ত ধৈর্য্যাবলম্বন কর, তোমার উপস্থিত বিপদসংহারক রূপেই কুমার অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব অধুনা আর আশঙ্কার বিষয় কি? সাঙ্খ্য পাতঞ্জল শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি বেদ পুরাণাদিতে আদর্শনীয়, এবং যোগীগণের আদরণীয়-নিত্যরূপে স্থিতিপরায়ণ যে পরমাত্মা, তিনি এই অখিল সংসারের সমস্ত কার্য্যই অবলোকন করিতেছেন, এক সময় তোমার এই দুঃখ ভারাক্রান্ত দেহকে অবশ্যই মুক্ত করিবেন। বৎসে! কুমারের রাজনীতি যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অন্যান্য শাস্ত্র সকল পরিজ্ঞাত হইবার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিবন্ধক হইবে না, যথাসাধ্য আমিই উপদেশ প্রদান করিব, এক্ষণে কিয়ৎকাল এই স্থানেই অতিবাহিত কর। এতচ্ছ্রবণে অগত্যা রাজমহিলা তাহাতেই সম্মতা হইলেন। নৃপতনয় পুঞ্জমান দিন দিন সিতপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় প্রবর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন, এবং তিনি বনবিহারী মানবগণের ব্যবহারানুসারে

বিটপিবল্কল পরিধান করিতে সেই প্রকার শোভা হইতে লাগিল, তুষারজালে আবৃত চন্দ্রমার যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায়, ক্রমে পুঞ্জমানের শিশুকাল অতিবাহিত হইলেও সরিৎসাগর ভূধর নগর পাদপ প্রকর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণা এই অসীম অবনী মধ্যে তাঁহার মাতা ও পার্থিব ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানিতেন না, কেবল পশুশাবক ও পক্ষিগণের সহিত কেলিকলাপেই সময় হরণ করিতেন।

একদা পার্থিব তাঁহাকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক পৃথিবীর অবস্থা সকল বর্ণনা করিয়া কহিলেন, কুমার! মানবগণের পক্ষে শাস্ত্র সমূহ অভ্যাস করা নিতান্তই কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা কুরীতি কণ্টকাবলিতে সমাচ্ছন্ন বর্ত্ম, যাহাতে পাদবিক্ষেপ করিলে সাধু সমূহ সমীপে উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে, এবম্ভূত দুর্গম পথে গমন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, অতএব জ্ঞান-প্রদীপ উজ্জ্বলকর যে শাস্ত্র, তাহা শিক্ষা করিতে এক্ষণে তুমি যত্নবান হও। এই বলিয়া তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে প্রবর্ত্তমান হইলেন। পুঞ্জমান বৃহস্পতি তুল্য সুপণ্ডিত পার্থিবের উপদেশে ক্রমে প্রায় সকল শাস্ত্রেই পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। প্রাবৃট কালাপনয়নে শরদ্ সময় সুধাকর যে প্রকার

মনোহারিণী কান্তি ধারণ করেন, বাল্যকাল বিগমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রাজনন্দন তদ্রূপ সুচারু শোভা বিধৃত করিলেন। একদা পুঞ্জমান স্বীয় জননীকে জনকের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলে মহিষী সজলনয়নে কহিলেন, বৎস! তুমি সামান্য লোকের তনয় নহ। এতাবন্মাত্র কহিয়াই শোকে বিমোহিতা হইলেন। জনকের প্রসঙ্গ করাতে মাতা অত্যন্ত কাতরা হইলেন অবলোকন করিয়া রাজতনয় উপস্থিত সংকল্পাকে অন্তর হইতে এক কালেই উচ্ছেদ করিয়া দিলেন।

পার্থিব তাঁহার সাহস ও বিদ্যা বুদ্ধি বিলোকনে সাতিশয় সন্তোষিত হইয়া কহিলেন, কুমার! এক্ষণে তোমাকে নীতিশাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম অবগত করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। জগতীতলে অপর সাধারণ যাবতীয় জনগণ মধ্যে কোন ব্যক্তির সহিত কদাচ অপ্রণয় করিও না, সামান্য শত্রু হইতেও সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা, যেহেতু সুতীক্ষ্ণ যে ক্ষুদ্র অস্ত্র তদ্দ্বারাও জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। অপর পাদপপ্রায় এক স্থানে স্থিতি করিয়াই যেমন অমূল্য জীবন রত্নকে বৃথা পরিক্ষয় করিও না, নানা দেশ সংদর্শন পুরঃসর সমূহ মানব জাতির রীতি

প্রকৃতি অবগত হইয়া যাহাতে অবনিপুরে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সম্বর্দ্ধিত হয়, এবিষয়ে সর্ব্বদাই প্রযত্নবান থাকিও, আর ক্ষমতানুরূপ ব্যক্তি ব্যতীত যাহার প্রবল বাহুবলে পরাজয় হইবার সম্ভাবনা অনুমান করিবে, তাহার সহিত কদাচ বিরোধ করিও না, কৌশলক্রমে সন্ধি স্থাপন করিও। কুমার! যৌবনসাগরে আশা স্বরূপ প্রবল ব্যাত্যা যোগে উত্থিত বিষয় রূপ উত্তুঙ্গ ঊর্ম্মিতে অবগাহন করিয়া যেমন উচিত কর্ম্মের অন্যথা করিও না, অর্থাৎ গুরুজনগণের নিকট যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করিও। এবং প্রচুর পরিমাণে আপনার ক্ষতি হইলেও কদাপি অধর্ম্মাবলম্বন করিও না। অধিক কি বলিব, পূর্ব্বাবধি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তদনুরূপ আচরণ করিলেই জগতীমধ্যে যথেষ্ট যশোলাভ করিতে পারিবে। ইত্থম্ভূত মধুর বচনে বিবিধ নীতিগর্ভ উপদেশ তাঁহাকে প্রদান করিলেন, ভ্রমর যেমত শতদলের প্রতি ঝঙ্কার করে, তাহার ন্যায়। পার্থিব এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়াই নিরস্ত হইলে পুঞ্জমান তাঁহার পদতলে পরিণত হইয়া কহিলেন, দেহীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম পরমধন যে জীবন তাহার সহিত মদীয় শরীরের যে অবধি সম্বন্ধ থাকিবে, তদবধি

আপনকার অনুজ্ঞা কদাচই অন্যথা হইবার নহে।

এই রূপে উভয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে অম্বুদাবলির গম্ভীর নিনাদের ন্যায় মনুষ্যগণের প্রস্বান তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইল। মহিষী নীলাঙ্গনা এতদাকর্ণনে সাতিশয় ভীতা হইয়া কহিলেন, তাত! যে পর্য্যন্ত আমি আপনকার আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছি, তদ্দিনাবধি এই সমধিক সময়ের মধ্যে কখনত এমত কোলাহল শ্রবণ করি নাই, সহসা এরূপ হইবার কারণ কি? পার্থিব কহিলেন, বৎসে! সঙ্কুচিতা হইতেছ কেন? পরমপিতার চরণারাধনা করিলে কি কখন বিপদুপস্থিত হইয়া থাকে? আমরাত কাহারও অমঙ্গল চিন্তা করি নাই। অতএব আমাদের বৃথা আশঙ্কা করিবার আবশ্যক কি, বোধ হয়, কোন দেশাধিপতি মৃগয়া করিতেই আসিতেছেন। এই বলিয়া পুঞ্জমানকে সম্বোধন করত কহিলেন, বৎস! এই কিম্বদন্তীর কারণ কি, দূর হইতে অবলোকন করিয়া আইস। রাজনন্দন কথনও একত্রে বহুতর মনুষ্য সন্দর্শন করেন নাই, অতএব পার্থিবের এতাবদ্বচনে সাতিশয় সন্তোষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দিকে গমন

করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর অতিক্রম করত অগ্রে-মাণ অস্ত্রপাণি সৈনাগণ বিলোকন করিয়া কহিলেন, জগদীশ্বরের অনুকম্পার জন্য নবতর মনুষ্য একত্রে অবলোকন করিয়া অসীমানন্দ লাভ করিলাম। এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পার্থিবের সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনকার উপদেশে যে প্রকার সুগম্য বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছি, দেখিলাম, সেই রূপ অনীকিনীগণ সজ্জীভূত এবং দলবদ্ধ হইয়া আমাদের আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছে, পার্থিব কহিলেন, বৎস ক্ষণেক উপবেশন কর, স্কন্ধাবার নিকটবর্ত্তী হইলেও পশ্চাৎ সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিব।

এতৎশ্রবণ করিয়া কুটীর দ্বার সম্মুখে সমাসীন হইলে অমাত্যের সহিত ভূপতি পারীন্দ্র আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, পার্থিব যদিও বহু দিবসাবধি তাঁহাকে অবলোকন করেন নাই, তথাচ অবয়ব সাদৃশ্যে অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তনয়কে আলিঙ্গন করত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, পারীন্দ্র বিনয়ভাবে কহিলেন, তাত! আপনকার অঙ্ঘ্রিকমল নিয়ত চিন্তা রূপ অক্ষিকরণক সন্দর্শন করিয়া সম্যক্‌প্রকার সন্তো-

যেই সময় সম্বরণ করিতেছি, জিতেন্দ্রিয় ও মহাবীর মধ্যে পরিখ্যাত যে ভীষ্ম, তাঁহার ন্যায় যুস্মদীয় শৌর্য্য বীর্য্যে বশীভূত জনগণ নির্ব্বিবাদেই কর প্রদান করিতেছে, অধুনা সম্বর উপদ্বীপাধিপতি বল পূর্ব্বক সাম্রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করাতেই তদর্থ তাঁহার সহিত সমর করিবার মনস্থ করিয়াছি। পার্থিব কহিলেন, প্রিয় পুত্র! সামান্য ভূমির নিমিত্ত বিরোধ করিয়া কেন অনর্থক শত শত মনুষ্যকে প্রাণান্তিক বিপদে বিক্ষেপ করিবে। দেখ ত্রিলোকীতল স্বীয় পরাক্রমে পরাজয় করিয়া অমর, নিকর ও গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়াছিল যে রাবণ, একদা তাহারও সেই অতুল আধিপত্যতা বিশরতাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব নলিনীদলায়ত সলিলের ন্যায় অস্থির এই নশ্বর বিষয়ের কারণ কি জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে।

যুবরাজ পারিন্দ্র বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! আপনকার বাক্যাবলির অনুরূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানপথে পদার্পণ করা সকলের ক্ষমতায় কদাচই হইতে পারে না, বিশেষতঃ মনোহর নগর ভয়ঙ্কর রত্নাকর বিস্ময়কর ধরাধর ভীষণতর কন্দর মোহকর সরোবর প্রভৃতিতে পরিশোভমান এই ক্ষৌণী-

তল যিনি বিনির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপতির নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিলে কি নিমিত্ত বিপদবারিধিনীরে নিমগ্ন হইতে হইবে, বিপক্ষের নিকট শৌর্য্য প্রকাশ করাইত প্রধান পুরুষের কর্ম্ম। তাত! যদ্যপি সমস্ত মানবেই সংসারাশ্রম পরিহার পুরঃসর বিজন বিপিনে তপস্যায় নিবিবেশিত হইয়া দিবসাতিপাত করণে প্রবৃত্ত হয়; তবে অখিলনাথের এই বিশ্ববিরচনের কি ফল দর্শিল। পার্থিব কহিলেন, কুমার! রাজনীত্যনুসারে অরাতিমণ্ডলকে সর্ব্বাধিক রূপেই শাসন করা বিধেয়, কিন্তু যেমন কোন প্রকারে ধর্ম্মপন্থা অপরিষ্কৃত না হয়। পারিন্দ্র কহিলেন, তাত! আপনকার কুটীর মধ্যে কৃতাধিবেশন এই তরুণ কোন প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন। পার্থিব কহিলেন, বৎস! এবিষয় পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে, এক্ষণে ইহার মাতার সহিত ইহাঁকে রাজভবনে লইয়া যাও, মহিষী মদিরাক্ষীর সকাশে কহিও, যেমন প্রযত্ন সহকারে তনয়াবৎ নীলাঙ্গনার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করেন, এই তরুণের নাম পুঞ্জমান, পুত্র! ইহাঁকে সর্ব্বদাই স্বীয় সন্নিকটে রাখিও, যাহা বলিলাম, কোন ক্রমে যেমন ইহার অন্যথা হয় না। অপর

ইহাঁদিগকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়াও বিবেচনা করিও না, পশ্চাৎ ইহাঁদের হইতে যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে পারিবে। এই বলিয়া নীলাঙ্গনাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি অম্বালিকে! এক্ষণে কুমার পুঞ্জমানের সহিত পারিন্দ্রের সমভিব্যাহারে রাজনিলয়ে গমন কর, আর অনর্থক অরণ্যবাস জনিত অশেষ ক্লেশ অনুমান করিবার আবশ্যক নাই। এতচ্ছ্রবণে মহিষী খিদ্যমানবদনে কহিলেন, তাত! যদ্যপি একান্ত এস্থল পরিত্যাগ করিয়াই গমন করিতে হইল, তবে যেমন আমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না। পার্থিব কহিলেন, মাত! প্রার্থনা করি, অচিরেই তোমার বাসনা পরিপূর্ণা হউক, এবং পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তা হইয়া তনয়ের সহিত পরম সুখে সময় যাপন করিতে থাক। এই বলিয়া পুঞ্জমানকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, কুমার! অপরিহার্য্য বিপিনবাসের ক্লেশ পরিহার করিয়া মাতার সহিত এক্ষণে তবে রাজভবনে গমন কর, এতদ্বচনে রাজনন্দন এবং নীলাঙ্গনা উভয়েই স্নেহ বশতঃ রোদন করিতে লাগিলেন, ইহা অবলোকন করত পার্থিবও শোক সম্বরণে অসমর্থ হইয়া রোদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ওরে মায়া ব্যাধি! আমি সংসার কুপথ্য

পরিত্যাগ করিয়াও তোর যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম না, সংসারজালে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তি-গণের সমধিক ক্লেশ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি

অনন্তর পারিন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! তবে ইহাঁ-দিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাও। জনকা-দেশানুসারে পারিন্দ্র যথাবিহিত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারী করিয়া লইলেন, মহিষী এবং পুঞ্জমান উভয়েই যথোচিত বিনয় সহকারে পার্থিবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পারিন্দ্রের সহিত রাজভবনে গমন করিতে লাগিলেন। রাজ-মহিলা নীলাঙ্গনা আশ্রম হইতে বিনির্গতা হইলে বোধ হইল, প্রজাপালনে তৎপর এবং ধর্ম্মের আশ্রয়দাতা যে পার্থিব, তিনি সংসারাশ্রম পরিহার করিলে রাজলক্ষ্মীও যেমন বনবাসিনী হইয়া তাঁহার কুটীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার প্রযত্নে পারিন্দ্রের সহিত যেমন পুনর্ব্বার রাজপুরে গমন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। সে যাহা হউক, পার্থিব কিয়দ্দূরাবধি তাঁহাদের অনুগমন করিয়া পরিশেষে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বিষাদিতবদনে আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন।

ভূপাল পারিন্দ্র পুঞ্জমান ও মহিষী নীলাঙ্গনার

সহিত রাজভবনে উত্তীর্ণ হইয়া রাজ্ঞী মদিরাক্ষীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মাত! জনক নিদেশানুসারে ইহাঁকে আপনকার নিকট আনয়ন করিলাম, এই বলিয়া, মহানুভাব পার্থিব যেরূপ কহিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরিজ্ঞাতা করিলেন, এতচ্ছ্রবণে রাজ্ঞী অতীব সন্তোষিত হইয়া পুত্রীভাবে নীসাঙ্গনার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক সময় যাপন করিতে লাগিলেন। পারিন্দ্র রাজতনয় পুঞ্জমানের সহিত সর্ব্বদা একত্রে সহবাস করত প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট সৎপরামর্শ সকল সুসংগ্রহ করিতেন। বিশেষতঃ একদা মহাত্মা পার্থিবের পত্রিকা যোগে তাঁহার পরিচয় নিচয় প্রাপ্ত হইয়া সম্যক্প্রকারেই সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবার ত্রুটি করিতেন না। এই রূপে উভয়ের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রণয়বীজ বন্ধুতাবারিধরবিগলিত স্নেহজলধারা দ্বারা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে তাহার সাতিশয় মূল বর্দ্ধন হইতে লাগিল।

যুগপৎপারিন্দ্র পুঞ্জমানের সহিত মনোহর আগার মধ্যে বিচিত্রাসনোপরি অধ্যাসীন হইয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত কালে এক জন রাজদূত আসিয়া অভিবাদন পুরঃসর কহিল, মহারাজ! সম্বর উপস্থী-

পাধিপতি বহুতর সৈন্য সমাবেশ পুরঃসর বিরিঞ্চি নগরীর প্রান্তভাগে সমাগত হইয়াছেন, জনতার দ্বারা অবগত হইলাম, বিদ্রোহিতাচরণেই আগমন হইয়াছে, অতএব এক্ষণে যে উচিত হয়, করণানুমতি হউক। বার্ত্তাবাহকের প্রমুখাৎ এতদ্বচনাকর্ণনে সম্রাট পুঞ্জমানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বন্ধো! যে বিষয় শ্রবণ করিলে, অধুনা ইহার সুবিধান কি। পুঞ্জমান কহিলেন, সখে! চিন্তা করিতেছ কেন, পাঞ্চালতনয়া দ্রৌপদীর সয়ম্বর সময় মহামুনি বেদব্যাস বিরচিত অভেদ লক্ষ্য যে নিশিত সায়ক দ্বারা সংবিদ্ধ এবং ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত অগ্নির সাহায্য দান করত ভীষণ সমরস্থলে অচলবৎস্থিত হইয়া প্রতিপক্ষীয় শত শত০ যোদ্ধৃগণকে অনায়াসেই নিস্তেজ করিয়াছিলেন, এবম্ভূত অর্জ্জুনের ন্যায় অত্য বিচিত্রকর রণকৌশলে তদীয় বিপক্ষদলকে সম্যক্ প্রকারেই পরাভূত এবং তাড়িত করিয়া দিব। পারিন্দ্র পুঞ্জমানের ঈদৃশ বাক্যে আনন্দতোয়ধিনীরে অবগাহন করিয়া কহিলেন, বন্ধো! আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অবধি সেই প্রকার অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি, কমলদল গ্রীষ্ম ঋতুকে এবং চক্রবাক দিবাকে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ হয়, তাহার ন্যায়। যে

যাহা হউক, এক্ষণে তোমার বিবেচনায় যে কর্ত্তব্য হয়, কর।

পারিন্দ্রের এবম্বিধ বাক্য পরিগত হইয়া কুরকুল-নিধনে সুপণ্ডিত ভীমের ন্যায় অতুল পরাক্রম প্রকাশ পুরঃসর পুঞ্জমান গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, বন্ধো! তবে বিদায় দান কর, ক্ষত্রীগণ পরাসনে নিপুণতর পরশুরামের সুতীক্ষ্ণ কুঠারাপেক্ষা তীক্ষ্ণী-কৃত মদীয় শস্ত্র দ্বারা তদীয় বিপক্ষ ব্যূহের বক্ষঃ বিক্ষত করত তাহাদের শোণিতে অবনীকে অভিষিক্তা ক-রিয়া আসি। পারিন্দ্র পুঞ্জমানকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখে! মহামুনি কশ্যপনন্দন সুরপতির ন্যায় অচিরেই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া আইস. অনন্তর পুঞ্জমান পারিন্দ্রের সকাশে বিদায় গ্রহণ পুরঃসর স্কন্ধাবার মধ্যে উপনীত হইলেন, এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবারি-কুলোদ্ভব দশানন যেরূপ দিগ্‌জয় মানসে সুসজ্জিত হইয়া গমন করিত, তত্তুল্য সজ্জীভূত হইয়া বিপক্ষ বিদারণ মানসে গমন করিতে লাগিলেন, ঘনকালে ঘনঘটার গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় নির্ঘোষ ধ্বনি, এবং অতিবেল প্রবল মারুতপ্রবাহে তোয়নিধি হইতে সমুত্থিত তুন্দিল তরঙ্গাবলির ভীষণ শব্দ তুল্য দুন্দুভি

নিনাদে দিঙ্মণ্ডল স্পন্দমান হইতে লাগিল। সে যাহা হউক, কিয়ৎকালানন্তর উভয় দলের সৈন্য সম্মীলিত হইলে বেত্র বাসবের ভীষণ সমরের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ঘোরতর শরপাত শব্দে এবং বিদ্যুল্লতিকার ন্যায় অস্ত্রানল দর্শনে কর্ণবধির ও বিলোচন বিদগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল, এবং রণোন্মুখ রথী পদাতি ও হস্তী অশ্বগণের পদবিহারে ধরণী জাতা দিগ্‌ধূসরকারিণী ধূলিকাজালে দিবা নিশার আর প্রভেদ রহিল না, এবং উভয় দলের নির্দ্দয়াল-ম্বিত সৈন্য সকল শরাসন সংলগ্ন সায়ক সমূহ বিস-র্জ্জন করাতে শত শত শূরসজ্ঘ সমর শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। ইত্থম্ভূত সমূহে অনুমেয় হইল যেমন পরস্পর সম্মীলন রূপ সমীরণ সঞ্চালিত ও সৈন্য সন্দোহের পদচারণে প্রত্যোত্থিত ধূলিরূপ ঘন-ঘটা গগণবাসে সমুদিত হওয়াতে অস্ত্রানলবৎ বিদ্যু-ল্লতিকা প্রকাশমানা ও সমরার্থিগণের কোলাহল রূপ মেঘ গর্জ্জন পুরঃসর আহত সৈন্য নিকরের শোণিতবৎ বারি বর্ষণ করত অভূতপূর্ব্ব সমর বর্ষা-বিভ্রম জন্মাইতে লাগিল। সে যাহা হউক, সমরা-ঙ্গন যজ্ঞস্থল ও অস্ত্রানলই বহ্নি, এবং নিহত যোদ্ধৃ-গণ হোমীয় দ্রব্য, ও মাতঙ্গ তুরঙ্গ সৈন্যগণের পুনঃ-

পুনঃ পদচারণে খনিত ক্ষৌণীতল হইতে সমুত্থিত ধূলি যজ্ঞধুম, এবম্ভূত সমরযজ্ঞে স্ব স্ব জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উপদেষ্টা পদে অভিষিক্ত করিয়া সম্বররাজ ও পুঞ্জমান যেমন হোমাগ্রভাগ গ্রহণে সমুদ্যুক্ত হইয়াছেন, এবং প্রভুত শ্রমসহিষ্ণু তীব্র তেজোবান পুঞ্জমানের লঘু হস্তধৃত তীক্ষ্ণতর তরবারি দ্বারা ভূরি ভূরি বিচ্ছিন্নানন সৈনিক পুরুষগণের গ্রীবা নিঃস্যন্দিত শোণিতাহুতি করণক সংতৃপ্ত যজ্ঞ বহ্নি যেমন প্রমুদিতান্তঃকরণে তাঁহার করে বিজয় রূপ ফল প্রদান করিলেন। অর্থাৎ বহুক্ষণ অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপে সমর হইলে পুঞ্জমানের অসাধারণী ক্ষমতা এবং লোকাতীতা বুদ্ধি কৌশলে বিপক্ষ সৈন্যগণ পরাভূত হইয়া পলায়নোন্মুখ হইল। এতদাবলোকনে রাজতনয় বিষমামর্ষ সহকারে অতিবেগে দুষ্প্রধর্ষ শত্রুদলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বহু সঙ্খ্যক সায়কপাণি পুরুষকে সমনসদনে প্রেষণ পুরঃসর সম্রাটকে বিধৃত করত সত্বরেই সদলে আসিয়া সম্মীলিত হইলেন। তাঁহার বিচিত্র শৌর্য্য বীর্য্য বিলোকন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিল। পুঞ্জমান রণভূমে জয়লাভ করিয়া এই শুভসূচক সম্বাদ সর্ব্বসাধারণ জনগণের বিদি-

তার্থে নগরীময় ডিণ্ডিম বাদ্য দ্বারা ঘোষণা করিতে অনুমতি করিলেন।

ভূপতি পারিন্দ্র রণবিজয়বার্ত্তা পরিগত হইয়া অতুল আনন্দ সহকারে কতিপয় বয়স্য সহিত পুঞ্জমানের প্রত্যুদ্গমনার্থে কিয়দ্দূরাবধি অগ্রসর হইয়া আসিলেন, পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ায় প্রথমতঃ গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া পরে যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে পারিন্দ্র পুঞ্জমানকে মহা সমারোহ এবং সম্মানের সহিত রাজনিলয়ে নীত করিলে পৌরবাসিনী কামিনীগণ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল, এবং এতদুপলক্ষে নৃপনিকেতনে ও নানা স্থানে নৃত্যগীতাদি মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। যে যাহা হউক, সম্রাট রাজতনয়ের সহিত এক সুখদ রমণীয় গৃহমধ্যে স্ফাটিকবৎ স্বচ্ছ এবং কুসুমাপেক্ষাও সুকোমল আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া বহুবিধ কথোপকথনাবসানে পুঞ্জমানকে সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন, বন্ধো! মদীয় পরমারাতি সেই দুরাশয়কে একবার দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, পুঞ্জমান কহিলেন, সখে! শত শত শঙ্কা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া সমরাঙ্গনে সম্বরাধিরাজকে সম্ভূত করত সেনানী সমীপে সমর্পণ করিয়াছি,

এতচ্ছ্রবণে পারিন্দ্র তাঁহার পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অমাত্যকে কহিলেন, সত্বরেই সকাশে বিপক্ষ-রাজকে সমুপস্থ কর, অনুজ্ঞানুসারে সচিব তৎক্ষণাৎ উপদ্বীপাধিপতিকে আনয়ন করিলে পারিন্দ্র তাঁহাকে অবলোকন করত রোষাবেগে কহিতে লাগিলেন, অহে সম্বরাধিপতি! তুমি যে বারম্বার আমার সহিত বিদ্রোহিতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, এক্ষণে তোমার সেই সৈন্য সকল কোথায় গমন করিল, তাহারা থাকিলেই বা অধুনা কি হইতে পারে, যাহা হউক আমার সহিত বিরোধের ফলভোগ কর। এই বলিয়া মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন, এই দুরাশয়কে যাবজ্জীবনের জন্য কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখ। এতদাকর্ণনে উপদ্বীপাধিপতি পারিন্দ্রের পদতলে পতিত হইয়া বিশেষ বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিয়া শাখায় জলসেচন করিলে কি কখন ফলোৎপাদন হইতে পারে, ইহা অবলোকন করিয়া ভূপালের ক্রোধ প্রজ্বলিত হুতাসনে ঘৃতাহুতির ন্যায় ক্রমশঃ উদ্দীপ্তই হইতে লাগিল। মন্ত্রীকে কহিলেন, ত্বরায় ইহাকে কারাবাসে লইয়া

যান, অমাত্য নৃপনির্দেশানুসারে সম্বর উপদ্বীপাধিরাজকে লইয়া বন্ধনালয়ে গমন করিল।

অনন্তর পারিন্দ্র রাজতনয় পুঞ্জমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বন্ধো! তোমার অসামান্য পরাক্রমেই সংগ্রামে বিজয়লব্ধ হইয়াছে, অতএব, সম্বর উপদ্বীপের সিংহাসন তুমিই গ্রহণ কর, তদায় সুবিচারে প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে প্রতিবাসর অতিপাত করিতে পারিবে। বিশেষতঃ তুমি যে রূপ ক্ষমতা ও বুদ্ধি বিবেচনা ধারণ কর, তাহাতে এই সমস্ত অবনীর অধিপতিত্বই তোমাকে উত্তম রূপে শোভা পায়। পুঞ্জমান কহিলেন, সখে! তুমি সুখী হইলে তাহাতেই আমি সম্পূর্ণ আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, বিশেষতঃ আমি তোমার আধিপত্যতা সম্বর্দ্ধন নিমিত্তই প্রাণপণ সহকারে সমর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পারিন্দ্র কহিলেন, বন্ধো! আমি অত্রত্য রাজধানীর সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক কি প্রকারে তথায় গমন করিব, বিশেষতঃ তুমিই সম্বর উপদ্বীপাধিপতিকে পরাজয় করিয়াছ, অতএব, তথাকার রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া আমাকে পরম সন্তোষিত কর।

নরনাথের অনুরোধে পুঞ্জমান পুনঃপুনঃ অন-

ভূ্যপেত হইতে না পারিয়া পরিশেষে উপদ্বীপ গমনে সম্মত হইলে পারিন্দ্র প্রচুর পরিমাণে তাঁহার গমনের দ্রব্যাদি আয়োজন করিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর, সমগ্র দ্রব্য প্রস্তুত হইলে যথাবিহিত বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পুঞ্জমান পারিন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মহিষী নীলাঙ্গনাকে আনয়নার্থ অন্তঃপুর মধ্যে এক জন কঞ্চুকীকে পাঠাইয়া দিলেন। নীলাঙ্গনা এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী মদিরাক্ষীকে কহিলেন, মাত! অনুমতি করুন এক্ষণে গমন করি। এই বলিয়া স্বীয় ক্লেশের কারণ প্রকাশ করিলেন। মদিরাক্ষী ইহা বিদিতা হইয়া তাঁহার শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এপর্য্যন্তও তোমার এই অবস্থার কারণ পরিগতা হইতে না পারিয়া বিষম বিষণ্ণা ছিলাম, অধুনা যেরূপ আনন্দিতা হইলাম, তাহা বাক্য দ্বারা কদাচই বিকসিত হইতে পারে না, অধিক কি বলিব, কোন বিষয়ে যদ্যপি ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে তাহা ক্ষমা করিও, নীলাঙ্গনা বিনম্রাননে কহিলেন, মাত! কন্যাগণের মধ্যে আমাকেও স্মরণ রাখিবেন। এই বলিয়া স্নেহ বশতঃ উভয়েরই নয়ন বাষ্পবারিতে সমাচ্ছন্ন হইল। নীলাঙ্গনা যথোচিত বিনতি পূর্ব্বক মহিষী

মদিরাক্ষীর চরণ বন্দনা করিয়া স্বীয় তনয়ের নিকট আগমন করিলে, পারিন্দ্র পুঞ্জমানের করমর্দ্দন পুরঃসর কহিলেন, সখে ! নিশাকামিনী কমলিনীর ন্যায় বন্ধুমুখ নিরীক্ষণে নিরাশ হইয়া যেমন অপ্রমাণ ক্লেশ সহ্য করিতে না হয় ; এই রূপে কিয়ৎক্ষণাবধি উভয়ের কথোপকথন হইল। অতঃপর, পুঞ্জমান পারিন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া স্বগণ সমভিব্যাহারে সত্বর উপদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন ; এবং কিয়দ্দূর পথ অতিক্রম করিয়াই পোতে সমারোহণ পূর্ব্বক মহাসমুদ্রে গিয়া সমুত্তীর্ণ হইলেন, তথা হইতে দিক্ সকল ধূমপটলে সমাচ্ছন্ন অবলোকন হইতে লাগিল। ক্রমে প্রদোষ কাল সমুপাগত হওয়াতে সুখঙ্কর সুধাকর নিকর করণক জলনিধিকে কৌমুদীময় করিলে এবং তারকাগণের প্রতিচ্ছায়া সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হইলে, বোধ হইল, যেমন প্রেয়সীসমাগমের নিমিত্তই সমুজ্জ্বল রত্নসমূহে বিরচিত বিচিত্র বসন অঙ্গে সমাচ্ছাদন পূর্ব্বক রত্নাকর সজ্জীভূত হইয়াছে। সে যাহা হউক, কর্ণধার অর্ণবতরি সত্বর উপদ্বীপের কূলে আনীত করিলে অন্যান্য নাবিকগণ কর্ত্তৃক সুদীর্ঘ শৃঙ্খল দ্বারা তাহা সংবদ্ধিত হইলে। "পুঞ্জমান পরম স্নেহকারিণী জননী

এবং সমভিব্যাহারী জনগণের সহিত রাজভবনে গমন করিলে নগরময় তাহার মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।

অনন্তর পরদিবস যাবতীয় করপ্রদ ভূপালগণকে প্রচ্ছনা পুরঃসর সমূহ সমারোহ পূর্ব্বক সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। নারায়ণচরণপরায়ণ দ্বিজগণ বেদোচ্চারণ করাতে তাঁহাদের কণ্ঠশব্দে রাজপুরি পরিপূরিতা হইয়া গেল। ভূপাল পারিষণ্মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া অমরনিকর মধ্যে উপবিষ্ট আখণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। এতদুপলক্ষে স্থানে স্থানে বিবিধ প্রকার আনন্দজনক কার্য্য সুসমাহিত হইতে লাগিল। এই রূপ মহামহোৎসবেই কথঞ্চিৎকাল অতিবাহিত হইলে পুঞ্জমান এতাদৃক্ সুনিয়ম অবধারিত ও রীতি নীতি প্রচলিত করিলেন, যে অচিরেই তাঁহার যশঃজালে সাম্রাজ্য সমাচ্ছাদিত ও উপদ্বীপস্থ যাবতীয় জনগণ কর্ত্তৃক অনিবার তাঁহার অসীমগুণ গীয়মান হইতে লাগিল। ধর্ম্মপরায়ণ কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সোদরগণের ভুজবলে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরে জয়লাভ করিয়া অবনীতলে স্বীয় আধিপত্যতা স্থাপন পূর্ব্বক যে রূপ নির্ব্বিবাদে রাজ্যসুখ অনুভব করিয়াছিলেন, পুঞ্জ-

মান তদ্রূপ উপদ্বীপ মধ্যে স্বীয় অতুল ক্ষমতা প্রকাশ পুরঃসর প্রজাজনের নিকট অবাধে কর প্রাপ্ত হইয়া অশেষানন্দ সহকারে সময় সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদা মহিষী লীলাঙ্গনা পুঞ্জমানকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, কুমার! কোন আশ্চর্য্য বিষয় প্রকাশ করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর মহানুভাব শ্রীমান্ পার্থিবের আশ্রম হইতে যে দিবস বিরিঞ্চি নগরে গমন করি, তৎকালীন আমার স্মরণ হইল না, বিশেষতঃ সে সময় অন্য কোন বিষয় উত্থাপন করাও কর্ত্তব্য নয়। সে যাহা হউক, বৎস একদা বসন্তাগমে বিটপিব্যূহ ঈষদ্রক্তবর্ণ কোমল কিশলয়ে পরিশোভিত, এবং কমন কুঞ্জকাননকুলে কুসুমকলিকলাপ সংফুল্লিত হইলে মধুপমালা মকরন্দাস্বাদনোৎসাহে গুন্ গুন্ গুঞ্জন পুরঃসর প্রফুল্লিত পুষ্পগুচ্ছে সমাসীনকরণক পীতপরাগপুঞ্জ প্রপতিত, ও মন্দ মেদুর মলয় মারুত গন্ধভার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইলে ভুবনজন মনোরঞ্জনকারী

কোকিলকুল কমনীয় কলনিনাদ করিতে লাগিল। এতৎসমূহে অনুমেয় হইল, যেমন বসন্তাগমনজন্য শাখিসংঘ ইষদালক্তনিভ কোমল পল্লবে বিভূষিত এবং পুষ্প পল্লবীপ্রকর ভ্রমর বিলসিত কুসুম নিঃস্যন্দিত পরাগপুঞ্জবৎ পুষ্পসময়াধিরাজের অধিবেশনার্থ বিচিত্রাসনাস্তীর্ণ পূর্ব্বক শাখারূপ বাহুকরণক কুসুমোপহার বিধারণ পুরঃসর সমুল্লিঙ্গিত ও গন্ধভারবাহক মলয়ানিল অবনীতলে সংভ্রমণ পুরঃসর ঋতুরাজাগমন সম্বাদ সুপ্রকাশ ও কোকিলগণ কলনাদ পূর্ব্বক যাবতীয় জনগণকে সম্বোধন করিয়া সুরভিসমাগমজনিত উড্ডীন ভ্রমরাবলি রূপ বর্ণমালা বিলেখিত বিমানপত্রবৎ বিজ্ঞাপন লিপি বিলোকন করাইতে লাগিল। অথবা সুরভি স্বরূপ অরুণোদয়ে কিশলয়ালক্তবর্ণবৎ কিরণ করণক নবপল্লব রূপ নভোনিলয় লোহিতবর্ণ, এবং উপকানন বৎ সরসীসম্ভূতা মল্লিকা মালতী স্বরূপ শত শত শতদল কমলিনী প্রফুল্লিতা, ও মলয়ানিলবৎ বিভাত বায়ু প্রবহমান হইলে মধুপনিবহ রূপ কোকিলাখিল ভ্রমর ঝঙ্কারবৎ কুহুধ্বনি এবং পিকপুঞ্জবৎ বায়সগণ কুহুশব্দ রূপ স্বীয় স্বীয় স্বরে যেমন এই অলৌকিক প্রভাত সম্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিল।

বৎস! এবম্ভূত সুরভি সময় এক দিবস আ।এ আশ্রমের দ্বার সন্নিহিত সেই শ্বেতচম্পক তরু-মূলে অধ্যাসীনা হইয়া কোন বিষণ্ণিনী চিন্তায় বিষণ্ণা ছিলাম, তুমি কুটীরের মধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলে, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া রোরুদ্যমান বদনে ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইতে হইতে আমার নিকট আগমন করিলে, তখনও তুমি সম্পূর্ণ রূপ গমনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হও নাই, বৎস! তোমার সেই অবস্থা বিলোকন করিয়া আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলাম না, শোকবশতঃ অনিবার নয়নদ্বয় হইতে জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল, হা বিধাত! সেই এক সময়, তখন অপার শোকসাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গোপরি পতিতা হইয়া বারম্বার নিমগ্নোন্মগ্না হইতে ছিলাম, যাহা এক্ষণে বলিতেও হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হইতেছে, এই বলিয়া তাঁহার লোচনযুগল বাষ্প বারিতে পরিপ্লুত হইলে পরিধেয় বসনাঞ্চল দ্বারা তাহা বিমোচন করিয়া নিস্তব্ধভাবে যেমন কোন বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কিয়ৎক্ষণান্তর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, কুমার! অবান্তর বৃত্তান্ত বর্ণন করি শ্রবণ কর। আমি যে মহীরুহের মূলে উপবেশন করিয়াছিলাম,

তাহার শিরোদেশ হইতে একটি শুকপক্ষী সুমধুর স্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অয়ি শোকাভিভূতে! তুমি আর চিন্তা করিও না, তোমার এই তনয় যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সম্বর নামক উপদ্বীপের অধিপতি হইয়া ত্বদীয় সমস্ত দুঃখ দূরীভূত করিবেন। সহসা ইদৃশ বাক্য আকর্ণন করত আমি উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সে তৎক্ষণাৎ বিমানপথে ধাবমান হইয়া গেল, ইহাতে আমার বিস্ময়ের আর পরিসীমা থাকিল না। পার্থিব আশ্রমে আগমন করিলে তাঁহাকে অবিকুল সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করাইলাম। তিনি উহা পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন, মাত! ঐ শুকপক্ষী বহু দিবসাবধি এই কানন মধ্যে বিচরণ করিতে আইসে, উহার বাসস্থান মরীচি পর্ব্বত, বৎসে! ইতিপূর্ব্বে তোমাকে ঐ বিহঙ্গের বিশেষ বৃত্তান্ত বিদিত করিয়াছি, বোধ হয়, তাহা তুমি এপর্য্যন্তও বিস্মৃতা হও নাই, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণাবধি ঐ পক্ষীকে ধারণের নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু তৎকালে সহায়সম্পদবিহীনা, তাহাতে আবার অবলা কামিনী কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, অতএব আমার ঐ মানস সর্ব্বতোভাবেই বিফল হইল।

বৎস! সেই ভবিষ্যদ্বাদী শুকের বাক্য এক্ষণে

সমস্তই প্রায় সপ্রমাণ হইয়াছে। পূর্ব্বে কাহাকে সম্বর উপদ্বীপ বলে কিছুই জানিতাম না, এক্ষণে সেই অভাবনীয় স্থলে সমুপস্থিতা হইয়াছি, এবং তুমিও ইহার অধিপতি হইয়াছ ও মানসিক ক্লেশও অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়াছে, অতএব, সেই পরিণামদর্শী শুকপক্ষীকে অধুনা একবার অবলোকন করিতে বাসনা করি। কুমার! ভুবনভাবন জগদীশ্বরের কৃপায় এক্ষণে তোমার সমধিক ক্ষমতা জন্মিয়াছে, কয়েক জন কিরাতকে মরীচি পর্ব্বত হইতে সেই বিহঙ্গমকে ধৃত করত লইয়া আসিতে আদেশ কর, তাহা হইলে অনায়াসেই সেই বিস্ময়কর ব্যাপার নয়ন গোচর করিতে পারিবে। এতচ্ছ্রবণে পুরঞ্জন সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, মাত! শুকপক্ষী মনুষ্যের ন্যায় বাক্যোচ্চারণ করিতে পারে, এ অতি বিস্ময়জনক বিষয় বলিতে হইবে, সে যাহা হউক, অবিলম্বেই তথায় শবরগণকে প্রেরণ করিতেছি। এই বলিয়া সভামণ্ডপে গমনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কয়েক জন কিরাতকে আনয়ন করাইয়া তাহাদিগকে অনুমতি করিলেন জম্বুদ্বীপস্থ মরীচি নামক কোন পর্ব্বতে এক শুক পক্ষী আছে, সে মনুষ্যের ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণোচ্চারণ

করিতে পারে, অতএব, তথায় গমন পূর্ব্বক সেই বিহঙ্গমকে ধৃত করত অবিলম্বেই মদীয় সকাশে লইয়া আসিতে হইবে। বক্তব্য বিষয় সুফলিত হইলে পশ্চাৎ সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিব।

আজ্ঞা মাত্র শবরগণ একটি পিঞ্জর সমভিব্যাহারে তরিযোগে জলনিধি পার হইয়া মহাদ্বীপে উপনীত হওত ক্রমে ক্রমে মরীচি শৈলে গমন করিল, এবং তথায় বহুক্ষণাবধি সকলে শুকপক্ষীর অনুসন্ধান করিয়া কোন রূপে প্রাপ্ত না হওয়াতে হতাশ হইয়া তদ্দিবসেই প্রত্যাগত হইল না। সেই স্থলেই পর্ণকুটীর বিনির্ম্মাণ করিয়া কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিবার মনস্থ করিল, তাহারা প্রতিনিয়তই ধাগুরাস্তৃত করিয়া তন্মধ্যে আশিতণ্ডুব বিকীর্ণ করিয়া রাখিত। একদা অপরাহ্ণ সময়ে সকলে নিদ্রা যাইতেছে, এমত সময়ে শুকপক্ষী একটি বিটপিশাখা হইতে কহিতে লাগিল, ওরে অবোধ নির্দ্দয় কিরাতগণ! আমি নির্দ্দোষী, আমাকে তোরা এই কুটযন্ত্রান্তরালে কি নিমিত্ত আবদ্ধ করিবার মানস করিয়াছিস। যাহা হউক, আমিই মহিষীর বিপদের নিদান, এক্ষণে তাঁহারই উপকারার্থ এই জালমধ্যে সংযত হইতেছি, যদ্যপি কেহ জাগরিত

থাকিস, তবে শীঘ্র আসিয়া ধারণ কর, এই বলিয়া শবরগণের পাতিত বাগুরাভ্যন্তরে তণ্ডুলাদির নিকট গিয়া উপবেশন করিল। সুপ্তাবস্থাপন্ন কিরাতগণের মধ্যে এক ব্যক্তি জাগরিত ছিল, সে এই সমস্ত বিষয় দর্শন এবং শ্রবণ করত বিস্ময়রসে আর্দ্রীভূত হইয়া সত্বরেই কুটযন্ত্র নিকটে গমন পূর্ব্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিহঙ্গমকে ধারণ পুরঃসর পিঞ্জরগর্ভে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং সকলকে জাগরিত করণানন্তর অবলোকন করাইল। মানস সফল হওয়াতে শবরগণ অবিলম্বেই প্রবর উপদ্বীপে আনিয়া উত্তীর্ণ এবং শুকপক্ষী সহিত ভূপতি পুরঞ্জমানের সকাশে সমুপসন্ন হইল, কিরাতগণকে কৃতকার্য্য সন্দর্শন করত সম্রাট অপরিসীম সন্তোষ সহকারে বহুমূল্য বসন ভূষণাদি তাহাদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন, এবং স্বীয় সিংহাসন পার্শ্বে অবরুদ্ধ শুকপক্ষীকে সংস্থাপন পুরঃসর তাহার নাম ধাম জাতি ও অন্যান্য বহুবিধ প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু শুক তাহার কোন বিষয়েরই প্রতিবচন প্রদান করিল না, নতমুখে মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিল, ইহাতে ভূপালের ভূয়োভূয়ঃ যত্ন ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইলে জনৈক কঞ্চুকীর

প্রতি আদেশ করিলেন, এই শুকপক্ষীকে শীঘ্র মাতার নিকট লইয়া যাও।

অনুজ্ঞানুসারে কঞ্চুকী অবিলম্বেই বিহঙ্গকে মহিষী নীলাঙ্গনার নিকট উপস্থিত করিয়া কহিল, দেবি! জম্বুদ্বীপস্থ মরীচি পর্ব্বত হইতে এই পক্ষী আনীত হইয়াছে, ভূপতি ইহাকে আপনকার সমীপে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিলেন, অতএব, এই গ্রহণ করুন। রাজ্ঞী যাহার জন্য অশেষ যন্ত্রণাজালে জড়িতা হইয়াছিলেন, সেই শুকপক্ষীকে বিলোকন করত অতীব আনন্দিতা হইয়া এক নিভৃত গৃহমধ্যে তাহার সহিত প্রবেশ করিলেন, এবং আপনি কৃতাসীনা হইয়া সম্মুখে পিঞ্জরাবদ্ধ শুককে স্থাপন পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রের দক্ষিণ করে শোভমান হইতেছে যে বজ্র, তত্তুল্য কঠিন হৃদয়যুক্ত হে পক্ষিন্! যে দিবস তোমার অনুসরণ করত ভীষণভয়সঙ্কুল দুর্গম কাননমধ্যে উপস্থিতা হইয়া একাকিনী বিষম পরিতাপিতা হই, এক্ষণে সে সমস্ত কি তোমার স্মৃতিপথে উদিত আছে। মহিষীর এতদ্বাক্য পরিগত হইয়া সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবেই রহিল, পরে বিশেষ বিনয় সহকারে কহিল,

আমিই আপনকার সমূহ ক্লেশের আশ্রয়, তাহা স্মরণ করিয়া অধুনা আমার সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুমতি হউক, এক্ষণে যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিতে সর্ব্বান্তঃকরণেই সম্মত আছি। মহিষী কহিলেন, কোশলাধিপতি মহারাজ পুরঞ্জনের সকাশে তোমাকে গমন করিতে হইবে, এবং তোমার অনুগমন করিয়া তাঁহার সহিত যদ্রূপে আমার প্রবিশ্লেষ ঘটনা উপস্থিতা হয়, তাহা সমস্তই প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সংবিদিত করিবে। এতচ্ছ্রবণে শুক ঈষৎ শিরোবনমন পুরঃসর কহিল, আপনকার এই অনুজ্ঞা অবশ্যই সম্পন্ন করিব।

মহিষী নীলাঞ্জনা এতদাকর্ণনে অসীম আনন্দ নীরধিনীরে নিমগ্না হইয়া সত্বরেই পুঞ্জমানকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, কুমার! সর্ব্বশক্তিমান ভগবান পার্ব্বতীনাথের কৃপায় তুমি রাজ্যাধিপতি হইয়াছ, অতএব, এক্ষণে তোমার নানাদেশীয় ভূপালগণের সহিত প্রণয় রাখা আবশ্যক, যেহেতু অন্য কোন বিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হইলে পশ্চাৎ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে। বিরিঞ্চি নগরে পারিন্দ্রের ভবনে

যৎকালীন আমি অবস্থিতি করিতাম, সেই সময়ে শ্রবণ করিয়াছি, কোশলাধিপতি সম্রাট পুরঞ্জন তত্রত্য যাবতীয় ভূপালবৃন্দের অধিপতি, তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যে সকলেই পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, ঈদৃশ অসামান্য ক্ষমতাবান নরপতির সহিত তোমার বন্ধুতা করা অতি কর্ত্তব্য; অতএব অনতিবিলম্বেই বহুমূল্য মণি মুক্তা আভরণাদি তাঁহার নিকট উপায়ন প্রদান কর। এই শুক পক্ষীটি অতি উত্তম, ইহাকেও ঐ সমভিব্যাহারে প্রেষণ করিও, তোমার প্রেরিত দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলে তিনি যৎপরোনাস্তি সন্তোষিত হইবেন।

পুঞ্জমান কহিলেন, মাত! ইহাতে আর বিচিত্র কি, অবিলম্বেই নানাবিধ দ্রব্য প্রেরণ করিতেছি, এতদুক্তি করত হর্ষোৎফুল্ললোচনে সভামণ্ডপে আগমন করিয়া কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন, শীঘ্র উপায়নোপযোগী রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য আনয়ন কর, নিদেশানুসারে সমগ্র সামগ্রী নীত হইলে অন্তঃপুর হইতে শুক পক্ষীকে লইয়া আসিবার জন্য জনৈক কঞ্চুকীকে অনুমতি করিলেন, আজ্ঞাক্রমে সে তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ পিঞ্জরে অবরুদ্ধ বিহঙ্গমকে সভাতলে উপনীত করিল।

অনন্তর পুঞ্জমান সচিবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিন্! অবিলম্বেই তুমি কোশলাধিনাথের সকাশে গমন পূর্ব্বক মদীয় ভূয়সী বিনতি তাঁহাকে পরিগত করিয়া এই সমস্ত দ্রব্য উপায়ন প্রদান করিও, এই বলিয়া অমাত্যকে বিদায় করিয়া দিলেন। সচিব শুক পক্ষী ও অপরাপর দ্রব্য সহিত জলযান-যোগে ক্রমে কোশলা নগরীতে সমুত্তীর্ণ হওত ভূপতি পুরঞ্জনের সভায় উপসন্ন হইয়া তাঁহাকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর কহিলেন, মহারাজ! সম্বরোপদ্বীপাধিপতি শ্রীমান্ ভূপাল পুঞ্জমান আপনাকে এই সমস্ত দ্রব্য অভ্যুপায়ন প্রদান করিয়াছেন, গ্রহণে অনুমতি হউক। পুরঞ্জন এতদ্বচনাকর্ণনে অতীব সন্তোষিত হইয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক অমাত্যকে উপবেশন করিতে কহিলেন, এবং বহু ক্ষণাবধি নানাবিষয়ক কথোপকথনেই দিবসাতিবাহিত হইল।

উজ্জ্বল জ্যোতিঃযুক্ত মণির ন্যায় তারকামণ্ডলে বিচিত্রিত আকাশাসনে নিশানাথ সমাসীন হইয়া অবনীকে কৌমুদীময়ী করিলে, এবং সুশীতল মন্দ মন্দ সন্ধ্যা মারুত হিল্লোলে ফুল্লোন্মুখ কুমুদকানন কম্পিত হইলে বোধ হইল, যেমন তারাপতি স্নিগ্ধ-

কর কররূপ কর দ্বারা স্বীয় নায়িকা কুমুদিনীকে স্পর্শ করত আন্দোলন পুরঃসর জাগরিত করিতেছেন। এই রূপে প্রদোষ কাল অতিবাহিত হইলে ভুপাল শয়নাগারে আগমন পূর্ব্বক পরম প্রণয়িনী প্রিয়তমাকে স্মরণ হওয়াতে তাঁহার শোকে অধীর হইয়া এবম্বিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন, অয়ি উৎপলোৎফুল্লাননে! ত্বদীয় বিরহ আমার জীবনের সহিত সাতিশয় সম্প্রীতি স্থাপন করিয়া অধুনা তাহাকে দেহাগার হইতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছে, কিন্তু পুনর্ব্বার যদ্যপি তোমার সহিত সমাগমসুখ অনুমেয় হয়, এনিমিত্তই হউক, অথবা শ্রবণমুখ দ্বারা তোমার বাক্যামৃত পান করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই হউক, মদীয় জীবন তাহার বাক্যে সম্মত হইতেছে না, ইহাতে সে দুর্ম্মতি কৃতকার্য্য হইবার বাসনায় চিন্তারূপ বিষপান করাইয়া অগ্রেই ইন্দ্রিয়গণকে অবশ করিয়াছে, এক্ষণে আর উপায়ান্তর অবলোকন না করিয়া জীবনের প্রতি নিতান্তই নিরাশ হইয়াছি, হে প্রিয়তমে! এই দুরাশয়কে দর্শনরজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লও, এতাবন্মাত্র কহিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে কোন কিঙ্করী আসিয়া কহিল, মহারাজ!

সম্বর উপদ্বীপাধিপতি আপনকার নিমিত্ত যে শুক-পক্ষী প্রেরণ করিয়াছেন, শ্রবণ করিলাম, সে মনুষ্যের ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণোচ্চারণ করিতে পারে, এতচ্ছ্রবণে পুরঞ্জন তাহাকে নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। অনুজ্ঞানুসারে শুক তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি বিহঙ্গমকে অবলোকন করত কহিলেন, শুকে তির্য্যগ্! এক্ষণে মদীয়ালয়েই অবস্থিতি করিতে বাধ্য হও। শুক নতশিরঃ হইয়া কহিল, মহারাজ! আপনকার আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালন করিব, যাহা হউক আপনাকে কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিষণ্ণ দর্শন করিতেছি, বোধ হয়, মনোমধ্যে কোন দুশ্চিন্তার উদয় হইয়া থাকিবে, যদ্যপি অনুমতি হয়, তবে কোন বিচিত্রোপাখ্যান বর্ণন দ্বারা আপনকার এই সমুদ্বেগাকুল চিত্তকে পরিতুষ্ট করি, পুরঞ্জন কহিলেন, তুমি আমার শোকাভিভূত মনকে সন্তোষিত করিতে পারিবে, এরূপ শ্রবণ সুখকর গল্প যদ্যপি বিদিত থাক, তবে অবিলম্বেই প্রকাশ করিয়া বল, শ্রবণ করিতেছি।

তির্য্যগ্ কহিল, হে ভূপতে! আমি বাক্‌কৌশলে সকলেরই চিত্তবিনোদন করিয়া থাকি। আমার এই বিজল্পারূপ অনলে আপকার চিন্তা স্বরূপ তৃণ

সকল অনিলম্বেই ভস্মাবশেষ হইয়া যাইবে, এক্ষণে ইতিহাস আরম্ভ করি, শ্রবণে অবধান হউক, এই বলিয়া মরীচি পর্ব্বত হইতে মহিষী তাহার পশ্চাৎ গমনপূর্ব্বক যে রূপে পার্থিবের আশ্রমে অবস্থিতি করেন, তথায় পুঞ্জযানের জন্মপরিগ্রহ হইলে তাঁহার সহিত যে প্রকারে বিরিঞ্চি নগরে পারিন্দ্রের ভবনে উপনীত হইয়া কালাপনীত করিয়াছিলেন, এবং যদ্রূপে সম্বরোপদ্বীপে গমন করিয়া অধুনা দিবসাতিপাত করিতেছেন, তাহা সমস্তই প্রকাশ করিয়া ভূপালকে পরিজ্ঞাত করিল। শুকপ্রণীত এই উপাখ্যান আকর্ণন করিয়া ভূপতি সেই প্রকার বাক্‌পথাতীত সন্তোষ লাভ করিলেন, মহাকবি কালিদাস নিহারহারপরিধানা বাক্‌বাণীর অনুকম্পায় অজ্ঞান তামস নাশকারক বিজ্ঞানদীপ প্রাপ্ত হইয়া যে রূপ সন্তোষান্বিত হইয়াছিলেন, এবঞ্চ দয়িতের শাপপ্রভাবে পাষাণকলেবরা অহল্যা ভগবান রামচন্দ্রের পদস্পর্শে পূর্ব্ববৎ দেহ ধারণ করিয়া যদ্রূপ আনন্দিতা হইয়াছিলেন, অপর দিবাগত সম্বাদ বায়স হইতে বিদিত হইয়া চক্রবাক যেরূপ হয়, তাহার ন্যায়।

ভূপতি পুরঞ্জন অতুলানন্দ সহকারে শুকের

সহিত কথোপকথনেই অবশিষ্টা যামিনী অতি-বাহিত করিলেন, পর দিন সভামণ্ডপে আগত হইয়া অমাত্যের প্রতি সত্বর উপদ্বীপ গমনের আয়োজন করিতে আদেশ করিলে মন্ত্রী পরিনাথ অনুজ্ঞানুসারে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ গমনোপযোগী সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন, দ্রব্য সকল সমাহৃত হইলে ভূপতি অনতিবিলম্বেই সচিব ও সভ্যগণের সহিত পয়োধি-পোতে সমারোহণ পুরঃসর অনুকূল মারুত প্রবাহে কর্ণধারের নিপুণতায় নির্ব্বিঘ্নে সত্বরেই তরি তরঙ্গ-মালাপরায়ণ পাথোধি পার হইয়া সমরোপদ্বীপে সমুত্তীর্ণ হইলে নৃপতির আগমনজনিত তরি হইতে কয়েক বার মঙ্গল সূচক দুন্দুভি ধ্বনি হইল। ভূপাল অমাত্য ও অপরাপর বহুতর মনুষ্য সমভিব্যাহারে রাজভবন গমনে প্রবৃত্ত হইলে পুঞ্জমান তাঁহার আগমন বার্ত্তা পরিগত হইয়া বয়স্য সকলের সহিত প্রত্যুদ্গমন দ্বারা তাঁহাকে যথাবিহিত সম্মানিত করত নিজ নিলয়ে লইয়া আসিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা নীলাঙ্গনার নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, কোশলা নগর্য্যধিপতিই তাঁহার জনক, তদর্থ অধুনা সমধিক সম্বর্দ্ধনা প্রকাশ করিবার ত্রুটি করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ বিগত হইলে পুঞ্জমান পুরঞ্জনকে সমভিব্যাহারে করত অন্তঃপুর মধ্যে উপনীত হইয়া নানাপ্রকার রমণীয় দ্রব্যে সুশোভিত এক গৃহগর্ব্ভে বিচিত্রাসনোপরি তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন, এবং সত্বরেই নীলাঙ্গনার সকাশে সমুপসন্ন হইয়া উপস্থিত বিবরণ সকল তাঁহাকে সংবিদিতা করিলে মহিষী সেই প্রকার বচনাতীত অপরিসীম সন্তোষ সাগরসলিলে সংসিক্তা হইলেন, দময়ন্তী বিজন গহনে নলরাজাকে অদর্শন হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার আগমন সম্বাদ শ্রবণ করত যেরূপ আনন্দিতা হইয়াছিলেন, অথবা নভোনিলয়ে নবীন নীরদনিনাদ শ্রবণানন্তর ময়ূরী যেরূপ হয়, তাহার ন্যায়।

নৃপাঙ্গনা সত্বরেই ভূপালের অদূরে বিরল স্থলে উপনতা হইয়া সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দিনমণিদর্শনে সরোজিনী যেরূপ অপ্রকাশিতা থাকিতে পারে না, সেই প্রকার পুরঞ্জনের বদনবিধুরূপ দিনকরকরে নলিনাননা রাজ্ঞীর আস্তরূপ কমলিনী প্রকাশমানা হইল। অর্থাৎ নীলাঙ্গনা পুরঞ্জনকে অবলোকন করিয়া আর গোপনীয়াবস্থায় থাকিতে পারিলেন না, মরাললাঞ্ছিত মন্দগমনে ক্রমশঃ তাঁহার সম্মুখীনা হই-

লেন। পুরঞ্জন সহসা রাজ্ঞীকে নয়নপথাবলম্বিনী অবলোকন করিয়া নিতান্ত অসম্ভব বোধ করিয়াছিলেন, পরে শুকের বাক্য স্মরণ হওয়াতে সে সংশয় অপনোদন হইয়া গেল। প্রথমতঃ স্পন্দহীন নেত্রে উভয়েই উভয়ের বদন বিলোকন করিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, এবং অপ্রমাণ সন্তোষ বশতঃ উভয়েরই নয়ন হইতে অনর্গল আনন্দাশ্রু বিনির্গত হওয়াতে বোধ হইল বিরহরূপ দুঃসহ দারুণ নিদাঘতাপিত দেহ মিলন রূপ জলদাগমে দর্শন ধারাধর বিগলিত আনন্দাশ্রুবারি সংসিক্ত হওয়াতে অধুনা যেমন তাহা সম্যক্ প্রকারেই স্নিগ্ধতাকে প্রাপ্ত হইল।

এই রূপে কথঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত হইলে পুরঞ্জন রাজ্ঞীর করসন্ধারণ পূর্ব্বক সন্নিকটে উপবেশন করাইলে অনুমেয় হইল, যেমন দ্রবিণ কমলপাশে কনক ভ্রমরী সমাসীনা হইল। ভূপতি স্বীয় প্রচ্ছাদন দ্বারা মহিষীর নেত্রজল বিমোচন পুরঃসর কহিলেন, প্রিয়ে! মনুষ্যের ক্ষমতায় কদাচই বিধিকৃত কর্ম্মের অন্যথা হইতে পারে না। যাহাহউক আমাদের অসম্ভাবনীয় পুনর্ম্মিলন জনিত তাঁহার জগম্মান্য পদারবিন্দে অসংখ্য প্রণিপাত করি। নীলাঞ্জন

তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, নাথ! এই হতভাগিনীর ভাগ্যে যে পুনর্ব্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, মনোমধ্যে এমত আশাও ছিল না, এক্ষণে বাসনা পরিপূর্ণা হওয়াতে যেরূপ আনন্দিতা হইলাম, বাক্য দ্বারা তাহা কদাচই প্রবর্ণিত হইতে পারে না। এই রূপে বহুক্ষণাবধি কথোপকথন হইলে পুরঞ্জন নীলাঙ্কনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দয়িতে। তবে অদ্যই স্বদেশ গমন করা কর্ত্তব্য; ইহা শ্রবণ মাত্র রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ তাহাতেই সম্মতা হইলেন।

অনন্তর, কোশলাধিপতি অন্তঃপুর হইতে সভামণ্ডপে গমন করিলে পুঞ্জমান সিংহাসন হইতে অবরোহণ পুরঃসর তাঁহার পদতলে প্রণত হইয়া কহিলেন, তাত! আপনকার আগমনাবধি এপর্য্যন্ত অপ্রকাশিত থাকাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করিতে অনুমতি হউক। পুরঞ্জন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, পুত্র! তোমার বদনারবিন্দ অবলোকন করিয়া অদ্য আমার সকল সন্তাপই দূর হইল, এক্ষণে জগদীশ্বরের অনুকম্পায় সমূহ সুখে লোকযাত্রা সুনির্ব্বাহ করিতে থাক। পুঞ্জমান বিনীতভাবে কহিলেন, পিত! অধুনা

অত্রত্য রাজসিংহাসন গ্রহণ করিয়া মদীয় বুভুৎসা পরিপূর্ণ করুন। পুরঞ্জন সস্নেহে কহিলেন, বৎস! পিতার যাবতীয় অর্থেই পুত্রের অধিকার হইয়া থাকে, পুত্রের বৈভবে কদাচই পিতার অধিকার হইতে পারে না। অতএব ইহা আমার গৃহীতব্য নয়। তুমিই এই সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া অসীম সন্তোষে সময় সম্বরণ কর। পরে কহিলেন, কুমার! সরাক্রি-গমনের নিমিত্ত আমাকে অদ্যই যাত্রা করিতে হইবে, অতএব, চল কিয়দ্দিবসের জন্য কোশলা নগরী সন্দর্শন করিয়া আসিবে। পুঞ্জমান জনকাজ্ঞানুসারে গমনে সম্মত হইলে পুরঞ্জন পরমপ্রণয়িনী নীলাঞ্জনা ও অমাত্য এবং পারিষদগণ প্রভৃতি অন্যান্য বহুতর সমভিব্যাহারী মানবদিগের সহিত পয়োধিপোতে গিয়া অধিরোহণ করিলেন, এবং বহুদিনান্তে প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রকার অতুলানন্দে গমন করিতে লাগিলেন, খরতর গ্রীষ্ম ঋতুর প্রচণ্ড প্রভাকরকরে পরিশুষ্ক নদ কোন বেগশালিনী তটিনীর সহিত সংমিলিত হইলে যে রূপে গমন করে, তাহার ন্যায়।

সে যাহা হউক, কয়েক দিবসের মধ্যেই কোশলা নগরীতে তরণী সমুত্তীর্ণা হইলে পুরঞ্জন স্বজনগণ

সহিত আলয়ে উপস্থিত হইয়া এই শুভজনক সম্বাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে অনুমতি করিলেন, এবং কেলি নগর্য্যধিরাজের পরিজ্ঞাতার্থ জনৈক কিঙ্করকে তত্রত্য রাজনিলয়ে প্রেষণ করিলেন। ভূপতি সৌভাঞ্জন ও মহিষী দময়ন্তী তনয়ার দারুণ দুঃখমোচনবার্ত্তা শ্রবণগত করিয়া অপ্রমাণ সন্তোষ কি আর তাঁহাদের চিত্তনিলয়ে সংবরণ হইল! প্রমুদিতান্তঃকরণে বার্ত্তাবাহককে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার প্রদান করিলেন: সে যাহা হউক, এই উপলক্ষে কোশলারাজভবনে তৌর্য্যত্রিকাদি মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল। এতদ্রূপ অসীমানন্দে কিয়দ্দিবস বিগত হইলে একদা রজনীযোগে মহিষী পুরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়তম! আমি মরীচি পর্ব্বত হইতে দুষ্প্রধর্ষারণ্য মধ্যে উপস্থিতা হইয়া যৎকালীন পার্থিবের আশ্রমে গমন করি, সেই সময়ে অঙ্গের যাবতীয় আভরণ উন্মোচন পূরঃসর তত্রত্য একটি রক্তাশোক তরুর মূলদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, বোধ করি, এক্ষণেও তাহা তদবস্থাপন্নই রহিয়াছে। অতএব, তথায় গমন পূর্ব্বক সেই সমস্ত অবলোকন করিলে অধুনা যৎপরোনাস্তি

পরিতোষ জন্মিতে পারে. ইহা শ্রবণ করিয়া পুরঞ্জন কহিলেন, প্রিয়ে! কল্যই তথায় গমন পূর্ব্বক এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিব. এতদ্রূপ কথোপকথনের পর উভয়েই নিদ্রালু হইলেন।

সমনন্তর যামিনী অবসন্না হইলে রক্তোৎপল-নিভ তরুণারুণ সমুদিত এবং লোহিত বর্ণ কর নিকর নভোনিলয়ে প্রকাশমান হইলে নিশানাথও যেমন যামিনী বিয়োগবশে ধূসরকান্তি ধারণ পুরঃসর অস্তাচলবাসে নিমগ্ন হইলেন, এবং স্বীয় কান্তকে পরিম্লানাবলোকন করত তারকাগণের সহিত নিশা তাঁহার পরিচর্য্যার্থই যেমন অনুগামিনী হইল। সে যাহা হউক, এবম্ভূত বিভাত সময় সন্দর্শন করিয়া বোধ হইল, যেমন দুর্দ্ধর্ষণীয় বিশ্লেষবিধুর নলিনীনাথ সুধাকর যে সুধাকরের ভূবলয় ব্যাপ্ত ধবল কৌমুদীজালে কাস কুসুম বিভ্রম জন্মাইতে থাকে, ঈদৃশ তাঁহাকে পরিক্লেশের কারণ অবধারণ করত ধারণ করিবার নিমিত্তই মরীচি মালাবৎ স্বীয় সুদীর্ঘ বাহু প্রসারণ করিতেছেন, এবং নিশাকরও যেমন ঐ ভয়ে স্বীয় সহচর তারকাগণ ও প্রিয়তমা যামিনীর সহিত চরমাদ্রিগর্ভে গুপ্ত হইয়া

থাকিলেন। সে যাহা হউক, পুরঞ্জন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাভাতিক কর্ম্ম নিচয় সমাধানন্তর মহিষী ও পুঞ্জমান এবং বহুতর সৈন্য সহিত নির্ণীত স্থলে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর মরীচি শৈলের উপত্যকামধ্যে উপনীত হইলে রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যপুত্র! ইহারই নাম কি মরীচি পর্ব্বত? পুরঞ্জন কহিলেন, প্রিয়ে! এই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। নীলাঙ্গনা সাশঙ্ক চিত্তে কহিলেন, ইহাকে অবলোকন করিয়া আমার হৃৎকম্প হই-তেছে, সত্বরেই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর। পরে কিয়ৎপথ অতিক্রম করিয়া রোজ্ঞ মহিষী পুরঞ্জনকে সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন, প্রিয়তম! অনুমান হয়, ঐ সম্মুখস্থিত অশোক তরুর মূলেই অলঙ্কার সকল প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহাতে পুঞ্জরন তাঁহার সহিত সেই বীতশোক তরুর নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়তমে! উহার কোন্ স্থানে রাখিয়াছ, নীলাঙ্গনা নিরূপিত স্থল সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, নাথ! এই স্থানের অভ্যন্তরেই আছে, এতচ্ছ্রবণে ভূপাল আচ্ছাদিত মৃত্তিকা সকল উত্তোলিত করিলে মহিষীর সমস্ত আভরণই প্রাপ্ত হইলেন, এতদাবলোকনে তাঁহা-

দের উভয়েরই আনন্দের আর পরিসীমা থাকিল না। রাজ্ঞী যে বস্ত্রখণ্ডে অলঙ্কার সকল আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, দেখিলেন, তাহা মৃণ্ময় হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর পুরঞ্জন মহিষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি বহুদিবস এস্থলে অবস্থিতি করিয়াছিলে, বল দেখি কাহার ঐ পর্ণকুটীর দর্শন হইতেছে, রাজমহিলা প্রভুতানন্দে কহিলেন, উহাই মহাত্মা পার্থিবের আশ্রম, আহা! তিনি আমার নিমিত্ত কতই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, অতএব, এক্ষণে একবার তাঁহার চরণবন্দনা করিতে অভিলাষ করি, মহিষীর এতদ্বাক্যে সম্রাট সাতিশয় সন্তোষ সহকারে কহিলেন, প্রিয়তমে! চল, তবে কুমার পুঞ্জমানের সহিত মহানুভাব পার্থিবের পবিত্রাশ্রম সন্দর্শন করিয়া আসি, এই বলিয়া আশ্রম সন্নিধানে গমন করিলেন। প্রথমতঃ নীলাঙ্গনা পার্থিবের চরণ বন্দনা করিলে তিনি মহিষীর শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! ভুবনপাবন ভগবান পার্ব্বতীপতি তোমার সেই দারুণ দুঃখ দূরীভূত করিয়াছেন, ইহাতেই পরম সন্তোষিত হইলাম, এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে অতুলানন্দে সময় যাপন করিতে থাক। পরে পুঞ্জমান

তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলে তিনি তাঁহাকে আলি-
ঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, কুমার! পুঞ্জমান্ তোমাকে দণ্ড পরিগ্রহ করিতে অবলোকন করিলাম, এক্ষণে আবার সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম সন্দর্শন করিতেছি। সে যাহা হউক বৎস! অধিক বক্তৃতা আর কি করিব, যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তদনুরূপ কর্ম্ম করিয়া কু[illegible]মধ্যে, চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংবর্দ্ধিত করিও। এতাবন্মাত্র কহিয়া পুরঞ্জনের সহিত বহু-ক্ষণাবধি সদালাপ করিলেন। তদনন্তর ভূপতি যথোচিত বিনয় সহকারে পার্থিবের সকাশে বিদায় গ্রহণ করত স্বগণসহিত রাজভবনে আসিয়া সমুপ-স্থিত হইলেন। পুঞ্জমান সমধিক অনুনয় সহকারে জনক জননীর পাদবন্দন পুরঃসর স্বীয় সচিব এবং অপরাপর জনগণ সমভিব্যাহারে স্বয় উপদ্বীপে গমন করিলে ভূপাল পুরঞ্জন পরম প্রণয়িনী নীলা-ঞ্জনার সহিত প্রচুর প্রমুদিতান্তরে প্রতিবাসর অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ সভ্যবৃন্দকে বিদিত করা যাইতেছে, যিনি আমার বিনানুমতিতে এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ করিবেন, তাঁহাকে ভারতবর্ষাধিপতি শ্রীমান্ ইংরাজ রাজের সুপরিষ্কৃত ব্যবস্থায় দণ্ডাধীন হইতে হইবে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিবাস চন্দ্রভাগ।

শকাব্দাঃ ১৭৮৩ }
৮ বৈশাখ। }